ভারতীয় ঔষধাবলীর

সংক্ষিপ্ত ভৈষজ্যতত্ত্ব

"যস্য দেশস্য যো জন্তুস্তজ্জং তস্যৌষধং স্মৃতম্"

ডাঃ খগেন্দ্রনাথ বসু

একাদশ সংস্করণ

হ্যানিম্যান পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
১৬৫, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

হ্যানিম্যান পাবলিশিং কোম্পানি প্রাইভেট লিঃ এর পক্ষে
শ্রীগৌরীশঙ্কর ভড় কর্তৃক
১৬৫, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
হইতে প্রকাশিত

১ম সংস্করণ ১৩৩৮, জ্যৈষ্ঠ
৯ম সংস্করণ ১৩৬৫, মাঘ
১১শ সংস্করণ ১৩৭৬, কার্ত্তিক

মূল্য—৪'০০

মুদ্রাকর : শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল বিশ্বাস
দি ইণ্ডিয়ান ফোটো এনগ্রেভিং কোম্পানি প্রাইভেট লিঃ,
২৮, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯
হইতে মুদ্রিত

ভূমিকা

হোমিওপ্যাথি মতে দেশীয় ঔষধের পরীক্ষা এবং ব্যবহারের চেষ্টা বহুদিন হইতেই চলিয়া আসিতেছে। স্বর্গীয় ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, অঘোরচন্দ্র ভাদুড়ী, ডি এন রায় প্রভৃতি মনীষিগণ কোন কোন ঔষধ আবিষ্কার এবং ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। ইদানীং কলিকাতা ভবানীপুরের ডাক্তার শ্রীযুত শরচ্চন্দ্র ঘোষ, আসাম গৌরীপুরের ডাক্তার শ্রীযুত কালীকুমার ভট্টাচার্য, পাবনার ডাক্তার শ্রীযুত প্রমদাপ্রসন্ন বিশ্বাস প্রভৃতি মহোদয়গণ অনেক ঔষধ পরীক্ষা করিয়াছেন এবং এখনও পরীক্ষা কার্যে লিপ্ত আছেন। এই সমস্ত ঔষধ বিশেষ উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হইতেছে। আমরাও অনেক ঔষধ ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাইতেছি।

জ্বর চিকিৎসায় হোমিওপ্যাথির অপযশ হোমিওপ্যাথির জন্ম হইতেই আছে। কিন্তু দেশীয় কতকগুলি ঔষধ জ্বররোগে আশ্চর্যজনক ফল প্রদান করিতেছে। আমরাও লক্ষ্য করিতেছি, বহুক্ষেত্রেই উপযুক্ত লক্ষণ সত্ত্বেও হয়ত নেট্রাম মিউর, নাক্স ভমিকা, পালসেটিলা, ইপিকাক ইউপেটোরিয়াম, রাস টক্স, সালফার প্রভৃতি ঔষধ সুফল প্রদানে সক্ষম হইল না, সেস্থলে দেশীয় কালমেঘ, চিরতা, নাটা, শেফালিকা, গুলঞ্চ, ক্ষেতপাপড়া প্রভৃতি হইতে প্রস্তুত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ অতি অল্প সময়ের মধ্যে আশ্চর্যরূপে রোগীকে নিরাময় করিল। সেজন্য আয়ুর্বেদের সেই বাক্য—**যে দেশের যে ভেষজ তাহা সেই দেশের ব্যাধির পক্ষেই উপযোগী**—সত্য বলিয়া মনে হয়। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে আমাদিগের সাগর পারে অপরের মুখপানে চাহিয়া থাকিবার প্রয়োজন কি? আজ স্বরাজ সাধনার দিনে আমাদের বিলাতীর মোহ কাটিয়া গিয়াছে, আমরা যেমন অশন বসনে স্বাবলম্বী

হইতেছি, সেইরূপ ব্যাধি নিরাময়েও আমাদিগকে পরের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিলে চলিবে না। আমাদের ব্যাধির ঔষধ আমাদিগকেই প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে। আমাদের ন্যায় পরাধীন জাতির পক্ষে ইহা সহজসাধ্য নহে ; কিন্তু "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"—ইহাও ধ্রুব সত্য। দিন আসিবে, যখন দেশীয় ঔষধের বহুল প্রচারের জন্য সকলকে সচেষ্ট হইতে হইবে। সেই উদ্দেশ্যে আজ আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তকের অবতারণা।

দেশীয় ঔষধের অন্যতম পরীক্ষক, ডাঃ শ্রীযুত প্রমদাপ্রসন্ন বিশ্বাস মহাশয় কয়েক বৎসর হইল দুই খণ্ডে "ভারত ভৈষজ্যতত্ত্ব" লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে তিনি মেটিরিয়া মেডিকা হইতে আরম্ভ করিয়া ঔষধ পরীক্ষার বিবরণ ইত্যাদি সমস্তই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সাধারণের সুবিধার্থে তাঁহার অনুমতিক্রমে তাঁহারই পুস্তক অবলম্বনে দেশীয় ঔষধের মাত্র মেটিরিয়া মেডিকা অংশ লিখিয়া আজ প্রচার করিতে অগ্রসর হইয়াছি। তাঁহার এই ঋণদানে আমি তাঁহার নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ এবং হ্যানিম্যান পাবলিশিং কোং'র স্বত্বাধিকারী বন্ধুবর অধ্যাপক শ্রীযুত প্রফুল্লচন্দ্র ভড় মহাশয় আমার অন্যান্য অনেক পুস্তকের ন্যায় এখানিরও প্রকাশ ভার গ্রহণ করিয়া আমাকে বাস্তবিকই কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রাখিয়াছেন।

এই ক্ষুদ্র পুস্তক সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার নাই। দেশীয় ঔষধের প্রচারে ইহা কথঞ্চিৎ সাহায্য করিলেই সকল শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। ইতি—

খুলনা,
জ্যৈষ্ঠ-পূর্ণিমা, ১৩৩৮ } শ্রীখগেন্দ্রনাথ বসু

দশম সংস্করণের বিজ্ঞাপন

ভারতীয় ঔষধাবলীর দশম সংস্করণ প্রকাশিত হইল, ভিন্ন ভিন্ন ভারতীয় এবং চলিত বিদেশীয় ভাষায়, দেশীয় গাছ গাছড়ার নাম (সাধারণ নাম—common names) ; প্রাচীন আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থকার-গণের এবং দেশ বিদেশের অ্যালোপ্যাথিক গ্রন্থকার ও চিকিৎসকগণের অভিজ্ঞতালব্ধ মতামত এই সংস্করণে সংযোজিত হইয়াছে, আশা করি ইহাতে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণ উপকৃত হইবেন। চিকিৎসক ব্যতীতও পুস্তকখানি যাহাতে গৃহস্থের উপকারে আসে, পুর্ব পুর্ব সংস্করণের ন্যায় এবারেও সেদিকে লক্ষ্য রাখা হইয়াছে, এই সমস্ত কারণে পুস্তকের কলেবর কিছু বাড়িয়াছে, ছাপা ও কাগজের দাম বাড়িয়াছে, সেজন্য ইহার মূল্যও কিছু বর্ধিত করিতে হইল। ইতি—

হালিসহর, ২৪ পরগনা
অগ্রহায়ণ, ১৩৭০

শ্রীখগেন্দ্রনাথ বসু

সূচীপত্র

ঔষধ-নির্ঘণ্ট

INDEX OF MEDICINES

ভারতীয় ঔষধাবলীর

সংক্ষিপ্ত ভৈষজ্যতত্ত্ব

ওলট-কম্বল

(Abroma Augusta)

সাধারণ নাম—সংস্কৃত—পিবরী, যোষিণী, বাংলা—ওলট-কম্বল, হিন্দি—ওলট-কম্বল, কাচ—ওলট-কম্বল, বম্বে—ওলট-টম্বল, ইংরাজী—ডেভিলস কটন।

ইহা স্টারকুলিয়েসী (sterculiaceæ) জাতীয় বৃক্ষ, বাংলা দেশে বিশেষতঃ ভারতের উষ্ণ অঞ্চলে—উত্তর প্রদেশ হইতে সিকিম পর্যন্ত স্থানসমূহে জন্মিয়া থাকে।

ওলট-কম্বল* বাধকবেদনার উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া পল্লীগ্রামে ইহার যথেষ্ট খ্যাতি আছে এবং সেইজন্য অনেকের বাড়ীতেও ইহা সযত্নে রোপিত ও রক্ষিত হইয়া থাকে। ঋতুকালের পূর্ব হইতেই ইহার মূলের ছাল গোলমরিচ সহ বাটিয়া সেবন করিবার বিধি আছে। ইহা রজঃকষ্ট নিবারণ ও রজঃস্রাব বৃদ্ধি করে।

---

* আয়ুর্বেদ বলেন—

পীবরী যোষিণী সা স্যাৎ যোনিব্যাপদ্বিনাশিনী।
রজোদোষ প্রশমনী প্রদরার্শো নিবারিণী।

পীবরী ও যোষিণী এই দুইটি ওলট-কম্বলের সংস্কৃত নাম। ইহা যোনিব্যাপৎ রজোদুষ্টি, প্রদর, অর্শরোগ নিবারক।

ইং ১৮৭২ সালে ডাঃ ভুবনমোহন সরকার নামে একজন বাঙ্গালী চিকিৎসক "ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল গেজেটে" এই সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া জনসমাজে ইহার প্রচারে সহায়তা করেন। ডাঃ ওয়ার্ট তাঁহার "ডিকসনারী অব দি ইকোনমিক প্রডাক্‌ট্‌স অব ইণ্ডিয়া" (Dictionary of the Economic Products of India) পুস্তকে তের জন চিকিৎসকের মত উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে আট জনই ইহার অনুকূলে মত দিয়াছেন। ফলতঃ ডাঃ ইভার্স, ম্যাকলিয়ড, থর্নটন প্রভৃতি চিকিৎসকগণ ইহা পরীক্ষা করিয়া স্ত্রীলোকদের বাধক এবং অন্যান্য জরায়ুঘটিত ব্যাধির অমোঘ ঔষধ (specific) বলিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

ডাইমকের পুস্তক (Pharmacographia Indica) হইতে আমরা জানিতে পারি (Vol. I, p. 233)—ডাঃ ইভার্স বলেন—It has never failed in my hands in speedily relieving painful dysmenorrhea, অর্থাৎ কষ্টরজের বেদনা দ্রুত নিরাময়ে ইহা কখনও আমার হাতে ব্যর্থ হয় নাই। ডাঃ ম্যাকলিয়ড বলেন—ইহার তাজা শিকড় গোলমরিচ সহ বাটিয়া ঋতুর এক সপ্তাহ পূর্ব হইতে আরম্ভ করিয়া ঋতু প্রকাশ না পাওয়া পর্যন্ত সেবন করিতে হয়—"The fresh root is usually given, made into a paste with black pepper about a week before the time of menstruation and is continued until it commences."

ওলট-কম্বলের পাতা হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। এযাবৎ নানাবিধ স্ত্রীরোগে ওলট-কম্বলের মূলই অ্যালোপ্যাথিক এবং পেটেণ্ট ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু স্বর্গীয় ডাঃ ডি এন রায় মহাশয় ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের "ইণ্ডিয়ান হোমিওপ্যাথিক রিভিউ" পত্রে দুইটি প্রবন্ধ লিখিয়া ইহার পাতার গুণ জনসাধারণে

ব্যক্ত করেন। তিনি ইহার টিঞ্চার বা অরিষ্ট প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিতে থাকেন। বহুমূত্র এবং মূত্রসম্বন্ধীয় অন্যান্য রোগে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ হইয়াছে। ফলতঃ, নিম্নলিখিত ব্যাধিতে ইহার উপযোগিতা দেখা যায়, যথা—

কষ্টরজঃ বা বাধকবেদনা; রজোনাশ; কার্বাঙ্কল বা দুষ্টব্রণ; ভ্রমি বা মাথাঘোরা; অনিদ্রা; দুর্বলতা; ডায়েবিটিস বা বহুমূত্র; মূত্র-ধারণে অক্ষমতা; অসাড়ে মূত্রত্যাগ; অ্যালবুমিনুরিয়া বা অণ্ডলালমূত্র ইত্যাদি।

ডাঃ রায় যে সমস্ত লক্ষণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাও এস্থলে সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল। সুস্থ শরীরে ইহার আরও পরীক্ষা হওয়া দরকার।

ভেষজ লক্ষণ

রোগীর অত্যন্ত কোপন ও উত্তেজিত স্বভাব; খিটখিটে মেজাজ। মস্তিষ্কের দুর্বলতা, মাথার মধ্যে অশান্তিবোধ, কঠিন পরিশ্রম করিতে অসমর্থ। মাথায় কখনও বা খালি-খালি-বোধ, কখনও বা ভার ও অস্বস্তিবোধ। মাথাঘোরা, রোগী সেজন্য ঘুরিয়া পড়িয়া যায়। মস্তকের পশ্চাদ্দিকে বেদনা বোধ। রোগী কোন প্রকার প্রতিবাদ সহ্য করিতে পারে না, অনিদ্রা, চোখের শ্রান্তিবোধ, সর্বদা চোখ বুজিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে, কান ভোঁভোঁ করে এবং কানে কম শোনে।

জিহ্বা শুষ্ক এবং পরিষ্কার। মুখাভ্যন্তরেও শুষ্কতাবোধ, অত্যন্ত পিপাসা, অধিক পরিমাণ ঠাণ্ডা জল পান করিবার ইচ্ছা।

ক্ষুধা অস্বাভাবিক—কিছুতেই উহার নিবৃত্তি হয় না; আহারের পরক্ষণেই আবার ক্ষুধা লাগে।

শক্ত ডেলা-বাঁধা মলযুক্ত কোষ্ঠবদ্ধ।

প্রতিবার বহু পরিমাণে প্রস্রাব হয়, দিন রাত্রিতে এরূপ অনেকবার হয়। মূত্রত্যাগের পরেই অত্যন্ত পিপাসা হয়, আঁস্‌টে গন্ধবিশিষ্ট কিন্তু পরিষ্কার বর্ণযুক্ত মূত্র। উচ্চ আপেক্ষিক গুরুত্ববিশিষ্ট মূত্র; উহাতে শর্করার বিদ্যমানতা। রাত্রিকালে বহুবার মূত্রত্যাগ হয়, মূত্রধারণে অক্ষমতা।

উদ্বেগসহ হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতা, হৃদ্‌প্রদেশে ভয়ানক অস্বস্তি-বোধ। হৃদ্‌স্পন্দন, সঞ্চালনে উহার বৃদ্ধি।

স্ত্রীলোকগণের অনিয়মিত ঋতু, যথাসময়ের পূর্বে প্রকাশ পায়, অল্পদিন—অথবা ক্ষেত্রবিশেষে বহুদিন ধরিয়া থাকে, ঋতু সময়ে—অথবা উহার দুই একদিন পূর্ব হইতেই তলপেটে শূলবেদনার (colic) ন্যায় বেদনা হয়। কাল চাপ চাপ রক্ত ভাঙ্গে। ভ্রমি বা মাথাঘোরা ইত্যাদি আনুষঙ্গিক উপসর্গ থাকে। কখনও কখনও হিস্টিরিয়ার ন্যায় আক্ষেপ হয়।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ—ঘাড় এবং শিরদাঁড়ার (neck and spine) দুর্বলতা, পৃষ্ঠদেশে ঘিনঘিনে বেদনা; নিম্ন প্রত্যঙ্গের দুর্বলতা, উপর এবং নিম্নপ্রত্যঙ্গের শীর্ণতা, কুচকির কাঠিন্য সহ কিডনীর বেদনা।

চর্ম—চর্মের শুষ্কতা, চুলকানি, জ্বালা, রাত্রিতে ঘুমের ব্যাঘাত হয়। ছোট ছোট ব্রণ, গ্রীষ্মকালে বাড়ে, কার্বাঙ্কল।

নিদ্রা—নিদ্রা ব্যতীতই তন্দ্রালুতা; অনিদ্রা, ঘন ঘন প্রস্রাবের বেগ, সেজন্য নিদ্রার ব্যাঘাত, শেষ রাত্রে কতকটা নিদ্রা হয়।

ঠাণ্ডা বাতাসে, সন্ধ্যা এবং রাত্রিকালে কাশির বৃদ্ধি। কাশিবার সময়ে বুকে বেদনাবোধ, সেজন্য বুক চাপিয়া ধরিতে হয়।

* * * * *

মধুমেহ এবং বহুমূত্ররোগ (**diabetes millitus and diabetes insipidus**)—অধিক পরিমাণ শর্করাযুক্ত এবং অত্যধিক আপেক্ষিক গুরুত্ববিশিষ্ট মধুমেহেও ইহা যেরূপ উপকারী, বহু পরিমাণ রাত্রিকালীন পরিষ্কার প্রস্রাবেও ইহা তেমনি উপযোগী। অত্যধিক পিপাসা, অনিদ্রা, অবসন্নতা এবং মানসিক বা শারীরিক পরিশ্রম করিতে একান্তই অনিচ্ছা। ইহা ইউরেনিয়াম নাইট, ফসফরিক অ্যাসিড, সিজিজিয়াম প্রভৃতি ঔষধের সমকক্ষ এবং এই সমস্ত ঔষধ প্রয়োগে যে স্থলে উপকার পাওয়া যায় না, সেখানে অ্যাব্রোমা অগস্টা অভীপ্সিত ফলদানে সমর্থ হইয়া থাকে। অসাড়ে মূত্রত্যাগ, অথবা মূত্রধারণে অক্ষমতাতেও ইহা বিশেষ উপযোগী।

মধুমেহ এবং বহুমূত্র রোগীতে মুখ সর্বদা শুষ্ক থাকে এবং পুনঃপুনঃ ঠাণ্ডা জল পানের জন্য ইচ্ছা হয়। বহুমূত্র রোগীতে আমরা আর একটা বিশেষত্ব পাই—অস্বাভাবিক ক্ষুধা। পেট ভরিয়া খাইবার অল্পক্ষণ পরেই আবার রোগীর ক্ষুধা পায় এবং সে খাইতেও পারে, বরঞ্চ সে সময় কিছু খাইতে না পাইলে অবসন্নই বোধ করে। অতিরিক্ত আহারের জন্য তাহার অজীর্ণ লক্ষণ প্রকাশ পায় না এবং সর্বপ্রকার খাদ্যেই তাহার রুচি দেখা যায়।

ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া এবং ব্রঙ্কাইটিস—কাশিতে বক্ষে এবং পার্শ্বে বেদনা—হাত দিয়া চাপিয়া ধরিতে হয়, সন্ধ্যাকালে এবং রাত্রিতে কাশির বৃদ্ধি ; শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুত, গায়ের রং সাদা অথবা ঈষৎ হরিদ্রাভ রংয়ের, পিপাসা প্রবল, শক্ত ডেলা-বাঁধা মল। ব্রাইওনিয়ার

পরিবর্তে, অথবা ব্রাইওনিয়া প্রয়োগ করিয়া উপকার না হইলে ইহা ব্যবহার করিয়া দেখা উচিত।

কার্বাঙ্কল বা দুষ্টব্রণ—ডায়েবিটিস হইতে জাত কার্বাঙ্কল, উহাতে সহজে পুঁজ হয় না, অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হয়। ডায়েবিটিস-জাত এই প্রকারের দুষ্টব্রণ এবং অন্যান্য ক্ষতে অ্যাব্রোমা বিশেষ উপযোগী।

স্ত্রীরোগ—রজঃনাশ, কষ্টরজঃ বা বাধকবেদনা এবং ঋতু সম্বন্ধীয় অন্যান্য গোলযোগে ইহা বিশেষ উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হয়। ইহার লক্ষণাদি ভেষজলক্ষণে উক্ত হইয়াছে। ঋতু সম্বন্ধীয় গোলযোগ সহ দুর্বল স্ত্রীলোকগণের হিষ্টিরিয়ায় ইহা বিশেষ উপযোগী।

ক্রম—θ, ২x দুই তিন ফোঁটা মাত্রায় ব্যবহার করিতে হয়।

রোগী-বিবরণ—স্ত্রীরোগে অ্যাব্রোমা অগস্টা।

২৫ বৎসরের বিধবা নির্মলা, অনেকদিন হইতে বাধকবেদনায় কষ্ট পাইতেছে। ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে এক ঋতুকালে ভীষণ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া আমার নিকট আসে। তলপেটে অসহ্য বেদনা; স্রাব অতি অল্প এবং মলিন; রোগ-বিবরণ বলিবার সময়ে রোগিনী কাঁদিয়া ফেলিল। ইহা দেখিয়াই আমি তাহাকে পালসেটিলা ৩০ দিলাম, কিন্তু ৩ মাত্রাতেও কোন বোধগম্য উপশম দেখিলাম না; ভাইবারনামের কথা মনে হইল; কিন্তু এই সময় দেশীয় ঔষধের উপর নূতন ঝোঁক পড়ায় এবং রোগিনীর প্রকৃতি পালসেটিলার অনুরূপ নহে বুঝিয়া তাহাকে অ্যাব্রোমা অগস্টা ৩x, তিন মাত্রা হিসাবে দুই দিন দিলাম। তাহাতেই সে যন্ত্রণাপ্রদ উপসর্গ হইতে অব্যাহতি লাভ করে। পরবর্তী ঋতুকালে কয়েকদিন পূর্ব হইতে পুনরায় অ্যাব্রোমা ৩x ব্যবহার করায় আর বেদনা অনুভব করে নাই, ঋতুস্রাবও স্বাভাবিক আকার ধারণ করে।

ওলট-কম্বলের মূল
(Abroma Radix)

ওলট-কম্বলের মূল এবং তাহার ছাল হইতে এই ঔষধ প্রস্তুত হইয়াছে। ওলট-কম্বলের মূলে রজোনিঃসারক এবং জরায়ুর বলবিধায়ক গুণ বর্তমান আছে। ইহার মানসিক এবং অন্যান্য লক্ষণাবলী অ্যাব্রোমা অগস্টার ন্যায়; কিন্তু ইহা জরায়ু সম্বন্ধীয় যাবতীয় স্ত্রীরোগেই বিশেষ উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। বাধক-বেদনা, অনিয়মিত ঋতু, স্বল্পরজঃ, ঋতু প্রকাশের দুই এক দিন পূর্ব হইতে—অথবা ঋতু প্রকাশের সময়েই তলপেটে ভয়ানক বেদনা, সামান্য পরিমাণের স্রাব, কখনও কখনও স্রাব অত্যধিক পরিমাণে হয়। কাল চাপ চাপ রক্তস্রাব, রজোলোপ এবং হরিৎপাণ্ডু বা ক্লোরোসিস ব্যধিতেও ইহার উপযোগিতা দৃষ্ট হয়। ঋতু সম্বন্ধীয় গোলযোগে ইহা পালসেটিলা এবং ভাইবারনাম অপুলাস ঔষধের সমকক্ষ। নম্র, ধীরা, অভিমানিনী, ক্রন্দনপরায়ণা স্ত্রীলোকগণের ব্যাধিতে পালসেটিলা উপযোগী। অ্যাব্রোমা র‍্যাডিক্সের রোগিনী সাধারণতঃ বদমেজাজ এবং কোপনস্বভাবযুক্তা। কিন্তু অন্যান্য লক্ষণের সঙ্গে মিলিলে ক্রন্দন-পরায়ণা স্ত্রীলোকগণের পক্ষেও উপযোগী হইয়া থাকে। ভাইবারনাম আক্ষেপিক বাধকবেদনাতেই (spasmodic dysmenorrhœa) বিশেষ উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন, কৃত্রিম প্রসববেদনা এবং ভ্যাদালব্যথাতেও ভাইবারনামের ব্যবহার আছে। কিন্তু অ্যাব্রোমা র‍্যাডিক্সের উপযোগিতা প্রায় যাবতীয় স্ত্রীরোগেই দেখিতে পাওয়া যায়।

অ্যাব্রোমা অগস্টা এবং অ্যাব্রোমা র‍্যাডিক্স-এর লক্ষণাবলী প্রায় একই প্রকার হইলেও আমরা ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি যাবতীয় স্ত্রী-ব্যাধিতে অগস্টা অপেক্ষা র‍্যাডিক্সের উপযোগিতা বেশী। ক্লোরোসিস

ব্যাধিগ্রস্তা বা দুর্বল ও শীর্ণা বালিকার প্রচুর পরিমাণ সাদা পাতলা বা জলের ন্যায় শ্বেতপ্রদরেও ইহা বিশেষ ফলপ্রদ হইয়া থাকে।

ক্রম—θ, ২x এবং ৩x।

মুক্তবর্ষী

(Acalypha Indica)

সাধারণ নাম—সংস্কৃত—অরিত্তমঞ্জরী ; বাংলা—মুক্তঝুরি বা মুক্তবর্ষী ; হিন্দি—কুপি ; গুজরাতী—ভ্যানেলিক কান্তে ; মারাঠী—খোকালি, খাজোটি ; তেলেগু—কুপ্পিচেট্টু ; তামিল—কুপ্‌পি-ভাকনি ; কানাড়ী—কুপ্‌পি-গাডা ; মালয়লম—কুপ্‌পামণি ; ইংরাজী—ইণ্ডিয়ান একালাইফা।

ইহা ইউফরবিয়েসী (euphorbiaceæ) জাতীয় উদ্ভিদ।

বাঙ্গালা দেশের প্রায় সর্বত্র মুক্তবর্ষী* দেখিতে পাওয়া যায়। গাছ দুই তিন ফুটের বেশী হয় না, পাতা গোলাকার খুলনা জেলার কোন কোন স্থানে ইহাকে "দেনাড়ী" এবং "বিড়ালহাঁচী" বা "বিড়ালকাঁদুনে গাছ" বলে। শিশুদের কোষ্ঠবদ্ধে বাহ্য জোলাপ রূপে ইহার পাতা পল্লী-গ্রামের চিকিৎসক ও গৃহস্থ কর্তৃক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা গ্লিসারিন

---

* আয়ুর্বেদ মতে—

মুক্তাবর্চস্তথা রুদ্রা বাস্তিকৃচ্ছ বিরেচনী।
কাসশ্বাসগরঘ্নী চ জ্বরঘ্নং কফবাতনুৎ॥
এতস্যাঃ স্বরসঃ পীতঃ কফোৎসারী চ বামনঃ।
পায়ুলেপাম্মলোৎসারী কক্কো বালেষু যুজ্যতে॥

(মুক্তবর্ষীর পর্যায়—মুক্তবর্চ ও রুদ্রা)—বমনকারক বিরেচক ও বাতশ্লেষ্মানাশক। ইহা কাশ, শ্বাস, জ্বর ও শিশুরোগে ব্যবহৃত হয়। ইহার রস পানে কফ নির্গত হয় ও বমন হয়। ইহা বাটিয়া শিশুদের সরলান্ত্রে প্রবেশ করাইয়া দিলে তাহাদের মলত্যাগ হইয়া থাকে।

এই ঔষধ আমেরিকান ফার্মাকোপিয়ায় স্থান পাইয়াছে এবং তাহারা এই দেশ হইতে শুষ্ক পাতা সংগ্রহ করিয়া ঔষধ প্রস্তুত করিয়া থাকেন। কিন্তু এখানে টাটকা গাছ হইতে ঔষধ প্রস্তুত হইয়া অধিকতর ফল প্রদান করিতেছে।

সাপোজিটারীর ন্যায় কার্য করে। কয়েকটি পাতা পুরাতন ঘৃতের সহিত বাটিয়া ছোট একটি বড়ী করিয়া পানের বোঁটা, অথবা কনিষ্ঠাঙ্গুলী দ্বারা সরলান্ত্রে প্রবেশ করাইয়া দিলে তৎক্ষণাৎ মলত্যাগ হয়। গলা দিয়া রক্ত উঠিলে ইহার পাতা গোলমরিচ সহ বাটিয়া খাইবার প্রথাও কোন কোন স্থানে প্রচলিত দেখা যায়। রসুন সহ ইহা কৃমিতে মুষ্টিযোগরূপে ব্যবহৃত হয়; ইহার শুষ্ক পাতার চূর্ণ শয্যাক্ষতে বিশেষ উপকারী। রক্তোৎকাশে গোলমরিচ সহ ইহার পাতা ভক্ষণে আশু উপশম পাওয়া যায়। কলিকাতাস্থ ফরাসী ডাক্তার টনিয়ার সর্বপ্রথম এই ঔষধ পরীক্ষা করিয়া ব্যবহার করেন। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, তাঁহার শিষ্য জয়কৃষ্ণ ঘোষালের দ্বারা ইহার একটি প্রুভিং করেন।

হেনরী টমাস, এম ডি *Additions to the Homœopathic Materia Medica* নামক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক সঙ্কলন করেন; ইংরাজী ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে উহা লণ্ডনে প্রকাশিত হয়; উহাতে অ্যাকালাইফার বিবরণ দেওয়া আছে। ডাক্তার ক্লার্ক, বোরিক, কাউপারথোয়েট প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারগণ তাঁহাদের পুস্তকে এই ভারতীয় ঔষধের কথা লিখিয়া গিয়াছেন।

ভেষজ লক্ষণ

যক্ষ্মাকাশি এবং রক্তপিত্তে প্রাতঃকালে উজ্জ্বল লালবর্ণের এবং বৈকালে বা সন্ধ্যাকালে কাল চাপ চাপ রক্ত উঠে। ডাঃ শরচ্চন্দ্র ঘোষ তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছেন—"In the opinion of Dr. Hale, it is employed when there is expectoration of pure, bright-red blood in the morning and dark lumps of clotted blood in the evening"—অর্থাৎ ডাঃ হেলের মতে, প্রাতঃকালে গয়ারে

কেবল উজ্জ্বল লালবর্ণের রক্ত এবং বৈকালে কাল চাপ চাপ রক্ত দেখা দিলে উহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বুকে অনুক্ষণ বেদনা এবং ফুসফুস হইতে রক্তস্রাব।

প্রাতঃকালে রোগের বৃদ্ধি, তখন রোগী দুর্বলতা ও ক্লান্তি বোধ করে।

কাশির বৃদ্ধি রাত্রিকালে।

পেটফাঁপা এবং উদরাধ্মান।

Percussion করিলে, অর্থাৎ বুকে অঙ্গুলী দ্বারা টোকা মারিলে dull বা ঢ্যাব্‌ঢেবে শব্দ পাওয়া যায়।

সর্বশরীরে শীর্ণতা।

প্রাতঃকালে বৃদ্ধি—রক্ত উঠে প্রাতঃকালে, কিন্তু কাশি বাড়ে রাত্রিতে।

যক্ষ্মা এবং রক্তপিত্তে শুষ্ক কাশি, কাশিতে কাশিতে রক্ত উঠে, প্রাতঃকালে উজ্জ্বল লাল এবং সন্ধ্যায় কাল চাপ চাপ রক্ত, বুকে বেদনা, রাত্রিকালে কাশি বাড়ে। পেটফাঁপা বর্তমানে অধিকতর উপযোগী হয়।

যক্ষ্মা এবং রক্তপিত্ত ব্যতীতও শরীরের অন্য কোন দ্বার হইতে যদি প্রাতঃকালে বৃদ্ধির ভাবযুক্ত রক্তস্রাব হয়—বিশেষতঃ রক্তবমন হয়, তবে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী হইয়া থাকে। "প্রাতঃকালে উজ্জ্বল লাল-বর্ণের এবং বৈকালে কাল চাপ চাপ রক্ত"—ইহার বিশেষ প্রয়োগ লক্ষণ।

ইহা অ্যাকোনাইট, ইপিকাক, ফিকাস রিলিজিওসা, হ্যামামেলিস, ফসফরাস, মিলিফোলিয়াম প্রভৃতির তুল্য ঔষধ। †

ক্রম—২x, ৩x, ৬x।

---

† কেহ কেহ বলেন, দেনাড়ী এবং মুক্তবর্ষী একই গাছ নহে। মুক্তবর্ষী তুলসী জাতীয় বৃক্ষ এবং ইহার গুণও অনেকটা সেইরূপ। অধিকন্তু ইহার পাতা দেনাড়ীর পাতার ন্যায়

আপাং

(Achyranthes Aspera)

সাধারণ নাম—সংস্কৃত—অপামার্গ, খাড়ামঞ্জরী ; বাংলা—আপাং ; হিন্দি—লাটজিরা, চিরচিরা ; বম্বে ও মারাঠী—অঘাদা ; পাঞ্জাবী—কুট্রি ; তামিল—নায়ুরিবি শিরুকাদাতাদি ; গুজরাতী—সফেদ অঘেদো ; তেলেগু—উত্তরীল, আর্তিসা ; বার্মিস —কুনিলামন্ ; ইংরাজী —চ্যাফ ট্রি।

ইহা অমরান্তেসী (amarantaceæ) জাতীয় উদ্ভিদ। আপাং* একটি ক্ষুদ্র গুল্ম ; বাঙ্গালা দেশে—তথা ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার ক্বাথ মূত্রকারক। কিডনীর গোলযোগ হেতু উদরী এবং সর্বাঙ্গের শোথে বিশেষ উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই তথ্য ভারতবাসীদের নিকটও যেমন পরিচিত, ইউরোপীয় চিকিৎসকগণও ইহার কার্যকারিতা তেমনি স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ডাইমক তাঁহার প্রসিদ্ধ পুস্তকে (*Pharmacographia Indica*, III, p. 136), লিখিয়া গিয়াছেন—এই গাছড়া এক আউন্স, দশ আউন্স

শিশুদের গুহ্যদ্বারে প্রবেশ করাইলে তৎক্ষণাৎ মলত্যাগ হইয়া থাকে। তাহাদের মতে দেনাড়ীর সংস্কৃত ভাষায় দ্বিবলা বলে এবং ইহা বেড়েল জাতীয় গাছ। কোন কোন আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থে আমরা মুক্তবর্ষী ও বিড়ালহাঁচী একই গাছ বলিয়া উল্লিখিত দেখিয়াছি। অ্যাকালাইফা ইণ্ডিকার বাঙ্গালা নাম কেহ কেহ মুক্তঝুরি করিয়াছেন কিন্তু মুক্তঝুরি ও মুক্তবর্ষী একই গাছ নহে। বিড়ালহাঁচী হয়ত আমাদের দেশের বেলেইহাচড়া বা বিড়াল-হাচড়া—কাঁটাযুক্ত লতানে গাছ।

* আয়ুর্বেদ মতে—

অপামার্গঃ সরস্তীক্ষ্ণো দীপনস্তিক্তকঃ কটুঃ
পাচনো রোচনশ্ছর্দ্দি কফমেদোনিলাপহঃ।
নিহন্তি হৃদ্রুজাধ্মার্শ কণ্ডুশূলোদরাপচীঃ।

অর্থাৎ—আপাং সারক, তীক্ষ্ণ, অগ্নির দীপক, তিক্ত, কটুরস, পাচক ও রুচিকারক। ইহা বমি, কফ, মেদ, বায়ু, হৃদ্রোগ, আধ্মান, অর্শ, কণ্ডু, উদরশূল এবং ক্ষয় নাশক।

জলে ১৫ মিনিট সিদ্ধ করিয়া উহার ক্বাথ এক হইতে দুই আউন্স মাত্রায় দিনে তিন বার সেবনে প্রচুর প্রস্রাব হইয়া শোথরোগে উপকার করে। মুষ্টিযোগ হিসাবে ইহার পাতার রস পাকাশয়শূল, উদর সম্বন্ধীয় অন্যান্য গোলযোগ, অর্শ এবং নানাবিধ চর্মরোগে ব্যবহৃত হয়। অধিক মাত্রায় ইহা গর্ভপাতে সহায়তা করে।

প্রাচীন আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থকারদের মধ্যে চরকের মতে—ইহার নস্য নাসিকা হইতে শ্লেষ্মা নির্গত করায়।

সুশ্রুত বলেন—ইহার শিকড়ের ছাল অর্শ এবং ক্রিমিরোগে ব্যবহৃত হয়।

চক্রদত্ত—চোখ-উঠার তরুণ অবস্থা; কানে নানাবিধ শব্দ এবং কানে কম শোনা; ফোড়া হইতে রক্তস্রাব।

ভাবপ্রকাশ—কলেরা রোগে ইহার মূলের ছাল ব্যবহৃত হয়।

শার্ঙ্গধর—রক্তস্রাবী অর্শে উপকারী।

বঙ্গসেন—উন্মাদরোগে একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

হারীত—সাধারণ শোথে বিশেষ উপকারী।

আপাংএর জ্বরনাশক গুণ আছে। ইহার পাতা, গোলমরিচ এবং রসুন একত্রে বাটিয়া বড়ি করিয়া সবিরাম জ্বরে প্রয়োগ করা যায়। চতুর্থক জ্বরে (quartan fever) ইহা অধিকতর উপযোগী বলিয়া কথিত হয়। মৌমাছি, বোলতা, ভীমরুল প্রভৃতি বিষাক্ত পতঙ্গ কামড়াইলে, তৎস্থানে ইহার পাতার কল্ক বা মণ্ড (paste) প্রয়োগে সত্বর জালা-যন্ত্রণার শান্তি হয়। সর্পদংশনেও ইহা বিশেষ উপযোগী বলিয়া শোনা যায়।

শাদা বা লাল, যে কোন আপাংএর শিকড় এক তোলা আন্দাজ জলের সঙ্গে বাটিয়া সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে খাওয়াইলে বিষ নষ্ট হয়।

ইহার সঙ্কোচক গুণের প্রসিদ্ধি আছে। ইহা অতি শীঘ্র প্রচুর

পরিমাণ জলবৎ অতিসারকে বাধা দিতে পারে। উদরাময় এবং রক্তামাশয়ের প্রথম অবস্থায় ইহার ক্বাথ মধু বা মিছরিসহ বিশেষ উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হইতে পারে। আপাংয়ের মূল ত্বরিত প্রসবে সহায়তা করে। এইরূপ কথিত আছে যে, পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত রবিবারে স্নানান্তে এই মূল সংগ্রহ করিয়া গৃহের এক কোণে টাঙ্গাইয়া রাখিতে হয়। প্রসববেদনায়, উক্ত মূল প্রসূতির কোমরে বা চুলে বাঁধিয়া দিলে অতি ত্বরায় প্রসবক্রিয়া সাধিত হয়; কিন্তু প্রসবের পরমুহূর্তেই মূলটি খুলিয়া জলে ফেলিয়া দিতে হয়। আপাংএর মূলভস্ম মধুযোগে কাশিতে বিশেষ উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হয়। ফোড়া, কার্বাঙ্কল এবং নানাবিধ ক্ষতেও ইহার আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক ব্যবহার আছে।

মুষ্টিযোগ হিসাবে আপাংএর বহু ব্যবহার আছে। ফোড়ায় যখন পুঁজ হয় অথচ সহজে ফাটে না, তখন ইহার শিকড় আতপ চাউলের সঙ্গে বাটিয়া ফোড়ার চারিদিকে প্রলেপ দিলে ফাটিয়া পুঁজ নির্গত হয় এবং ক্ষতও শীঘ্র শুকাইয়া যায়।

ইহার সঙ্কোচক গুণের কথা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। যে সকল স্ত্রীলোকের জরায়ু হইতে অত্যধিক রক্তস্রাব হয়, শাদা আপাংএর শিকড় দুই আনা মাত্রায় জলের সঙ্গে বাটিয়া সেবন করাইলে স্রাব বন্ধ হয়।

শাদা আপাংএর শিকড় দুই তিন আনা মাত্রায়, চার পাঁচটা গোল-মরিচ সহ বাটিয়া কয়েক দিবস খাইলে বহুদিনের গ্রহণী রোগ ভাল হইয়া যায়।

অর্শ রোগে শাদা আপাংএর বীজ চাউল ধোয়া জলের সঙ্গে বাটিয়া খাইবার বিধি আছে।

শরীরের কোন স্থান কাটিয়া গেলে রক্ত বন্ধ করিবার অনেক দেশীয় ঔষধের ন্যায় আপাংও একটি ফলপ্রদ মুষ্টিযোগ। কাটা স্থানে ইহার রস প্রয়োগে তৎক্ষণাৎ রক্ত বন্ধ হইয়া যায়।

জলে ১৫ মিনিট সিদ্ধ করিয়া উহার ক্বাথ এক হইতে দুই আউন্স মাত্রায় দিনে তিন বার সেবনে প্রচুর প্রস্রাব হইয়া শোথরোগে উপকার করে। মুষ্টিযোগ হিসাবে ইহার পাতার রস পাকাশয়শূল, উদর সম্বন্ধীয় অন্যান্য গোলযোগ, অর্শ এবং নানাবিধ চর্মরোগে ব্যবহৃত হয়। অধিক মাত্রায় ইহা গর্ভপাতে সহায়তা করে।

প্রাচীন আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থকারদের মধ্যে চরকের মতে—ইহার নস্য নাসিকা হইতে শ্লেষ্মা নির্গত করায়।

সুশ্রুত বলেন—ইহার শিকড়ের ছাল অর্শ এবং ক্রিমিরোগে ব্যবহৃত হয়।

চক্রদত্ত—চোখ-উঠার তরুণ অবস্থা ; কানে নানাবিধ শব্দ এবং কানে কম শোনা ; ফোড়া হইতে রক্তস্রাব।

ভাবপ্রকাশ—কলেরা রোগে ইহার মূলের ছাল ব্যবহৃত হয়।

শার্ঙ্গধর—রক্তস্রাবী অর্শে উপকারী।

বঙ্গসেন—উন্মাদরোগে একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

হারীত—সাধারণ শোথে বিশেষ উপকারী।

আপাংএর জ্বরনাশক গুণ আছে। ইহার পাতা, গোলমরিচ এবং রসুন একত্রে বাটিয়া বড়ি করিয়া সবিরাম জ্বরে প্রয়োগ করা যায়। চতুর্থক জ্বরে (quartan fever) ইহা অধিকতর উপযোগী বলিয়া কথিত হয়। মৌমাছি, বোলতা, ভীমরুল প্রভৃতি বিষাক্ত পতঙ্গ কামড়াইলে, তৎস্থানে ইহার পাতার কল্ক বা মণ্ড (paste) প্রয়োগে সত্বর জালা-যন্ত্রণার শান্তি হয়। সর্পদংশনেও ইহা বিশেষ উপযোগী বলিয়া শোনা যায়।

শাদা বা লাল, যে কোন আপাংএর শিকড় এক তোলা আন্দাজ জলের সঙ্গে বাটিয়া সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে খাওয়াইলে বিষ নষ্ট হয়।

ইহার সঙ্কোচক গুণের প্রসিদ্ধি আছে। ইহা অতি শীঘ্র প্রচুর

পরিমাণ জলবৎ অতিসারকে বাধা দিতে পারে। উদরাময় এবং রক্তামাশয়ের প্রথম অবস্থায় ইহার ক্বাথ মধু বা মিছরিসহ বিশেষ উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হইতে পারে। আপাংয়ের মূল ত্বরিত প্রসবে সহায়তা করে। এইরূপ কথিত আছে যে, পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত রবিবারে স্নানান্তে এই মূল সংগ্রহ করিয়া গৃহের এক কোণে টাঙ্গাইয়া রাখিতে হয়। প্রসববেদনায়, উক্ত মূল প্রসূতির কোমরে বা চুলে বাঁধিয়া দিলে অতি ত্বরায় প্রসবক্রিয়া সাধিত হয়; কিন্তু প্রসবের পরমুহূর্তেই মূলটি খুলিয়া জলে ফেলিয়া দিতে হয়। আপাংএর মূলভস্ম মধুযোগে কাশিতে বিশেষ উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হয়। ফোড়া, কার্বাঙ্কল এবং নানাবিধ ক্ষতেও ইহার আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক ব্যবহার আছে।

মুষ্টিযোগ হিসাবে আপাংএর বহু ব্যবহার আছে। ফোড়ায় যখন পুঁজ হয় অথচ সহজে ফাটে না, তখন ইহার শিকড় আতপ চাউলের সঙ্গে বাটিয়া ফোড়ার চারিদিকে প্রলেপ দিলে ফাটিয়া পুঁজ নির্গত হয় এবং ক্ষতও শীঘ্র শুকাইয়া যায়।

ইহার সঙ্কোচক গুণের কথা পুর্বেই উক্ত হইয়াছে। যে সকল স্ত্রীলোকের জরায়ু হইতে অত্যধিক রক্তস্রাব হয়, শাদা আপাংএর শিকড় দুই আনা মাত্রায় জলের সঙ্গে বাটিয়া সেবন করাইলে স্রাব বন্ধ হয়।

শাদা আপাংএর শিকড় দুই তিন আনা মাত্রায়, চার পাঁচটা গোল-মরিচ সহ বাটিয়া কয়েক দিবস খাইলে বহুদিনের গ্রহণী রোগ ভাল হইয়া যায়।

অর্শ রোগে শাদা আপাংএর বীজ চাউল ধোয়া জলের সঙ্গে বাটিয়া খাইবার বিধি আছে।

শরীরের কোন স্থান কাটিয়া গেলে রক্ত বন্ধ করিবার অনেক দেশীয় ঔষধের ন্যায় আপাংও একটি ফলপ্রদ মুষ্টিযোগ। কাটা স্থানে ইহার রস প্রয়োগে তৎক্ষণাৎ রক্ত বন্ধ হইয়া যায়।

এই গুল্মের ডাল এবং পাতা হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার এই অতি প্রয়োজনীয় গুল্মের রোগারোগ্যকারী ক্ষমতা সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছিলেন। তিনি হোমিওপ্যাথি মতে ইহার অরিষ্ট প্রস্তুত করিয়া উদরাময় এবং কলেরায় ব্যবহার করিতেন। পরবর্তীকালে কলিকাতা ভবানীপুরের ডাক্তার শরচ্চন্দ্র ঘোষ, এম ডি মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে ইহার কয়েকটি প্রুভিং হইয়াছে। উদরাময়, অতিসার এবং সরল বা সাধারণ কলেরায় ইহা বিশেষ উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হইতেছে। মল জলবৎ, সম্পূর্ণ বর্ণশূন্য বা হরিদ্রার আভাযুক্ত। অত্যন্ত পিপাসা, জল বা শ্লেষ্মাবমন। সর্বশরীরে জ্বালা। মাথাঘোরা একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। নাড়ী সূত্রবৎ হয়—কখনও বা একেবারেই লোপ পায়। প্রস্রাব পরিমাণে খুব কমিয়া যায়, বা একেবারেই রুদ্ধ হয়।

ফোড়া, কার্বাঙ্কল এবং নানাবিধ দূষিত ক্ষতেও ইহা উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হয়। আক্রান্ত অঙ্গে জ্বালা ইহার বিশেষ প্রয়োগ লক্ষণ। মাথাঘোরা এবং দারুণ পিপাসাও বর্তমান থাকিতে পারে। ফোড়া, ক্ষত ইত্যাদিতে ইহার বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরিক, উভয় প্রয়োগই বিশেষ উপযোগী।

কার্বাঙ্কলের অসহ্য জ্বালা ইহার মূল অরিষ্ট বাহ্যিক প্রয়োগে অতি অল্প সময়ের মধ্যে দূর হইতে দেখা গিয়াছে। ফলতঃ যাবতীয় দুষ্টক্ষতে ইহার মূল অরিষ্ট বাহ্যিক এবং ২x শক্তি আভ্যন্তরিক প্রয়োগ ফলপ্রদ। আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকগণ ইহার পাতাও এইসকল ক্ষতে বিশেষ উপযোগিতার সহিত ব্যবহার করিয়া থাকেন।

পালা জ্বরে এবং চতুর্থক জ্বরে (tertian and quartan fevers) ইহার মূল অরিষ্ট এবং ২x শক্তি ব্যবহৃত হয়।

ক্রম—θ, ৩x।

রোগী-বিবরণ—কলেরিনে অ্যাকাইর‍্যান্থিস

(ক) গোপাল নামক ৭ বৎসরের একটি বালকের, ১৯৩৭ খ্রীঃ ৫ই নভেম্বরের ভোর হইতে প্রচুর পরিমাণ জলবৎ বাহ্যে হইতে থাকে। পিপাসা এবং শরীরে জ্বালা ছিল। প্রস্রাব অল্প পরিমাণে হইতেছিল। অবস্থা শুনিয়া বাড়ী হইতে ২ মাত্রা সালফার ৩০ দিলাম। তিন ঘণ্টার মধ্যে কোন উপশম দেখা গেল না। এই সময়ে রোগী দেখিবার জন্য আহূত হইলাম। দেখিলাম বাহ্যে পূর্বাপেক্ষা অল্প সময় অন্তর হইতেছে, পরিমাণে খুব বেশী। পেটে বেদনা নাই, কিন্তু রোগীর সর্বশরীরে জ্বালা। শেষ দুইবার বাহ্যের সময়ে প্রস্রাব হয় নাই। নাড়ী সূত্রবৎ। যে জল পান করিতেছে, তাহাই মাঝে মাঝে বমি হইয়া যাইতেছে। মাথার যন্ত্রণা আছে—মাথাধরা, কিংবা মাথাঘোরা রোগী ঠিক করিয়া বলিতে পারে না। রিসিনাস দিব কি আর্সেনিক দিব চিন্তা করিতে লাগিলাম; কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল অ্যাকাইর‍্যান্থিসের কথা—যেমন জ্বালা আছে তেমনি মাথাঘোরা, বাহ্যে পরিমাণে প্রচুর (আর্সেনিকের বাহ্যে পরিমাণে অল্পই হয়। যাহা হউক, অ্যাকাইর‍্যান্থিস ৩x প্রথমে অর্ধ ঘণ্টা, পরে এক ঘণ্টা অন্তর ৬ মাত্রা খাওয়াইতেই রোগী ভাল হইয়া যায়।

(খ) কলিকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার শ্রীযুত শৈলেন্দ্রনাথ মজুমদারের ভৃত্য দেবেন্দ্রনাথের (বয়স ২০ বৎসর), ২৯শে জুন ১৯৩৯, রাত্রি তিনটা হইতে বর্ণহীন জলবৎ ভেদ আরম্ভ হয়। এই সময় গ্রামে বহু বাড়ীতেই অনেকের ভেদবমি হইতেছিল, অবশ্য কোনটি মারাত্মক হয় নাই। ভেদবমি সামান্য, খিলধরা, কাহারও বা প্রস্রাব বন্ধ—এই অবস্থা হইতেই সকলে আরোগ্যলাভ করিয়াছে।

যাহা হউক, আমি ৭টার সময়ে যাইয়া দেখিলাম—রোগীর ৪।৫

বার ভেদ হইয়াছে, শুধুই জলের ন্যায়। পিপাসা খুব বেশী এবং রোগী জল পানে আরাম বোধ করিতেছে। প্রস্রাব প্রথমে দুই একবার হইয়া পরে বন্ধ আছে। নাড়ী ঠিক আছে, কিন্তু চোখ দুইটি সামান্য বসিয়া গিয়াছে এবং স্বরও একটু ভাঙ্গিয়াছে। একবার বমি করিয়াছে এবং বমনেচ্ছা তখনও আছে। পূর্ব দিন দুপুরে ইলিশমাছ খাইয়াছিল, তাহাও নাকি সামান্য। যাহা হউক তখনকার মত ইপিকাক ২০০ এক মাত্রা দিয়া আসিলাম। ইহাতে আর বমি হয় নাই এবং বমনেচ্ছাও দূর হয়, কিন্তু ভেদ পূর্ববৎ চলিতে থাকে। ইহার দুই ঘণ্টা পরে, দুই ঘণ্টা অন্তর খাইবার জন্য ৪ মাত্রা অ্যাকাইর‍্যান্থিস ৩x পাঠাইয়া দিই। বৈকালে সংবাদ পাইলাম দাস্ত মাত্র দুইবার হইয়াছে, লাল রংয়ের জলবৎ, পিত্ত বলিয়াই মনে হয়। প্রস্রাব হইয়াছে, পিপাসা কমিয়া গিয়াছে, অন্য কোন উপসর্গ নাই। রাত্রির জন্য অ্যাকাইর‍্যান্থিস আর দুই মাত্রা পাঠাইয়া দিই।

৩০শে জুন সকালে যাইয়া দেখিলাম, রোগী উঠিয়া বসিয়াছে; ভেদবমি নাই। প্রস্রাব হইতেছে, দুর্বলতা ভিন্ন অন্য কোন উপসর্গ নাই। ঔষধ চায়না ৬x। পথ্য চিড়ার মণ্ড।

পরদিনও চায়না দিয়া রোগীকে অন্নপথ্য দেওয়া হয়। আর ঔষধের প্রয়োজন হয় নাই।

বিল্বপত্র

(Ægle Folia)

সাধারণ নাম—সংস্কৃত—বিল্ব, শ্রীফল; বাংলা ও হিন্দি—বেল; গুজরাতী—বিল্বফল; মারাঠী—বেল; তেলেগু—বিল্বনীয়া; তামিল—বিল্বন; মালয়লম—কুভালাম; সিন্ধী—কাটোরী; ইংরাজী—বেল লিভ।

ইহা রুটেসী (rutaceæ) জাতীয় উদ্ভিদ।

কাঁচা ও কচি বেল এবং বেলপাতার ভেষজগুণ আয়ুর্বেদশাস্ত্রে বিশেষরূপে উল্লিখিত আছে। বিল্বপত্র শ্লেষ্মানাশক, শ্লেষ্মাবিশিষ্ট জ্বরে ইহার রস ব্যবহৃত হয় এবং এইরূপ অবস্থার অনেক কবিরাজী ঔষধের অনুপানরূপে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তরুণ শ্লেষ্মারোগে বুকে এবং জ্বরে, শিরোবেদনায় ও প্রলাপে শিরোদেশে বিল্বপত্রের প্রলেপ হিতকর। বিল্বপত্রের রস শোথে বাহ্যপ্রয়োগরূপে ব্যবহৃত হয়। শোথের রোগীর পানীয় জল বিল্বপত্র দিয়া সিদ্ধ করিয়া দিবার ব্যবস্থাও অনেকস্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতীয় সন্ন্যাসিগণ নিয়মিত বিল্বপত্র ভক্ষণ করিয়া থাকেন বলিয়া শুনা যায়; ইহাতে কামেচ্ছা দমিত হয়। অজীর্ণ, অম্ল, শূলবেদনা, যকৃতের নানাবিধ উপসর্গে গোলমরিচ সহ বিল্বপত্র সেবন করিয়া অনেকে সুফল পাইয়া থাকেন।

ফোড়া বসাইবার প্রয়োজন হইলে, তিন চারিটি গোল মরিচ বেল পাতার সঙ্গে বাটিয়া প্রলেপ দিতে হয়।

এস্থলে বেলের শিকড়ের একটি মহৎ গুণের পরিচয় উল্লেখযোগ্য। চারাগাছ যাহাতে বেল হয় নাই এরূপ গাছের শিকড়—যাহাকে সাপে কামড়াইয়াছে—তাহার দষ্ট স্থানে কয়েকবার বুলাইয়া লইলে বিষ নষ্ট হয় বলিয়া প্রকাশ, ঐ শিকড় আড়াইটা গোল মরিচের সঙ্গে বাটিয়া সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে খাওয়াইয়া দিলেও উপকার পাওয়া যায়। রোগী অজ্ঞান হইয়া গেলে, মুখে ফেনা উঠিলে, ঐরূপ আমূল ছোট বেলের চারার পুর্বদিকের এক পর্ব প্রমাণ শিকড় তিনটি গোল মরিচ সহ বাটিয়া খাওয়াইয়া দিলেও সুফল পাওয়া যায়। ইহাতে বিষ নষ্ট হইল কিনা, একটা বিল্বপত্র দষ্ট স্থানের উপর বুলাইয়া পরীক্ষা করা যায়, বিষ থাকিলে ইহাতে জ্বালা করিবে, কিন্তু বিষ নষ্ট হইয়া গেলে জ্বালা যন্ত্রণা কিছু থাকে না।

"ভারত ভৈষজ্যতত্ত্ব" প্রণেতা, দেশীয় ঔষধের অন্যতম পরীক্ষক, পাবনার ডাঃ প্রমদাপ্রসন্ন বিশ্বাস আরও চারিজন সহকারী লইয়া এই ঔষধের আংশিক পরীক্ষা করেন। এইরূপ একটি অতি প্রয়োজনীয় ঔষধের সুস্থ শরীরে আরও পরীক্ষা হওয়া উচিত।

ভেষজ লক্ষণ

লিখিতে বানান ভুল হয়।

অপরাহ্ণ ৪টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত মাথাধরা (লাইকোপোডিয়ামের ন্যায়)। সন্ধ্যাকালে মাথায় অত্যন্ত গরম বোধ হয়, কিন্তু আহার করিলে উহা কমে। অপরাহ্ণে এবং সন্ধ্যাকালে চোখ মুখ দিয়া যেন আগুন বাহির হইতে থাকে। ঐ সময়ে কান দিয়াও গরম বাহির হয়। আহারের পরে এই সমস্ত উপসর্গ কমে।

Water-brash বা মুখ দিয়া জল উঠা।

পেটের গোলমালে, পেটফাঁপা, পেটডাকা এবং সশব্দে বায়ুনিঃসরণ, অপরাহ্ণে বৃদ্ধি (এস্থলেও লাইকোপোডিয়ামের তুল্য)। পেটে বায়ুসঞ্চয় হইতেছে বলিয়া বোধ হয়। নিম্নোদরে বায়ুসঞ্চয় এবং সশব্দে বায়ুনিঃসরণ (লাইকোপোডিয়ামের ন্যায়)।

নাড়ী পূর্ণ, কোমল এবং সরল—ব্লাড প্রেসারের বা রক্তচাপ বৃদ্ধির পূর্ণ পরিচায়ক নাড়ী। ঈষৎ উষ্ণস্পর্শ, সমস্ত নাড়ীই যেন একটা মোটা সরল তারের মত বোধ হয়।

কোমরে এবং পৃষ্ঠে অল্প রেদনা, বৈকালে বৃদ্ধি।
অপরাহ্ণ ৪টার পর হইতে সমস্ত গাত্রে বেদনা।

* * * * * * *

রক্তসঞ্চয়জনিত মাথাধরা ; নাড়ী পুর্ণ, মোটা এবং সরল। এস্থলে ইহা বেলেডোনার সমকক্ষ। সেইরূপ মস্তিষ্কের লক্ষণসহ প্রবল তরুণ জ্বর, অথবা সান্নিপাতিক জ্বরে মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চয়ের লক্ষণ। "পুর্ণ, মোটা এবং সরল নাড়ী" ইহার বিশেষত্ব। এই সকল স্থলেই বেলেডোনার পরিবর্তে, অথবা বেলেডোনা ব্যবহারে তাদৃশ ফল না পাইলে ঈগল ফোলিয়া ব্যবহার করিয়া দেখা উচিত।

সর্বপ্রকার শোথের ইহা একটি বিশিষ্ট (specific) ঔষধ। শোথযুক্ত তরুণ লগ্নজ্বরে (continued fever), বিশেষতঃ শিশুদের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী। সর্বাঙ্গীণ, অথবা শরীরের স্থানবিশেষের শোথ। চক্ষুর নিম্নপাতায় শোথ—যেমন এপিসের এবং উপরপাতায় শোথ কেলি কার্বের নির্ণায়ক লক্ষণ, চক্ষুর উভয় পাতার শোথেই তদ্রূপ ঈগল ফোলিয়া বিশেষভাবে নির্দিষ্ট। সর্বসময়ের জন্য জ্বর থাকে, কোন সময়ে বিচ্ছেদ হয় না। প্রস্রাব পরিমাণে অত্যন্ত কমিয়া যায়। চোখের দুইটি পাতা ফোলা ইহার বিশেষত্ব, কিন্তু জ্বরের সঙ্গে হাত পা এবং মুখও ফুলিতে পারে। বিশেষতঃ শিশুদের সর্দিজ্বরে এই সমস্ত লক্ষণে ইহা অধিকতর উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যে সকল জ্বরের প্রথম হইতেই শোথের লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং উদরাময় বর্তমান থাকে, তাহাতে ঈগল ফোলিয়া অধিকতর ফলপ্রদ হয়। শোথে উদরাময় বর্তমানে ইহার নিম্নক্রম এবং মূল অরিষ্ট উপযোগী। কিন্তু শোথে কোষ্ঠবদ্ধেও ইহার ব্যবহার আছে ; সে স্থলে ইহার উচ্চক্রমে সুফল পাওয়া যায়।

হৃদ্‌রোগ অথবা অন্য কোন যান্ত্রিক রোগ হেতু শোথ হইলে, তাহাতেও ঈগল ফোলিয়া উপযোগী।

বেরিবেরি রোগেও ইহার ব্যবহার আছে। চোখ মুখ হাত পা সমস্ত শরীরে শোথ, অথবা কেবল পায়ে শোথ। প্রস্রাব পরিমাণে অত্যন্ত কমিয়া যায়। হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হইলে ইহা ব্যবহৃত হয়। এস্থলে ইহা ডিজিটেলিস ঔষধের তুল্য। কিন্তু ডিজিটেলিসের রোগীর নাড়ী অনিয়মিত, বা সবিরাম ও মৃদু—অথচ ঈগল ফোলিয়া রোগীর নাড়ী পূর্ণ, মোটা এবং সরল।

ইনফ্লুয়েঞ্জা বা বহুব্যাপক সর্দি, সেই সঙ্গে লগ্নজ্বর; চোখের দুইটি পাতা এবং মুখ ফুলিয়া যায়।

নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস এবং সাধারণ কাশিতেও শরীরে ফোলা ফোলা ভাব বর্তমানে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রস্রাব কমিয়া যাওয়া এবং সর্বশরীরে, বিশেষতঃ চক্ষুর দুইটি পাতায় শোথ ইহার নির্ণায়ক লক্ষণ।

প্লীহা ও যকৃৎ সংযুক্ত পুরাতন জ্বরে—পায়ে শোথ, চোখ মুখ হাত পা জ্বালা, অরুচি, প্রস্রাব কমিয়া যাওয়া, কাশি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে ইহা বিশেষ উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কোষ্ঠবদ্ধতাসহ উদরে বায়ুসঞ্চয়; এস্থলে ইহাকে লাইকোপোডিয়াম ঔষধের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। নাক্স ভমিকার সহিতও ইহার সাদৃশ্য আছে। অজীর্ণ, অম্ল, উদরশূল, অর্শ, কোষ্ঠবদ্ধ প্রভৃতি রোগে নাক্স ভমিকার ন্যায় ইহাও তুল্য উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হয়।

ধাতুদৌর্বল্য এবং ধ্বজভঙ্গ, স্ত্রীসহবাস শক্তির আংশিক—অথবা পূর্ণ লোপ* ও স্বপ্নদোষ ব্যাধিতে ইহার উচ্চশক্তি ফলপ্রদ।

---

* ভারতের সাধু সন্ন্যাসিগণ কামেচ্ছা দমনের জন্য নিয়মিত বিল্বপত্রের রস সেবন করেন বলিয়া শোনা যায়। সুতরাং সদৃশবিধি অনুসারে ঈগল ফোলিয়ার উচ্চশক্তি ধ্বজভঙ্গ ও ধাতুদৌর্বল্যের উৎকৃষ্ট ঔষধ হইবে।

ইহা একটি উৎকৃষ্ট অ্যান্টিসোরিক বা সোরা ধাতু সংশোধক এবং গভীর ক্রিয়াশীল ঔষধ। চর্মরোগেও ইহার ব্যবহার আছে, দদ্রু এবং অন্যান্য চর্মরোগে ইহা ব্যবহৃত হয়। শ্লেষ্মা প্রধান ধাতুতে ইহা সমধিক উপযোগী।

"মোটা, সরল এবং পরিপূর্ণ নাড়ী" ইহার বিশেষ লক্ষণ। অনেক ব্যাধিতেই এই লক্ষণ বর্তমানে ঈগল ফোলিয়া বিশেষ উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ক্রম—৩x ও ৩০ সচরাচর ব্যবহৃত হয়। উদরাময় সহ শোথে θ এবং ২x, ৩x ও কোষ্ঠবদ্ধ সহ শোথে ৩০ উপকারী। ধাতু-দৌর্বল্যে ৩০ ও ২০০ ব্যবহৃত হয়।

রোগী-বিবরণ—লগ্নজ্বরে ঈগল ফোলিয়া

১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে, নৌসের আলি নামক ৩ বৎসর বয়স্ক একটি মুসলমান বালকের চিকিৎসায় ঈগল ফোলিয়া ব্যবহার করি। ছেলেটি এক পক্ষকাল ধরিয়া ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিতেছিল। একজন হোমিও-অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসক তাহাকে হোমিওপ্যাথিক ঔষধের সঙ্গে কুইনাইন মিকশ্চারও দিয়াছিলেন। এই সময় রোগীকে আমার নিকট লইয়া আসিলে দেখিলাম গত ৪ দিন হইতে জ্বর লগ্ন অবস্থাতেই আছে, কোন সময়ে বিচ্ছেদ হয় না, বাহ্যে বদ্ধ, প্রস্রাবও অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে, শরীরে শোথ দেখা দিয়াছে—পদদ্বয়ে বেশী। পিপাসা; প্লীহা বর্ধিত; রক্তাল্পতা আছে। দুই দিনের ৬ মাত্রা ঈগল ফোলিয়া দিয়া রোগীকে বাড়ী পাঠাইয়া দিই। দুইদিন পরে সংবাদ পাইলাম, রোগীর জ্বর ফোলা কমিয়া গিয়াছে। আরও দুই দিনের জন্য ৬ মাত্রা ঔষধ দিলাম। এবার রোগীকে লইয়া আসিলে দেখিলাম, জ্বর বিচ্ছেদ হইয়া গিয়াছে, বাহ্যে প্রস্রাব সরল হইয়াছে, ফোলা

সামান্য আছে। আরও দুই দিনের জন্য ৪ মাত্রা ঔষধ প্রয়োগে সে সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করে।

বেলশুঁঠ

(Ægle Marmelos)

বিল্বপত্র হইতে প্রস্তুত ঔষধের নাম ঈগল ফোলিয়া এবং বেলশুঁঠ বা কচি বেল হইতে যে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার নাম ঈগল মারমেলস*।

অতিসার এবং আমরক্তে ইহার মূল অরিষ্ট ৫ হইতে ২০ ফোঁটা পর্যন্ত ব্যবহৃত হইতে পারে। ইহাতে আম পরিপাক পায় এবং শীঘ্রই মলের গাঢ়তা সম্পাদিত হয়। বেলশুঁঠের পরিবর্তে বিশুদ্ধ জল, ছাগলের দুগ্ধ, অথবা অন্যান্য পথ্যের সহিত উপযুক্ত মাত্রায় ইহা উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হইতে পারে।

ঈগল ফোলিয়া জ্ঞাপক অন্যান্য রোগেও ইহার ২x, ৩x এবং ৩০ ক্রম অবস্থানুসারে প্রয়োগ করা যায়।

---

* আয়ুর্বেদে কচি বেলের গুণ এইরূপ বর্ণিত আছে—

বালং বিল্বফলং গ্রাহি দীপনং পাচনং কটু।
কষায়োষ্ণং লঘু স্নিগ্ধং রিক্তং বাতকফাপহম্॥

অর্থাৎ—ধারক, অগ্নির দীপক, আমের পাচক, কটু-কষায়-তিক্ত রস, উষ্ণবীর্য, লঘু, স্নিগ্ধ এবং বায়ু ও কফ নাশক।

অর্জুন

(Terminalia Arjuna)

সাধারণ নাম—বাংলা, হিন্দি—অর্জুন ; তেলেগু—জারমাদ্দি ; তামিল—ভেল্লমর্দ ; মারাঠী—শার্দুন ; গুজরাতী—সুর্জেদান ; ইংরাজী—অর্জুন মাইরোবালান।

ইহা কমব্রিটেসী (combretaceæ) জাতীয় বৃক্ষ।

প্রাচীন আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থকারদের মধ্যে চরক ইহার ছাল রক্তকাশিতে (সম পরিমাণ রক্তচন্দন চূর্ণ চিনি এবং চালুনিজল সহ) এবং স্ফোটকে ইহার পাতা ব্যবহারের নির্দেশ দিয়াছেন।

সুশ্রুতের মতে সমপরিমাণ অর্জুনের ছাল ও শ্বেতচন্দনের ক্বাথ শুক্রতারল্যের উপকারী।

বাগ্‌ভট্ট—মূত্ররোধ এবং মূত্রাঘাতে ইহার ক্বাথ উপকারী। মধুসহ ইহার ছাল হইতে মলম প্রস্তুত করিয়া বয়োব্রণ বা বয়স ফোড়ায় উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হইতে পারে।

চক্রদত্ত—অস্থিভঙ্গ, হৃদ্‌রোগ এবং রক্তামাশয়ে বিশেষ উপকারী।

ভাবপ্রকাশের মতে ইহা মূত্ররোধে এবং ফুসফুসের যক্ষ্মারোগে উপযোগী।

হারীত বলেন—প্রমেহরোগে ব্যবহৃত হয়।

বঙ্গসেন—পুরাতন রক্তামাশয় ও উদরাময়ে ইহার উপযোগিতা স্বীকার করেন।

বহু পূর্বকাল হইতেই অর্জুন আমাদের দেশে নানাবিধ হৃদ্‌রোগে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। অর্জুন বৃক্ষের ছালের রস হৃদ্‌রোগে আয়ুর্বেদীয় ঔষধের অনুপানরূপে ব্যবহৃত হয়। অর্জুন ঘৃতও হৃদ্‌রোগের একটি প্রসিদ্ধ আয়ুর্বেদীয় ঔষধ।

হৃদরোগে এবং রক্তপিত্তে শুষ্ক অর্জুন ছাল দুই তোলা আন্দাজ নিয়মে অর্থাৎ অর্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সেবন করিলে যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়। অর্জুনের ছালচূর্ণ ছাগদুগ্ধের সঙ্গে মাড়িয়া সেবন করিলে রক্তাতিসার ভাল হয় বা প্রস্রাবে কষ্ট থাকিলে অর্জুন ছাল সিদ্ধ ক্বাথ সেবনে উপকার পাওয়া যায়।

শরীরের কোন স্থানের হাড় ভাঙিয়া গেলে রশুন ও অর্জুনের ছাল সমপরিমাণ একত্রে বাটিয়া ভগ্নস্থানে প্রলেপ দিয়া বাঁধিয়া রাখিলে ভাঙ্গা হাড় জোড়া লাগে বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। ইহা ব্যতীতও যক্ষ্মা কাশিরও ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া কথিত এবং হোমিওপ্যাথিক মতেও এই সমস্ত রোগে ইহা উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

যক্ষ্মা রোগে অর্জুনের শুষ্ক ছাল চূর্ণ করিয়া বাসক পাতার রসে ভিজাইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিতে হইবে। (এইরূপ ৭ বার ভিজাইয়া ৭ বার শুষ্ক করিবেন।) ইহাই সিকি মাত্রায় মধু অথবা কাশীর চিনি দিয়া মাড়িয়া সেবন করিতে হইবে।

ইহা সর্প দংশনেরও একটি ফলপ্রদ উৎকৃষ্ট ঔষধ। অর্জুনের ছালের রস একপোয়া আন্দাজ দংশনের অব্যবহিত পরেই রোগীকে খাওয়াইতে হয়।

অর্জুন হোমিওপ্যাথিক মতে এখনও সম্পূর্ণ প্রুভিং হয় নাই। কিন্তু কলিকাতার ডাক্তার ডি এন চ্যাটার্জীর তত্ত্বাবধানে ইহার যে আংশিক পরীক্ষা হইয়াছে, তাঁহারই পুস্তক দৃষ্টে ইহার ভেষজ লক্ষণ এই স্থলে প্রদত্ত হইল।

মানসিক লক্ষণ—ক্রোধপ্রবণ, উদ্বিগ্ন, রোগী প্রত্যেক জিনিসের মন্দ দিক দেখে। নির্জনতাপ্রিয়।

মস্তক—মাথাঘোরা, পিছনের দিকে অল্প মাথাধরা। মস্তকের বেদনা হঠাৎ বাড়িয়া যায়।

কর্ণ—উভয় কর্ণেই গুনগুন শব্দ।

চক্ষু—চক্ষুমধ্যে উত্তাপবোধ, দৃষ্টি অস্পষ্ট।

নাসিকা—খারাপ গন্ধ, প্রশ্বাসে উষ্ণতাবোধ ; নাকের ডগা লাল।

মুখ—টক আস্বাদ ; কখনও বা তিক্ত, কিংবা লবণাক্ত আস্বাদ ; পিপাসা।

পাকস্থলী—বমনেচ্ছা, খাদ্য, পিত্ত, শ্লেষ্মা বমন, বমনে রক্ত রেখা। ক্ষুধালোপ, পাকাশয়ে বেদনা—বমনের পরে উহার উপশম।

উদর—প্লীহা যকৃতে টাটানি বেদনা, শয়নের পরে বালিশ দিয়া পেট চাপিয়া রাখিতে ইচ্ছা হয়। সঞ্চালনে বেদনার বৃদ্ধি।

মল—মলত্যাগে নিস্ফল প্রবৃত্তি, মলদ্বারে দপ্‌দপ্‌কর বেদনা এবং চুলকানি।

মুত্র—ধীর গতিবিশিষ্ট, ফোঁটা ফোঁটা করিয়া মূত্রত্যাগ হয়, প্রস্রাব করিবার জন্য অনেক সময়ে বসিয়া থাকিতে হয়। বেদনাযুক্ত কুন্থন, মূত্রত্যাগকালে জ্বালা ; মূত্রত্যাগের পুর্বে অণ্ডকোষে বেদনা, মূত্রত্যাগের পরে তাহার উপশম।

পুংজননেন্দ্রিয়—বেদনাজনক লিঙ্গোচ্ছ্বাস এবং অতিরিক্ত হৃদ্‌স্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গমেচ্ছা বর্ধিত।

শ্বাসযন্ত্র—শ্বাসরোধকর নিশ্বাস, বুকে বেদনাসহ কাশি, সব সময়ে বুকে হাত দিয়া চাপিয়া রাখিতে হয় ; দীর্ঘনিশ্বাস লইতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু পারে না ; কাশির পরে রক্তরেখাযুক্ত বমন, জলপানের পরে আরাম বোধ হয়। বুকের মধ্যে হঠাৎ বিদ্ধকর বেদনা উপস্থিত হয়, শ্বাসপ্রবণতা ; পাখার হাওয়ার ইচ্ছা। কাশির পুর্বে হঠাৎ শয্যা হইতে উঠিয়া বসে, আবার বুকে বালিশ চাপা দিয়া শয়ন করে।

হৃৎপিণ্ড—হৃৎপিণ্ডের ভয়ঙ্কর স্পন্দন, কাশির পুর্বে হৃৎপিণ্ডে সূচীবেধ, স্পন্দন যে কোন সময়ে বন্ধ হইতে পারে এইরূপ মনে হয়।

নাড়ীর মৃদুগতি—কিন্তু হঠাৎ বাড়িতে পারে। মূর্ছা এবং জীবনে বিতৃষ্ণাসহ অতিরিক্ত হৃদ্স্পন্দন। হৃৎপিণ্ডে অতিরিক্ত জল জমিয়াছে এইরূপ মনে হয়। বমি করিলে উপসর্গ কমিবে এইরূপ মনে হয়। হৃৎপিণ্ডে ঝাঁকুনি এবং স্পন্দন। স্পন্দন ঠিক রাখিবার জন্য হৃদ্পিণ্ডকে চাপা দিতে বামদিক চাপিয়া শয়নে ইচ্ছা ; সামান্য সঞ্চালনে হৃৎস্পন্দন।

জ্বর—শীতবিহীন সামান্য জ্বর। হাত পায়ের শীতলতা ; প্রচুর ঘর্ম। শীতবিহীন জ্বরেও ইহা যেমন উপযোগী, আবার অর্জুনের জ্বর শীত করিয়াও আসিতে পারে, শীতের সঙ্গে সঙ্গেই ঘর্ম (শীত ও ঘর্ম পর্যায়ক্রমে উপস্থিত হইলে—অ্যাসাই)। জ্বরের সঙ্গে হৃৎপিণ্ডের নানাবিধ উপসর্গ, দুর্বলতা, স্পন্দন বা বুক ধড়ফড় করা ইত্যাদি, বুকের যন্ত্রণার আতিশয্য, বাহ্যের বেগ অথচ বাহ্যে না হইয়া মলদ্বারে যে কোন ব্যথা। ঘুমন্ত অবস্থায় জ্বর আসে।

নিদ্রা—সমস্ত রাত্রি ধরিয়াই নিদ্রাহীনতা, নিদ্রাকালে উত্তাপ এবং ঘর্ম, রোগী যতবারই নিদ্রা যাইতে চেষ্টা করে—মারামারি, আত্মহত্যা, সমুদ্রে ঝড় ইত্যাদি স্বপ্ন দেখে।

হৃৎপিণ্ডের সর্বপ্রকার ব্যাধিতেই—বিশেষতঃ ক্রিয়াবিকারজনিত বা **functional** এবং যান্ত্রিক বা **organic** রোগে ইহা বিশেষ উপযোগী বলিয়া মনে হয়। হৃদ্স্পন্দন, বুক কাঁপা বা ধড়ফড় করা, হৃৎপিণ্ডস্থানে বেদনা, দুর্বলতা, অ্যানজাইনা পেকটোরিস বা হৃদ্শূল প্রভৃতিতে ইহা ব্যবহৃত হয়। এস্থলে ইহা ক্র্যাটেগ্যাস ঔষধের তুল্য। ইহার পরিবর্তে, অথবা ইহার প্রয়োগে উপকার না পাইলে অর্জুন ব্যবহার করিয়া দেখা উচিত।

বেরিবেরি রোগে হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হইলেও অর্জুন বিশেষ উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হইতে পারে। এস্থলে ইহা ঈগল ফোলিয়া এবং ডিজিটেলিস ঔষধের সমকক্ষ।

পতন হেতু গায়ে বেদনা এবং অস্থিভঙ্গে অর্জুন বিশেষ ফলপ্রদ। আঘাতজনিত ecchymosis বা চর্মের উপর কালশিরা পড়ায়ও ইহা উপযোগী। এস্থলে অর্জুন আর্নিকার সমকক্ষ এবং অস্থিভঙ্গে ইহা সিম্ফাইটামের তুল্য ঔষধ। অর্জুনে এই দুইটি ঔষধের পরিবর্তে, অথবা ইহাদের পরে ব্যবহারে বিশেষ ফল পাওয়া যাইতে পারে। অর্জুন হৃৎপিণ্ডের বলাধান করে বলিয়া ক্ষেত্রবিশেষে অধিকতর উপযোগী হয়। আঘাতজনিত পীড়ায় ইহার বাহ্য প্রয়োগও চলে।

রক্তপিত্ত, রক্তাতিসার, নানাপ্রকারের রক্তস্রাব, গ্রহণী, ক্ষয়কাশি, মূত্রাঘাত, শুক্রমেহ, সপুঁজ মেহ, প্রদর প্রভৃতি রোগেও ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে।

ক্রম—ইহার ৩x ও ৩০ ক্রম সর্বদা ব্যবহৃত হয়।

অশোক

(Jonosia Asoka)

ইহার অপর ডাক্তারী নাম—Saraca Indica এবং ইহা লেগুমিনেসী (leguminaceæ) জাতীয় বৃক্ষ।

সাধারণ নাম—সংস্কৃত—বিচিত্র, গন্ধপুষ্প ; বাংলা, হিন্দি, বম্বে, উড়িয়া, তেলেগু—অশোক, গুজরাতী—অশুপান ; তামিল ও মালয়ালম—অশোগাম ; ইংরাজী—অশোক।

অশোক* ভারতের একটি প্রসিদ্ধ বৃক্ষ। বসন্তকালে ইহার থলো-

---

* আয়ুর্বেদ মতে—

অশোকঃ শীতলস্তিক্তো গ্রাহী বর্ণ্যঃ কষায়কঃ।
দোষাপচী তৃষাদাহ ক্রিমিদোষবিষাস্রজিৎ॥

অর্থাৎ—অশোক শীতবীর্য, তিক্ত-কষায়-রস, ধারক, বর্ণ প্রসাদক এবং ইহা ত্রিদোষ, অপচী, পিপাসা, দাহ, কৃমিদোষ ও রক্তদোষ নাশক।

থলো রক্তবর্ণের ফুল ফুটিয়া থাকে। পল্লীগ্রামে ভাঁটি পুজায় এই ফুল দেওয়া হয়। হিন্দু সধবাগণ এই সময় অশোকষষ্ঠী ব্রত করিয়া দধিসহ অশোকের কলি সেবন করিয়া থাকেন। এই ব্রতের ফল কি তাহা জানি না, তবে অশোকের কলি সেবনে তাঁহাদের জরায়ুর দোষ সংশোধনের একটা গূঢ় তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। অতি প্রাচীন যুগের ঋষিগণও এইরূপ উক্তি করিয়া গিয়াছেন যে, নির্ধারিত ব্রতদিনে—স্ত্রীলোকগণ স্নানের পরে শুদ্ধচিত্তে আটটি অশোক ফুলের কলি খাইলে তাহাদের ঋতু সম্বন্ধীয় যাবতীয় ব্যাধি এবং বন্ধ্যাত্ব দোষ দূর হয়। অশোকের কল্যাণে বন্ধ্যা স্ত্রীলোক পুত্র মুখ সন্দর্শনে সমর্থ হইয়া থাকে। বাস্তবিক অশোক ঋতু সম্বন্ধীয় ব্যাধির একটি প্রধান ঔষধ। "ভাইব্রো অশোক", "অশোক কর্ডিয়াল", "অশোকারিষ্ট", "অশোক ঘৃত", "অশোকা ক্ষীর" প্রভৃতি ঔষধগুলি তাহার নিদর্শন। অশোকের প্রধান গুণ ইহা ঋতু সম্বন্ধীয় যাবতীয় গোলযোগের শান্তি করে। রক্তপ্রদরে পল্লীগ্রামে ইহার বিশেষ ব্যবহার আছে।

অশোকের ছাল সিদ্ধ করিয়া সেই ক্বাথ পান করিলে স্ত্রীলোকগণের ঋতু সম্বন্ধীয় যে কোন গোলযোগের শান্তি হয় বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

যে কোন প্রদরে পাঁচনের নিয়মে দুই তোলা আন্দাজ অশোক ছাল ছেঁচিয়া দেড় পোয়া জল ও আধ পোয়া দুধসহ সিদ্ধ করিয়া (ঘুটে অথবা কাঠের জ্বালে), ঠাণ্ডা করিয়া ছাঁকিয়া সেবন করিতে হইবে।

জ্বরে অসহ্য পিপাসা হইলে, তাহার শান্তির জন্য, জলে অশোক ছাল থেঁতো করিয়া ভিজাইয়া রাখিয়া সেই জল পান করিতে হইবে, অশোকের ক্বাথ সেবনে শরীরের দাহ নিবারিত হয়।

মূত্ররোধে সামান্য অশোকের বীজ ঠাণ্ডা জলে বাটিয়া খাইলে উপকার পাওয়া যায়।

হোমিওপ্যাথি মতে শক্তীকৃত অশোক ব্যবহারেও নানাবিধ স্ত্রী-

পীড়ার উপশম হইতে দেখা যায়। রক্তপ্রদরে ইহার বিশেষ কার্য-কারিতা আছে। ঋতুস্রাব খুব শীঘ্র শীঘ্র প্রচুর পরিমাণে হইয়া বহুদিন যাবৎ থাকে, রোগিনী দুর্বল রক্তশূন্য হইয়া পড়ে, চোখে মুখে জ্বালা, কোমরে ব্যথা, কোষ্ঠবদ্ধ প্রভৃতি আনুষঙ্গিক উপসর্গও বর্তমান থাকে।

জরায়ুর বলাধানে অশোক বিশেষ উপযোগী। সাধারণ বল ও জীবনীশক্তি বর্ধক বলিয়াও ইহার যথেষ্ট খ্যাতি আছে। সুতরাং ঋতুসম্বন্ধীয় গোলযোগে অধিক দিন ভুগিবার পর রোগিনী অত্যন্ত দুর্বল ও কৃশ হইয়া পড়িলে অশোক বিশেষ উপযোগিতার সহিতই ব্যবহৃত হইতে পারে।

কোন কারণে হঠাৎ ঋতুশোণিত রুদ্ধ হইয়া পেটে বেদনা উপস্থিত হইলে, ইহার অপেক্ষাকৃত উচ্চক্রমে বিশেষ ফল পাইবার সম্ভাবনা। অন্যান্য স্থলে ২x, ৩x ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

শ্বেতপ্রদর বা লিউকোরিয়া এবং অন্যান্য স্ত্রীরোগেও অশোকের উপযোগিতা দৃষ্ট হয়।

অত্যধিক রক্তস্রাব এবং অধিকদিনস্থায়ী প্রদর হেতু রোগিনী অত্যন্ত দুর্বল এবং শীর্ণ হইয়া পড়িলে, অশোক বিশেষ উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যাবতীয় জরায়ুরোগগ্রস্তা স্ত্রীলোকগণের শীর্ণতা এবং দুর্বলতা দূর করিতে অশোক বিশেষ কার্যকরী হইয়া থাকে।

ডাক্তার ডি এন রায় স্ত্রীলোকগণের জরায়ু সংক্রান্ত ব্যাধিতে অশোক প্রায়ই ব্যবহার করিতেন। প্রুভিং করিয়া তিনি যে সমস্ত লক্ষণ পাইয়াছিলেন, তাহা এস্থলে প্রদত্ত হইল।

মানসিক লক্ষণ—উত্তম স্বভাবযুক্ত, স্নেহশীল, ভ্রমপূর্ণ, ভীত-স্বভাব। সহজে ক্রন্দন এবং সহজে উত্তেজনশীল। রোগিনী সহজেই পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে। কোন কাজ করিতে ইচ্ছা হয় না, পরিবর্তনশীল চিন্তা। সামান্য দ্রব্যে সন্তুষ্ট। কোন বিষয় সহজে বুঝিতে পারে না

(slow to understand), সহজে ঠাণ্ডা লাগে, মুক্ত বায়ুতে ভাল বোধ করে। অধৈর্য, রোগিনী যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারে না। গুল্মবায়ুগ্রস্ত।

মস্তক—অচৈতন্যকর মাথাধরা ; সম্মুখ ললাটে বেদনা—কখনও ডানদিকে, কখনও বামদিকে বৃদ্ধি। জরায়ুর প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়াহেতু রক্তাধিক্যযুক্ত মাথাধরা। সেই সঙ্গে স্বল্প ঋতুস্রাব ; প্রচুর পরিমাণ স্রাবে মাথাধরার শান্তি। বমনেচ্ছা, মাথাঘোরা, পানাহারে অনিচ্ছা, মুক্ত বায়ুতে সমস্ত উপসর্গের উপশম।

চক্ষু—চক্ষুগোলকে বেদনা। আরক্ততা, জ্বালা, এবং চুলকানি। উপরের পাতায় আঞ্জনি। প্রচুর অশ্রুস্রাব, আলোকাতঙ্ক, পাঠে বা কোন দিকে তাকাইলে—অথবা এইরূপ সামান্য শ্রমেই ক্লান্তিবোধ।

কর্ণ—বেদনা। সর্দি, বা ঠাণ্ডা লাগিলে কানে কম শোনে।

নাসিকা—সর্দি, হাঁচি ; নাসিকা হইতে প্রচুর জলস্রাব। নাসারন্ধ্র বেদনাযুক্ত। নাসিকা বন্ধ, ঘ্রাণ পাওয়া যায় না ; নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।

মুখমণ্ডল—গণ্ডের উত্তাপ ও আরক্ততা সহ পর্যায়ক্রমে মলিনতা ও মুখমণ্ডলে ফুসকুড়ি।

মুখমধ্য—শুষ্কতা, অতিরিক্ত পিপাসা, একসঙ্গে খুব বেশী পরিমাণ জল পান করে। জিহ্বা পুরু শাদা বা কটা রংয়ের লেপে আবৃত। দন্তশূল এবং দাঁতের গোড়া হইতে রক্তপাত।

গলদেশ—টনসিল, আলজিহ্বা এবং গলমধ্যের আরক্ততা। গলাবেদনা, সহজেই ঠাণ্ডা লাগে।

ক্ষুধা—মিষ্ট দ্রব্যের জন্য আকাঙ্ক্ষা, দুধ খাইতে চায় না। ক্ষুধার অভাব এবং খাদ্যগ্রহণে অনিচ্ছা। টক দ্রব্য খাইতে ইচ্ছা। রোগী বেশী পরিমাণে জল পান করে।

পাকাশয়—অত্যন্ত বমনেচ্ছা, সময়ে সময়ে বমন হয়। পিত্ত-বমন, পাকাশয়ে বেদনা। আহারে অনিচ্ছা।

উদর—শক্ত, স্ফীত ; চাপে বেদনা, দুর্গন্ধ বায়ুনিঃসরণ। বায়ু জন্য বেদনা, উদ্গার, সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি। নিম্নোদরে বেদনা।

মল—দুর্দম্য কোষ্ঠবদ্ধ, মল শক্ত , দুই তিন দিন অন্তর হয়। মল কষ্টে নিঃসারিত হয়। মলত্যাগের পুর্বে বেদনা। শ্লেষ্মাবৃত মল। মলদ্বারে বেদনা, অস্রাবী বা রক্তস্রাবী অর্শ।

মুত্রযন্ত্র—প্রস্রাব অল্প, রক্তাক্ত, ঘন ঘন হয়। মূত্রাশয়ে বেদনা, রাত্রিতে বিছানায় অসাড়ে মূত্রত্যাগ। কুঁচকিতে বেদনা।

পুংজননযন্ত্র—অণ্ডকোষ স্ফীত, স্পার্মেটিক কর্ড বা রেতঃ-রজ্জুতে আকর্ষণ বেদনা, অণ্ডকোষে চুলকানি, প্রস্টেট রস বা মূত্রথলির মুখবেষ্টিত গ্রন্থিরস ক্ষরণ। স্বপ্ন ব্যতীতই রাত্রিতে ক্ষরণ।

স্ত্রীজননযন্ত্র—ঋতু অনিয়মিত এবং বন্ধ, অবরুদ্ধ বা স্বল্প পরিমাণ ঋতুর জন্য তীব্র মাথাধরা। তলপেটে, মাজায়, উরুতে বেদনা ; স্রাব অল্প পরিমাণ, মলিন, জলবৎ, সময়ে সময়ে দুর্গন্ধযুক্ত, কাল, বেদনা-যুক্ত এবং স্বল্প চাপ চাপ হয়। যৌবনকালে ঋতুরোধ, মাথাধরা, বুক-কাঁপা, হিষ্টিরিয়া, ক্ষুধালোপ, কোষ্ঠবদ্ধ, ডিম্বকোষে বেদনা। ঋতু প্রকাশের পুর্বে যেরূপ হয়, বস্তিপ্রদেশে সেইরূপ রক্তাধিক্যবোধ। উভয় ডিম্বকোষে বেদনা, ঋতু প্রকাশে উহার হ্রাস। মূত্রাশয় উপদাহিত, ঘন ঘন প্রস্রাব করিবার ইচ্ছা।

শ্বাসযন্ত্র—দ্রুত শ্বাস ; হাঁটিবার সময় শ্বাসগ্রহণে কষ্ট। অপরাহ্নে এবং সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি। খকখকে কাশি।

হৃৎপিণ্ড—হৃদ্‌প্রদেশে বেদনা, নাড়ী দ্রুত, পুর্ণ, শক্ত। হৃদ্‌স্পন্দন, সঞ্চালনে বৃদ্ধি।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠ—ঘাড় হইতে মেরুদণ্ড বাহিয়া সর্বত্র বেদনা।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—দুর্বলতা, ভ্রমণশীল (shifting) বেদনা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধিতে বেদনা। আড়ষ্টতা, উরু বাহিয়া বেদনা।

নিদ্রা—বাধাপ্রাপ্ত, অনিদ্রা, ভীতিজনক স্বপ্ন।

জ্বর—পিপাসা ব্যতীত শীত শীত ভাব। শুষ্ক উত্তাপ। অস্থিরতা, গণ্ডদ্বয়ের আরক্ততা; থমথমে মুখমণ্ডল। সর্দির লক্ষণ।

ক্রম—সাধারণতঃ ২x, ৩x। ঋতুশোণিত রুদ্ধ হইয়া পেটে বেদনা উপস্থিত হইলে ৩০ এবং ২০০ ব্যবহৃত হয়।

রোগী-বিবরণ—(ক) বাধকবেদনায় অশোক

পাঁচি, বালবিধবা, বয়স প্রায় ৪০, গত ২০ বৎসর ধরিয়া অনিয়মিত বাধকবেদনায় ভুগিতেছে। নিম্নোদরে শূলবৎ বেদনা সহ ঋতু যথাসময়ের পূর্বে হয়, ঋতুশোণিত পরিমাণে অল্প এবং মলিন। ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ঋতুকালে অশোক ৩x কয়েক মাত্রা প্রয়োগে আশাতিরিক্ত ফল পাওয়া যায়। অশোক ৩০, মাঝে মাঝে বন্ধ দিয়া, প্রত্যহ একমাত্রা হিসাবে দুই মাস ব্যবহার করায় রোগিনীর কষ্টরজঃ দূর হয়। ইহার পরে কয়েকবার ঋতুসময়ে সামান্য বেদনা অনুভব করিয়াছে; কিন্তু দুই এক মাত্রা অশোক ৩০ ব্যবহার করায় সে সব উপসর্গ দূর হইয়াছে। এক বৎসর ধরিয়া রোগিনী ভালই আছে।

(খ) প্রসবান্তে অশোক

...মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী, বয়স ২৫, কয়েকটি সন্তানের জননী। ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দে মার্চ মাসে গর্ভাবস্থায় কিছুদিন ধরিয়া রক্তামাশয়ে ভুগিয়া অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়েন। এই অবস্থায় একটি পুত্র প্রসব করেন। প্রসবের এক মাস পরেও দুর্বলতা সমভাবে থাকে এবং মাঝে মাঝে পেটে বেদনা ধরে। অশোক ৩০ দুই সপ্তাহ ব্যবহারে তিনি আরোগ্য লাভ করেন।

(গ) গর্ভস্রাবের পরের উপসর্গ

শ্রী...রায়ের স্ত্রী, বয়স ২৫, ইং ১৪ই মার্চ সংবাদ পাইলাম ৫।৭ দিন পূর্বে ঋতুস্রাব হইয়াছে, এবং এখনও প্রচুর পরিমাণে হইতেছে, কাল

চাপ চাপ, কখনও সূতার ন্যায় লম্বা হইয়া নির্গত হয়, অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত। পেটে ভয়ানক বেদনা, সমস্ত শরীরে দুর্গন্ধ, ক্রোকাস স্যাটিভাস ৬ দুই দিন ৬ মাত্র পাঠাইয়া দেওয়া হয়। ইহার পরে তিন দিন আর কোন সংবাদ পাই নাই। ১৯শে তারিখে সংবাদ পাইলাম নিতান্ত অল্পমাসে গর্ভস্রাব হইয়াছে, মাসিক ঋতুস্রাব নহে, সেই অবধি স্রাব চলিতেছে, ক্রোকাস প্রয়োগে স্রাবের প্রাচুর্য, সূত্রবৎ অবস্থা এবং পেটে বেদনা কমিয়া যায়, কিন্তু এইক্ষণে পুঁজের ন্যায় অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব হইতেছে, সমস্ত শরীরে দুর্গন্ধ, পেটে বেদনা এবং অল্প অল্প জর বোধ হইতেছে, হাত পা চোখ মুখে জালা, ঔষধ অশোক ৩x রাত্রির জন্য ২ মাত্রা।

২০শে মার্চ—পুঁজবৎ স্রাব কমিয়া গিয়াছে, পেটে বেদনাও কমিয়াছে। ঔষধ ঐ ৩ মাত্রা, ভাত বন্ধ। বৈকালে যাইয়া রোগিনীকে দেখিলাম, পেটের ব্যথা নাই, শরীরেরও কোন দুর্গন্ধের আভাস পাইলাম না, স্রাব নাই, জর নাই।

২১শে মার্চ—রোগিনী ভালই আছে, এজন্য আজ আর ঔষধ লইতে আসে নাই।

২২শে—পেটে বেদনা নাই কিন্তু আজ আবার সামান্য পুঁজবৎ স্রাব দেখা যাইতেছে, ঔষধ পুনরায় অশোক ৩x তিন মাত্রা।

২৩শে—অবস্থা একই প্রকার। ঔষধ ঐ। ইহার পরে আর ঔষধের প্রয়োজন হয় নাই।

———

আসশেওড়া বা আটিশ্বর

(Atista Indica)

সাধারণ নাম—সংস্কৃত—আস্ফশাখোট ; বাংলা—আসশেওড়া, আটিশ্বর, আটশেওড়া, আষ্টে, কায়েফলা, দাঁতন ; হিন্দি—বননিম্বু ; বম্বে —কিমিরা।

ইহা রুটেসী (rutaceæ) জাতীয় উদ্ভিদ।

ইহার সাধারণ নাম আসশেওড়া।* ইহা এক প্রকার বন্যগাছ, যেখানে সেখানে প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। পালাজ্বর আরোগ্য করিতে ইহার পাতা অনেকদিন হইতেই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ইহার মূলের ছালও আমরক্ত রোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া গণ্য।

কৃমির জন্য পেটবেদনায় ইহার পাতা, ছাল, ফল, শিকড় প্রভৃতি পিষিয়া নাভিমূলে প্রয়োগ করিলে বেদনা ত্বরায় নিবারিত হয়।

---

* আয়ুর্বেদ মতে—বত্রক্রশ্চাস্ফশাখোটঃ সপিত্তকফনাশনঃ।
বাতলশ্চ ক্রিমিং হন্তি পাণ্ডুতাজ্বরকামলাঃ॥

আসশেওড়ার অন্য নাম বত্রক্র ও আস্ফশাখোট এবং ইহা বাতজনক পিত্ত, কফ, কৃমি, পাণ্ডুতা, জ্বর এবং কামলা নষ্ট করে।

খুলনা জেলায় ইহাকে দাঁতন বলে। পালাজ্বরে ইহার পাতার রসের নস্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে, পাতার রস আভ্যন্তরিকও ব্যবহৃত হয়। কৃমিজনিত পেটবেদনায় পাতা, ফল, গাছের ছাল ইত্যাদি বাটিয়া নাভির চারিদিকে "জাব" বাঁধিয়া দিলে বেদনা অতি শীঘ্র দূরীভূত হইয়া থাকে। এদেশে পল্লীগ্রামে শিশুকে এক বাড়ী হইতে অন্য বাড়ীতে লইয়া যাইবার প্রয়োজন হইলে অশুভের প্রতিরোধার্থ তাহার কোমরস্থ সূতায় একটি দাঁতনের পাতা গুঁজিয়া দেওয়া হয়। যাহারা ঝাড়ফুঁক করে তাহারা অনেক ক্ষেত্রে দাঁতনের পাতাযুক্ত ডাল ব্যবহার করিয়া থাকে। বর্তমানে মন্ত্রশক্তির প্রভাব কিছু অবগতি নহি, কিন্তু দ্রব্যগুণ অবিশ্বাস করিতে পারি না।

লেফটেনাণ্ট কর্নেল আর এন চোপরা তাঁহার প্রসিদ্ধ পুস্তক *Indigenous Drugs of India*তে ইহার শিকড় সর্পদংশনে ব্যবহৃত হয় বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন।

অ্যাটিস্টা পরীক্ষার ইতিবৃত্তে দেখা যায় যে, ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে আসাম গৌরীপুর অঞ্চলে ব্যাপকভাবে পালাজ্বর দেখা দিলে, যে সমস্ত পশ্চিমা লোক দাঁতন করিতে ইহার ডাল ব্যবহার করিত, তাহারা জ্বরে আক্রান্ত হয় নাই ; ইহা দেখিয়া তত্রস্থ ডাক্তার শ্রীযুক্ত কালীকুমার ভট্টাচার্য মহাশয় ইহার পরীক্ষা করেন।

ভেষজ লক্ষণ

বিষণ্ণ, স্ফুর্তিহীন এবং উদাসীনভাব ; স্মরণশক্তির দুর্বলতা, প্রাতঃকালে মাথা ঘোরে।

চক্ষুতে জ্বালা এবং আলোকদ্বেষ।

দাঁতের মাঢ়ী হইতে রক্তস্রাব হয় ; দাঁতের গোড়ায় ঘিন-ঘিনে বেদনা (dull pain)।

জিহ্বায় শাদা লেপ, মুখে তিক্তাস্বাদ—বিশেষতঃ জ্বর ভোগের পরে পরদিন প্রাতঃকালে।

প্রাতঃকালে থুথু উঠে, লবণাক্ত জল উঠে, মুখ দিয়া অম্ল-জল উঠে ; বুক জ্বালা করে।

পেটফাঁপা, উদ্গারে উহার সাময়িক উপশম।

সন্ধ্যার সময়ে প্লীহা ও যকৃতে জ্বালা।

নাভির চারিদিকে খামচান বেদনা।

ভয়ঙ্কর ক্ষুধা, যাহাকে দুষ্ট ক্ষুধা বলে। ক্ষীর, ছাগমাংস, লেবু খাইবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ; তরল খাদ্যে অরুচি।

অ্যাটিস্টা অম্ল এবং পিত্তশূলের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। বাতাজীর্ণ, অজীর্ণ, পেটফাঁপা, অম্লবমন, অম্লোদ্গার, আহারের অব্যবহিত পরেই বমি হয়, সেই সঙ্গে কৃমির উপদ্রব থাকিলে ইহা অধিকতর উপযোগী হইয়া থাকে ; বুকজ্বালা, কোষ্ঠবদ্ধ অথবা উদরাময়, আহারান্তের বমনে সমস্ত খাদ্য উঠিয়া পড়ে, এস্থলে ইহা নাক্স ভমিকা, লাইকোপোডিয়াম প্রভৃতি ঔষধের সমকক্ষ।

পাকস্থলীর দুর্বলতার জন্য উদরাময় এবং পেটফাঁপাতে অ্যাটিস্টা বিশেষ উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কৃমি অথবা পিত্তবিকৃতি ইহার কারণ হইলে অধিকতর উপযোগী হয়।

যাবতীয় কৃমিরোগের ইহা একটি ফলপ্রদ ঔষধ। চেটোকৃমির উপদ্রব হেতু নাভির চারিদিকে তীব্র বেদনা। এস্থলে ইহা সিনা, স্যাণ্টোনাইন, ইণ্ডিগো, স্যাবাডিলা প্রভৃতি ঔষধের সমকক্ষ। সিনায় যেমন নাসিকার অগ্রভাগ চুলকান আছে, ইহাতেও সেইরূপ আছে। ইণ্ডিগোয় নাভির চারিদিকে বেদনা আছে, কিন্তু মোচড়ান বেদনার সঙ্গে গা-বমি-বমি এবং বমন লক্ষণ থাকিলে স্যাবাডিলা অধিকতর উপযোগী হয়। আবার কৃমিজনিত যে কোন প্রকার বেদনাতে অ্যাটিস্টা উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হইতে পারে। শিশুদের কৃমি-বিকারে এবং কৃমিজনিত তড়কা উপস্থিত হইলে অনেকে চোখ বুজিয়া সিনা ব্যবহার করিয়া থাকেন। লক্ষণের সহিত মিলিলে উপকার হইতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে সিনা উপযোগী নহে। এরূপ অবস্থায় অ্যাটিস্টা বিশেষ ফলপ্রদ হয়। ইণ্ডিগো এই অবস্থায় আর একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সিনা, ইণ্ডিগো ব্যবহারে উপকার না পাইলে, অথবা তাহাদের পরিবর্তে অ্যাটিস্টা ব্যবহার করিয়া দেখা উচিত। মলদ্বারের ক্ষুদ্র সূত্রবৎ কৃমির উপর সিনার কোন অধিকার নাই। এই কৃমিজনিত যাবতীয় উপসর্গেই অ্যাটিস্টা ফলপ্রদ। এস্থলে ইহা

টিউক্রিয়ামের সমকক্ষ ঔষধ। মলদ্বারের ক্ষুদ্র কৃমির পক্ষে টিউক্রিয়াম বিশেষ উপযোগী। ক্ষুদ্র কৃমি শিশুদের মলদ্বারে রাত্রিকালে নামিয়া আসে, মলদ্বার সুড়সুড় করে, নানাপ্রকার অশান্তি উৎপাদন করে। এরূপ অবস্থায় টিউক্রিয়ামের ন্যায় অ্যাটিস্টাও বিশেষ উপযোগী হইয়া থাকে। ক্ষুদ্র কৃমির জন্য শিশুদের জ্বরভাব হইলে যেমন অ্যাকোনাইট, অত্যন্ত উত্তেজনায় যেমন ইগ্নেসিয়া ব্যবহৃত হয়, অ্যাটিস্টাও তেমনি উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হইতে পারে। মলের সহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃমি বজবজ করে, উদরাময় প্রকাশ পায়—এস্থলে অ্যাটিস্টা উপযোগী। এমন কি, কৃমির উপসর্গ হইতে উদরাময় যদি কলেরায় পরিণত হয়, তাহাতেও অ্যাটিস্টা বিশেষ ফলপ্রদ হইয়া থাকে। নাভির চারিদিকে বেদনা ইহার প্রধান লক্ষণ।

পালাজ্বর, অর্থাৎ এক দিন অন্তর যে জ্বর হয়, অ্যাটিস্টা ইণ্ডিকা তাহার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। দুই দিন অন্তর যে জ্বর হয়, অর্থাৎ চাতুর্থক জ্বরেও (quartan fever) অ্যাটিস্টার উপযোগিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। অ্যাটিস্টার পাতার রসের নস্য ব্যবহার করাইয়া পল্লীগ্রামে অনেকে পালাজ্বর চিকিৎসা করিয়া থাকেন।

সাধারণতঃ পূর্বাহ্নে জ্বর আসে, অপরাহ্নে ছাড়িয়া যায়। কিন্তু দিন রাত্রির মধ্যে অন্য সময়েও জ্বর আসিতে পারে। শীত করিয়া জ্বর আসে, উত্তাপের সময়ে অত্যন্ত পিপাসা হয়। জ্বরের পরদিন প্রাতঃকালে মুখে তিক্ত আস্বাদ এবং দুর্গন্ধ প্রকাশ পায়। জিহ্বায় শাদা লেপ, প্লীহা এবং যকৃৎ প্রদেশে জ্বালা—সন্ধ্যায় বেশী বোধ হয়।

সর্বপ্রকার আমাশয়েই অ্যাটিস্টা বিশেষ ফলপ্রদ। শাদা এবং রক্ত আমাশয়, সহজ এবং কঠিন প্রকৃতির আমাশয়। সামান্য মলের সহিত শাদা আম। শুধু শাদা আম, অথবা আম ও রক্ত, কিম্বা শুধু তাজা রক্ত বাহ্যে, সেই সঙ্গে নাভির চারিদিকে তীব্র বেদনা। নাভির

চারিদিকে বেদনাই ইহার প্রধান লক্ষণ। মার্কুরিয়াস সল, বা মার্কুরিয়াস করের পরিবর্তে, কিংবা মার্কুরিয়াস প্রয়োগ করিয়া যেখানে ঈপ্সিত ফল পাওয়া যায় না, সেখানে অ্যাটিস্টা বিশেষ উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হইতে পারে। শরৎকালীন আমাশয়ে, বা শরৎকাল হইতে শীতকাল পর্যন্ত যে আমাশয় হয়, তাহাতে অ্যাটিস্টা প্রায় অমোঘ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শরৎকালীন আমাশয়ে ইহা কলচিকাম ঔষধের তুল্য। কলচিকামের মল শাদা চকচকে এবং জেলির ন্যায় আম, তাহাতে দুই এক ফোঁটা রক্ত—বা রক্তের ডোরা থাকে, থকথকে চামড়ার ন্যায় পদার্থ (skiny substance), বাহ্যের পুর্বে পেটবেদনা—অথচ বাহ্যের পরে অনেকক্ষণ পর্যন্ত কোঁথ থাকিলেও পেটবেদনার নিবৃত্তি হয়। কিন্তু অ্যাটিস্টার পেটবেদনা সর্বক্ষণ থাকে এবং তাহার মল শাদা আমযুক্ত অথবা শুধু রক্ত।

অ্যাটিস্টার প্রতিষেধক—ক্যাম্ফর, নাক্স ভমিকা, পালসেটিলা এবং লেবুর রস।

ক্রম—θ, ২x, ৬x, ১২x সর্বদা ব্যবহৃত হয়।

রোগী-বিবরণ—সাধারণ আমাশয়ে অ্যাটিস্টা ইণ্ডিকা

শ্রী……বণিক, বয়স ৪৫। ২১শে মে, ১৯৩৮, সকাল হইতে আম ও মলযুক্ত বাহ্যে হইতে থাকে, সেই সঙ্গে অল্প অল্প জর, পেটবেদনা ও কুন্থন ছিল। সকাল হইতে বেলা ৩টা পর্যন্ত ১৫।১৬ বার বাহ্যে হয়। অ্যাটিস্টা ইণ্ডিকা ৩x, তিন ঘণ্টা অন্তর ৪ মাত্রা দেওয়া হয়। পরদিন ২২শে মে সকালে সংবাদ পাইলাম—জর নাই, বাহ্যে বারে অনেক কমিয়া গিয়াছে, পেটে বেদনা সামান্য আছে। ২২শে এবং ২৩শে মে দুই দিন ৪ মাত্রা হিসাবে ৮ মাত্রা ঔষধ দিলে রোগী আরোগ্যলাভ করে। আর ঔষধের প্রয়োজন হয় নাই।

ইংলণ্ড, জার্মানী, আমেরিকার অনেক বিদেশী ঔষধ আদৌ প্রুভিং না হইলেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে (clinically) বিশেষ ফলপ্রদ হইতে দেখা যায়। ভারতীয় ঔষধের মধ্যেও এইরূপ অনেক আছে। অ্যাটিস্টা ইণ্ডিকা প্রুভিং হইয়া একটি প্রয়োজনীয় ঔষধরূপে গণ্য হইয়াছে, কিন্তু আমি এখানে এমন দুইটি শিক্ষাপ্রদ রোগী বিবরণ দিব, যাহাতে উপযুক্ত বিশেষ লক্ষণ না থাকিলেও, ইহা প্রয়োগে মন্ত্রশক্তির ন্যায় কাজ পাওয়া গিয়াছে—

টাইফো-ম্যালেরিয়ায় অ্যাটিস্টা ইণ্ডিকা

(ক) খুলনা জেলার রংপুর নমঃশূদ্র পল্লী নিবাসী চন্দ্র মণ্ডলের পুত্র, বয়স ৯।১০ বৎসর, সপ্তাহব্যাপী জ্বরে শয্যাগত। প্রথম কয়েকদিন কোন ঔষধ পড়ে নাই, গত তিন দিন ধরিয়া একজন "ঘরে পড়া" হোমিওপ্যাথ ঔষধ দিতেছেন এবং রোগীর উপসর্গ বাড়িতেছে দেখিয়া আমাকে ডাকান। ইং ১৯৫২ সনের ১৯শে ফেব্রুয়ারী বেলা ১০টার সময়ে যাইয়া দেখিলাম—

আজ জ্বরের ৯ম দিন অবিচ্ছেদী জ্বর, ওঠা নামা করে কিন্তু থার্মোমিটার দিয়া উত্তাপ দেখা হয় না। এইক্ষণে দেখিলাম ১০২°, জ্বর এখন বাড়িতেছে, বৈকালে কমিয়া আবার রাত্রিতে বাড়ে। জ্বর বাড়িবার সময়ে অল্প শীত, পা ঠাণ্ডা এবং পিপাসা হয়, পরেও পিপাসা থাকে, অপেক্ষাকৃত কম, অস্থিরতা নাই, রোগী চুপ করিয়া শুইয়া পেটফাঁপার সঙ্গে দুর্গন্ধ জলের ন্যায় কখনও কটা রং, কখনও হলদে রংএর মল মিশ্রিত দাস্ত দিন রাত্রিতে ৫।৭ বার হয়, প্রস্রাব লাল রংএর অল্প পরিমাণ হইতেছে। প্লীহা সামান্য বর্ধিত এবং যকৃৎস্থানে টিপিলে বেদনা বোধ আছে, জিহ্বায় শাদা লেপ, এই কয়দিনের জ্বরেই দাঁতে সামান্য ময়লা (সর্ডিস) পড়িয়াছে। অর্ধ অজ্ঞানাবস্থা (semi-consciousness)

গত কল্য হইতে দেখা দিয়াছে, মাঝে মাঝে বিশেষতঃ রাত্রিতে প্রলাপ বকে, ঠিক বুঝা যায় না, শুনিলাম, রোগী ছোটবেলা হইতে ক্রমিধাতুগ্রস্ত। রাত্রিতে সময়ে সময়ে দাঁত কাটে। স্থানীয় আর একজন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারকে ডাকা হয় (নাড়ী ভাল বোঝেন বলিয়া, কারণ পুর্বে তিনি কবিরাজী করিতেন)। এই অবস্থায় আমি ব্যাপটিসিয়া নিম্নশক্তি ব্যবস্থা করি। শেষোক্ত চিকিৎসক আমার বিশেষ ভক্ত, এবং অন্তরে আমাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করেন, কারণ আমার বই পড়িয়াই নাকি তিনি কবিরাজী ছাড়িয়া হোমিওপ্যাথি প্র্যাকটিস করিতেছেন। ভারতীয় ঔষধের উপর তাঁহার অগাধ বিশ্বাস এবং বহু স্থানে ইহা ব্যবহার করেন। তিনি বলিলেন— "এইরূপ ক্ষেত্রে অ্যাটিস্টা ইণ্ডিকা প্রয়োগে আমি যথেষ্ট ফল পাইয়া থাকি, তাহাই দিন", "তেমন বিশেষ লক্ষণ বা লক্ষণসমষ্টি পাইতেছি না" বলিলে তিনি জিদ করিয়া কবিরাজী প্রথায় বলিলেন— "ইহা প্রয়োগে বায়ু এবং ক্রিমি সাম্য হইবে, পেটফাঁপা ও পেটের গোলমাল দূর হইবে, সঙ্গে সঙ্গে মাথা পরিষ্কার হইবে এবং জ্বর যাইবে। যাহা হউক, তাঁহার কথা মত, কতকটা অনিচ্ছাসত্ত্বে, আমার ব্যাগ হইতে, ৩x, চারি মাত্রা দিয়া আসিলাম, জ্বর পুনরায় গেলে ৪।৫ ঘণ্টা অন্তর খাইবে, এইরূপ নির্দেশ ছিল।

পরদিন সকালে সংবাদ পাইলাম, পুর্ব রাত্রিতে জ্বর আর বাড়ে নাই, দাস্ত রাত্রি হইতে বন্ধ, আজ সকালে স্বাভাবিক মল বাহ্যে হইয়াছে। জ্বর সকালে ৯৯°, বিকার বা অজ্ঞানাবস্থা নাই, রোগীর বেশ ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছে। আরও ৪ মাত্রা অ্যাটিস্টা ইণ্ডিকা পাঠাইয়া দিলাম।

তৎপর দিন ২১শে ফেব্রুয়ারী সকালে পুনরায় ডাক আসে। যাইয়া দেখিলাম রোগীর জ্বর বা অন্য কোন উপসর্গ নাই, ভাত খাইতে চাহিতেছে, দুই দিন সকালে এক মাত্রা করিয়া চায়না ঔষধ এবং

চিড়ার মণ্ড ইত্যাদি পথ্য দিয়া ২৩শে তারিখে অন্ন-পথ্য দিই, আর কোন ঔষধের প্রয়োজন হয় নাই।

(খ) ইং ১৯৫৪ সালের এপ্রিল মাস—২৪ পরগনার·········গ্রামে শ্রী·········দাসের বাড়িতে রাত্রি ৯টার সময়ে ডাক হয়। দাস মহাশয় নিজেই আমাকে ডাকিয়া লইয়া যান। পথে যাইতে যাইতে বলেন— রোগী তাঁহার পৌত্র, বয়স ৬।৭ বৎসর। তিনি ও তাঁহার পুত্র উভয়েই রেলওয়ে ওয়ার্কশপে কাজ করেন। ঘরে এখনও দেড়শত টাকার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ আছে। বাড়ীর কাহারও কিছু হইলে তিনিই ঔষধ দেন, ইহাকেও তিনি ঔষধ দিতেছেন, কিন্তু বর্তমানে অবস্থাটা ভাল মনে হইতেছে না বলিয়া আমাকে ডাকিতেছেন। এই সময়ে আমি সেই বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম—

বালকটি এক সপ্তাহ যাবৎ জ্বর ও শাদা আমাশয়ে শয্যাগত আছে, অবিচ্ছেদী জ্বর, দাস্ত দিন রাত্রিতে ১০।১২ বার হয়, আমসংযুক্ত মল, পেটে বেদনা এবং কুঁথুনি আছে, পিপাসা সামান্য, রোগীর স্বাস্থ্য ভাল নয়, দেহ ক্ষীণ। জিহ্বায় অল্প শাদা লেপ, ছোটবেলা হইতেই ক্রিমির দোষ আছে শুনিলাম, এইক্ষণে অর্ধ অচৈতন্যাবস্থা, ডাকিয়া বিশেষ সাড়া পাওয়া যায় না, অন্য কোন লক্ষণ সংগ্রহ হইল না। কি ঔষধ দিব চিন্তা করিতে লাগিলাম। উপরোক্ত (ক) রোগীর কথা এই সময়ে মনে হয়। অ্যাটিস্টার ব্যাপক প্রয়োগের কথা চিন্তা করিয়া ইহারই ৩x শক্তি রাত্রির জন্য দুই মাত্রা ও সকালের জন্য এক মাত্রা রাখিয়া আসিলাম, এবং বেলা ৮টার সময় সংবাদ দিতে বলিলাম।

পরদিন বেলা ১০টার মধ্যেও কোন সংবাদ না পাইয়া মনে হইল, যেরূপ অজ্ঞান অবস্থা দেখিয়া আসিয়াছি, হয়ত মারাই গিয়াছে কিন্তু বেলা ১১টার সময়ে সংবাদ আসিল, সবদিক দিয়াই অবস্থা ভাল,

অজ্ঞান অবস্থা নাই, রোগী সকালে উঠিয়া বসিয়াছে, রান্না ঘরের দিকে নজর দিতেছে। জ্বর ও বাহ্যে অনেক কমিয়া গিয়াছে। চিড়ার মণ্ড পথ্য দিয়া আর তিন মাত্রা ঔষধ দিলাম।

পরদিন সকালে জ্বর নাই, পূর্বদিন মাত্র দুই বার বাহ্যে হইয়াছে। আজও ঐ ব্যবস্থা রাখিয়া আর তিন মাত্রা ঔষধ দিই।

রোগী ক্ষীণজীবী, জ্বর উদরাময়ে অতি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে, জ্বর আর আসে নাই, পেটের অবস্থাও অনেক ভাল, পরদিন তাহাকে অন্ন পথ্য দেওয়া হয়, দুদিন দু মাত্রা করিয়া চায়না দিয়া ঔষধ বন্ধ করা হয়।

আসশেওড়ার মূল

(Atista Radix)

আসশেওড়ার মূল হইতে এই ঔষধ প্রস্তুত হইয়াছে। এ দেশে আমরক্ত রোগে, গোল মরিচের সঙ্গে মূলের ছাল বাটিয়া অনেকে ব্যবহার করিয়া থাকেন। সহজ এবং কঠিন প্রকৃতির শাদা এবং রক্তামাশয়ে অ্যাটিস্টা ইণ্ডিকা যে যে লক্ষণে ব্যবহৃত হয়, ইহাও সেই সেই লক্ষণে অধিকতর উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ফলতঃ অ্যাটিস্টা ইণ্ডিকা অপেক্ষা ইহার কার্যকারিতা অনেক বেশী বলিয়া মনে হয়। নাভির চারিদিকে তীব্র বেদনাই ইহার বিশেষ প্রয়োগ লক্ষণ। নাভির চারিদিকে তীব্র বেদনা সহ যেখানে শুধু তাজা রক্তবাহ্যে হয়, সেখানেও অ্যাটিস্টা র‍্যাডিক্স বিশেষ উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শরৎকালীন আমাশয়ে ইহা অধিকতর উপযোগী।

কৃমিজনিত নানাবিধ উপসর্গ, বিশেষতঃ উদরশূল (colic), উদরাময়, অতিসার, এমন কি—ঔদরাময়িক কলেরাতেও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অম্ল এবং পিত্তশূলেও ইহা উপযোগী।

ক্রম—আমরক্ত ২x, ৩x ; কৃমি ও অন্যান্য রোগে ৩x, ১২x ও ৩০ সর্বদা ব্যবহৃত হয়।

রোগী-বিবরণ—সাংঘাতিক রক্তামাশয়ে অ্যাটিস্টা র‍্যাডিক্স

(ক) শ্রী……মিত্র, বয়স ৬০ বৎসর। পেটে অসহ্য বেদনা এবং কুন্থনযুক্ত রক্তামাশয়। দিন রাত্রিতে অনেকবার করিয়া বাহ্যে হইতেছে। ২২শে ও ২৩শে মার্চ (১৯৩২) দুই দিন মার্ক-কর ৬x দিয়াও কোন ফল পাই নাই। আহূত হইয়া ২৪শে মার্চ যাইয়া দেখিলাম, রোগী অত্যন্ত দুর্বল—কথা বলিতেও কষ্ট হইতেছে, পেটে তীব্র বেদনা, আর কোন কথা বলিতে পারেন না। নাড়ী সূতার ন্যায় হইয়া গিয়াছে। মাঝে মাঝে মলদ্বার দিয়া জলের ন্যায় রক্ত (serum) চুয়াইয়া পড়িতেছে। অ্যাটিস্টা র‍্যাডিক্স ২x, ৪ ঘণ্টা অন্তর ৪ মাত্রা দেওয়া হয়।

২৫শে মার্চ—বাহ্যে বারে কমিয়াছে, এখন আর চুয়াইয়া পড়িতেছে না। উপসর্গও কম আছে। একই ঔষধ।

২৬শে মার্চ—বিশেষ কোন উপসর্গ দেখা যায় না, একই ঔষধ। আজ অন্নমণ্ড দেওয়া হয়।

অতিরিক্ত দুর্বলতার জন্য ইহার পর মাত্র ৩ দিন চায়না দিতে হইয়াছিল।

(খ) শ্রী….. কর, বয়স ৫০। ১লা মে ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দে, অল্প জরের সঙ্গে হঠাৎ দুইটি কান ও গলা ফুলিয়া উঠে এবং উহার পরেই রক্তামাশয় দেখা দেয়। ঘণ্টার মধ্যেই অনেকবার করিয়া বাহ্যে হইতে থাকে। পেটে বেদনা, কিন্তু কুন্থন সামান্য। সকল দিক হইতেই উপকারী হইবে মনে করিয়া ৩ দিন পর্যন্ত বেলেডোনা ও পরে মার্ক-কর দিলাম। জর ও কান, গলা ফোলা কমিয়া গেল, কিন্তু রক্তামাশয়ের

কিছুই হইল না। পেট বেদনা কুঁথুনিও অল্প আছে, বেশী সময় বসিয়া থাকিতে হয় না। কিন্তু দিন রাত্রিতে ৫০।৬০ বার করিয়া বাহ্যে হইতেছে—কখনও টাটকা রক্ত, কখনও আম ও রক্ত।

৪ঠা মে—সকালে দেখিয়া অ্যাটিস্টা র‍্যাডিক্স ২x দিন রাত্রির জন্য ৬ মাত্রা ব্যবস্থা করিলাম।

৫ই মে—কোন উপশম হয় নাই, এই কথাই রোগী এবং গৃহস্থের মুখে শুনিলাম। একমাত্রা সালফার ৩০ সকালে দিয়া, ১২টার পর হইতে পুনরায় অ্যাটিস্টা র‍্যাডিক্স ২x, দুই ঘণ্টা অন্তর চালাইলাম।

৬ই মে—বাহ্যে বারে সামান্য কম। পেটের বেদনাও সামান্য কমিয়াছে। রক্তের ভাগ কম। দুই একবার মল দেখা গিয়াছে। ঔষধ অ্যাটিস্টা র‍্যাডিক্স ২x, চারি মাত্রা দিন রাত্রির জন্য।

৭ই মে—গত রাত্রিতে বারে আশানুরূপ কমিয়াছে। রোগী নিদ্রা যাইতে পারিয়াছেন। মল দেখা দিয়াছে, রক্তও খুব কমিয়া গিয়াছে। আজও একই ঔষধ।

৮ই মে—দিন রাত্রিতে ৪।৫ বার বাহ্যে হইয়াছে। বাহ্যের পুর্বে পেট বেদনা হয়, কিন্তু বাহ্যের পরে আর বেদনা থাকে না। ঔষধ নাক্স ভমিকা ৩০, দুই মাত্রা।

৯ই মে—অবস্থা পুর্বদিনের ন্যায়; আজও সেই একই ঔষধ।

১০ই মে—দুই তিন বার বাহ্যে হইতেছে আম ও মল। আর কোন উপসর্গ নাই। সালফার ২০০ এক মাত্রা। আর ঔষধের প্রয়োজন হয় নাই। কিন্তু রক্তামাশয় যেরূপ প্রবল বেগে আসিয়াছিল, তাহাতে যে এত শীঘ্র এরূপ উপকার হইবে, তাহা চিকিৎসক বা গৃহস্থ কেহই আশা করিতে পারেন নাই।

আসাই বা আহৈ

(Asai)

দেবদারু বৃক্ষের ন্যায় একটি লম্বা পার্বত্য বৃক্ষ। ইহার পাতাও দেবদারু পাতার আকৃতিবিশিষ্ট, কিন্তু উহা অপেক্ষা চওড়ায় বড় এবং পাতলা ও নরম। ইহার পাতা হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হইয়া থাকে।

১৯২২ খ্রীস্টাব্দে শ্রীযুক্ত কালীকুমার ভট্টাচার্য মহাশয় এই ঔষধের প্রুভিং করেন।

ভেষজ লক্ষণ

উৎকণ্ঠা এবং নৈরাশ্য, সেজন্য অস্বস্তি, ভবিষ্যতের জন্য আশঙ্কা—মনে হয়, যেন কোন বিপদ উপস্থিত হইবে। "জলের উপর দিয়া ভাসিয়া যাইতেছি" স্বপ্নে এইরূপ দেখা যায়। মস্তকের দুই পার্শ্বে জ্বালা এবং চিমটিকাটার ন্যায় বেদনা।

চক্ষু হরিদ্রাবর্ণ, সামান্য উত্তেজনাতেই অশ্রুপাত হয়।

কর্ণ হইতে জলের ন্যায় দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব, কর্ণ মধ্যে সর্বদা স্টোভের শব্দের ন্যায় শব্দ।

জিহ্বা এবং মুখে জাড়ি ঘা; মুখে পচা গন্ধ।

জিহ্বার উপরিভাগ লাল এবং স্ফীত।

দন্তে বেদনা, দন্তমাড়ী স্ফীত এবং উহাতে কালচে রক্ত সঞ্চিত।

কাশিবার সময়ে গলার মধ্যে জ্বালাবোধ। গলা শ্লেষ্মাপূর্ণ। ফ্যারিংস বা অন্ননালী পথে ছোট ছোট উদ্ভেদ হেতু শ্বাসপ্রশ্বাসে বাধাযুক্ত কাশি।

বারবার হৃদ্‌স্পন্দন, শ্বাসকষ্ট। হৃৎপিণ্ডে রক্তসঞ্চয় এবং রক্তচাপ বৃদ্ধি।

পাকস্থলীতে বায়ুসঞ্চয়, সেজন্য উদ্গার উঠে। আহারের পরে উপর-পেটে চাপ বোধ হয়। শীতল পানীয়, দধি, মিষ্টযুক্ত টক দ্রব্যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা আছে; কিন্তু মাংসে অরুচি। পাতলা দুধ খাইতে ইচ্ছা হয় না, কিন্তু ঘন দুধে রুচি আছে।

বুকে চাপবোধ—সেজন্য শ্বাসকষ্ট, রোগী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। বুকের ডানদিকে এই ভাব বেশী।

কাশির সঙ্গে সঙ্গে বমন এবং বমনেচ্ছা, কাশি প্রথমে হ্রস্ব ও শুষ্ক—পরে আর্দ্র। হরিদ্রাভ গয়ার; জমাট শ্লেষ্মা।

প্লীহা যকৃৎ স্থানে বেদনা। বাহ্যে প্রস্রাব করিবার সময়ে যকৃৎ স্থানে বেদনা।

কখনও কোষ্ঠবদ্ধ, কখনও উদরাময়। উদরাময়ে ময়লা মত মল, উহাতে সাদাটে তলানি, কখনও সাদাটে হলদে তলানি। অজীর্ণ, সাদা আম, বা আমযুক্ত রক্তাক্ত মল। অথবা শুধু রক্ত বাহ্যে, রক্তের রং কালচে। অত্যন্ত দুর্বলতাবশতঃ মল-ত্যাগের পরে রোগী অসাড়ে ঘুমাইয়া পড়ে।

জলবৎ বাহ্যের সঙ্গে প্রস্রাব একেবারে বন্ধ, অথবা পরিমাণে খুব অল্প হয়। অল্প পরিমিত বিবর্ণ, অথবা রক্ত-প্রস্রাব। মূত্র-ত্যাগকালে মূত্রপথে জ্বালা, মূত্রত্যাগের পরেও কিছুক্ষণ থাকে।

পুংজননেন্দ্রিয়—কামপ্রবৃত্তির অভাব।

জ্বর—হাত পা ঠাণ্ডা হইয়া আসে, ভিতরে কম্প হয়। প্রচুর ঘর্ম হইয়া জ্বর ত্যাগ হয়। সামান্য উত্তেজনাতেই ঘর্ম।

জর ঘর্মপ্রধান, ঘর্ম শীতের সঙ্গে পর্যায়ক্রমে উপস্থিত হয়, মস্তকের পার্শ্বে এক প্রকারের বেদনা অনুভূত হয়, মনে হয় যেন কেহ চিমটি কাটিতেছে, চক্ষু হরিদ্রাবর্ণ, জরের সঙ্গে অনেক সময়ে উদরাময় ও আমাশয় বর্তমান থাকে। লালবর্ণের প্রস্রাব, প্রস্রাবে জালা, প্রস্রাবের পরেও ঐ জালা থাকে, প্লীহাযকৃৎ সংযুক্ত জর, উহাতে বেদনা, বাহ্যে প্রস্রাব করিবার সময়ে বেদনার বৃদ্ধি।

আসাম এবং দার্জ্জিলিংয়ের টেরাই অঞ্চলে, বিশেষতঃ চা বাগানে "ব্লাকওয়াটার ফিভার" নামে এক প্রকৃতির জর দেখা যায়। রক্ত-প্রস্রাব এবং রক্তবাহ্যেই ইহার প্রধান উপসর্গ, এই সঙ্গে উপর্য্যুপরি লক্ষণ সকলও দেখা যায়; বিশেষতঃ অনেক ক্ষেত্রে মস্তিষ্ক এবং হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হইয়া রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। হৃৎপিণ্ডে রক্তসঞ্চয়, অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট হয় এবং বুক ধড়ফড় করে। বর্তমানে বাঙ্গালা দেশের অন্যান্য স্থানেও এইরূপ দুই একটা রোগী দেখা যাইতেছে। আসাই এই ব্যাধির একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ হইয়াছে। লক্ষণানুসারে অ্যাকোনাইট, বেলেডোনা, টেরিবিন্থ, হ্যামামেলিস প্রভৃতি ঔষধ ব্যবহৃত হইতে পারে। কিন্তু আসাই এই ব্যাধির একটি বিশিষ্ট (specific) ঔষধ হইয়াছে*।

হ্যামামেলিস্ ইহার অনুপূরক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ক্রম—৩x, ৬x, ১২, ৩০, ২০০ সর্বদা ব্যবহৃত হয়। θ, ৩x,

---

* ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে আমি যখন শিলিগুড়ির অন্তর্গত গুলমা চা বাগানে ছিলাম, তখন অ্যাসিষ্ট্যান্ট ম্যানেজার 'ব্লাকওয়াটার ফিভারে' আক্রান্ত হন। বয়সে তিনি প্রাচীন ছিলেন। অতি শীঘ্রই তাঁহার হৃৎপিণ্ড এবং মস্তিষ্ক আক্রান্ত হইয়া অবস্থা আশঙ্কাজনক হইয়া উঠে। এই ব্যাধি চিকিৎসায় অ্যালোপ্যাথি মতে "ক্যাসিয়া ব্যারিয়ানা লিকুইড" আমার প্রধান ঔষধ ছিল। ভদ্রলোক রক্ষা পাইলেন বটে, কিন্তু শরীর এমনিভাবে ভাঙ্গিয়া গেল যে, আর কর্মক্ষম হইতে পারিলেন না। চা বাগানেই দুই বৎসর অবস্থান কালের মধ্যে নিকটবর্তী চা বাগানে এই ব্যাধি কর্তৃক আক্রান্ত আরও কয়েকটি রোগীর কথা শুনিয়াছি।

এবং সময়ে সময়ে ৩০ ব্যবহৃত হয়। ব্ল্যাক-ওয়াটার জরে ২x, ৩x, এবং কখনও কখনও ২০০ ব্যবহৃত হয়।

নিম

(Azadirachta Indica or Melia Azadirachta)

সাধারণ নাম—সংস্কৃত—নিম্ব ; রবিপ্রিয় ; বাংলা, হিন্দি, পাঞ্জাবী—নিম ; গুজরাতী—লিম্ব ; মারাঠী—কাড়ুনিম্ব ; তেলেগু—ভেপা ; মালয়ালম—ভেপপু ; ইংরাজী—নিম, মার্গোসা টি।

ইহা মেলিয়াসী (meliaceæ) জাতীয় বৃক্ষ।

নিম † আমাদের দেশে অতি প্রাচীনকাল হইতে বহু গুণসম্পন্ন ঔষধ বলিয়া পরিচিত হইয়া আসিতেছে। নিমের কোন অংশই পরিত্যাজ্য

---

† আয়ুর্বেদে নিম্বের গুণ :—

নিম্বঃ শীতো লঘুর্গ্রাহী কটুপাকেঽগ্নিবাতনুৎ
অহৃদ্যঃ শ্রমতৃট্ কাসজ্বরারুচি ক্রিমিপ্রণুৎ ॥
ব্রণ পিত্তকফচ্ছর্দি কুষ্ঠহৃল্লাসমেহনুৎ।
নিম্বপত্রং স্মৃতং নেত্র্যং ক্রিমিপিত্তবিষপ্রণুৎ ॥
বাতলং কটুপাকঞ্চ সর্বরোচক কুষ্ঠনুৎ।
নিম্বফলং রসে তিক্তং পাকে তু কটু ভেদনম্।
স্নিগ্ধং লঘুষ্ণং কুষ্ঠঘ্নং গুল্মার্শঃ ক্রিমিমেহনুৎ ॥

অর্থাৎ—নিম শীতবীর্য, লঘু, ধারক, কটুবিপাক, অগ্নি ও বায়ুনাশক এবং অহৃদ্য—অর্থাৎ অপ্রীতিকর। ইহা শ্রান্তি, তৃষ্ণা, কাশ, জ্বর, অরুচি, কৃমি, ব্রণ, কফ, বমি, কুষ্ঠ, হৃল্লাস—অর্থাৎ হিক্কা এবং প্রমেহ নাশ করে। নিমের পাতা চক্ষুর হিতকারক, বায়ুবর্ধক এবং কটুবিপাক। ইহা কৃমি, পিত্ত, বিষ, সর্ববিধ অরুচি এবং কুষ্ঠরোগে হিতকর। নিমের ফল তিক্তরস, কটুবিপাক, ভেদক, স্নিগ্ধ, লঘু, উষ্ণবীর্য এবং কুষ্ঠ, গুল্ম, অর্শ, কৃমি ও প্রমেহ-ব্যাধি নাশক।

নহে। ইহার পাতা, ছাল, মূল, ফল, ফুল, ডাল এবং কাষ্ঠও ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। নিমের হাওয়া বহু রোগনাশক বলিয়া কথিত, বিশেষতঃ ইহা ম্যালেরিয়ায় অত্যন্ত উপকারী। বাড়ীর দক্ষিণে নিমের গাছ লাগান ভাল। নিমের পাতা নানা প্রকারের ঘা, ফোড়া এমন কি—অতি দূষিত ক্ষতেও বিশেষ উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ফোড়ার প্রথম অবস্থায় নিমের পাতা জলে বাটিয়া প্রলেপ দিলে বসিয়া যায়। বসিবার অবস্থা না থাকিলে, অর্থাৎ ফোড়ার মধ্য অবস্থায় নিমের পাতা মধু সহ বাটিয়া প্রলেপ দিলে পাকিয়া ফাটিয়া যায়। ফাটিবার পরে গব্যঘৃত সহ গরম করিয়া প্রলেপ দিলে ক্ষত শুকায়।* নিমছাল সিদ্ধ ক্বাথ এবং ছালের চূর্ণ জ্বরের উৎকৃষ্ট ঔষধ। নিমফলের তৈল নানাবিধ চর্মরোগে, ক্ষতে, এমন কি—গলিত কুষ্ঠেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নিমের ডালের দাঁতনে বহু উপকার সাধিত হয়।

যাহাদের পিত্তাধিক্য আছে তাহারা কিছুদিন ধরিয়া যদি প্রত্যহ সকালে দুইটি করিয়া নিমের পাতা চিবাইয়া খান, যথেষ্ট উপকার পাইবেন।

নিমের ক্বাথ জ্বরের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

নিমপাতা ভাজা বা নিমের ঝোল, বসন্তের প্রতিষেধক।

প্রাচীন আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থকারকদের মত—

---

* নিম্বপত্র মধুভ্যাস্তু যুক্তঃ সংশোধনঃ স্মৃতঃ।
পূর্বাভ্যাং সর্পিষা ব্যাপ যুক্তশ্চাপ্যুপরোপণঃ।
নিম্বপত্র তিলৈঃ কল্কেয় মধুনা ক্ষতশোধনঃ।
রোপণং সর্পিষা যুক্তো যবকল্কেহপ্যয়ং বিধিঃ॥

অর্থাৎ নিম্বপত্র ও যষ্টিমধু বাটিয়া প্রলেপ দিলে ক্ষত শোধিত হয়। উহার সঙ্গে ঘৃত মিশাইয়া প্রলেপ দিলে ক্ষত পুরিয়া উঠে। নিমপাতা এবং তিল বাটিয়া ও তাহাতে মধু মিশাইয়া প্রলেপ দিলে ক্ষতের শোধন হয়; উহাতে আবার ঘৃত মিশাইয়া প্রলেপ দিলে ক্ষত পুরিয়া উঠে। যবেও এই প্রকার উপকার পাওয়া যায়।

চরক—কুষ্ঠরোগে অত্যন্ত উপকারী।

সুশ্রুত—কুষ্ঠ এবং চর্মরোগের উত্তম ঔষধ। জ্বালাযুক্ত পৈত্তিক-জ্বরে এবং প্রমেহে ব্যবহৃত হয়।

হারীত—রক্তদুষ্টি এবং ফোড়ায় ব্যবহৃত হয়।

চক্রদত্ত—বিষাক্ত ফোড়া, ক্ষত, একজিমা, এবং অন্যান্য চর্মরোগ, কামলা বা ন্যাবায় উপযোগী।

বঙ্গসেন—সায়েটিকা রোগে বিশেষ প্রশংসা করেন, আশাশূন্য সায়েটিকা রোগীও ইহা দ্বারা আরোগ্য হইয়াছে বলেন।

ভাবপ্রকাশ—চর্মরোগ ব্যতীতও ইহা ক্রিমিতে ব্যবহৃত হয়।

১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে, ডাঃ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার তাঁহার প্রিয়তম ছাত্র উমেশচন্দ্র বাগচীকে লইয়া এই ঔষধ পরীক্ষা করেন। দেশ বিদেশে বিশেষতঃ আমেরিকান জার্নালে তিনি এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন।

নিম্নলিখিত পীড়ায় ইহা ব্যবহৃত হয়, যথা—সবিরাম এবং পুরাতন বিষম জ্বর, বিশেষতঃ কুইনাইনের অপব্যবহারের পরে এবং অতিরিক্ত কুইনাইন সেবন হেতু চক্ষু-প্রদাহ, সর্দি, কাশি, হাঁপানি, কোষ্ঠবদ্ধ, অর্শ, পিত্তাধিক্য জন্য মাথাধরা, নানা প্রকারের চর্মরোগ, জননেন্দ্রিয়ের দুর্বলতা।

ভেষজ লক্ষণ

স্মৃতিহীনতা—কিছুই মনে থাকে না, নিতান্ত পরিচিত লোকের নামও মনে হয় না। লিখিতে এবং কথা বলিতে ভুল হয়, মাথাঘোরা, এবং মাথাধরা, দুই দিকের—বিশেষতঃ ডানদিকের রগ দপ্‌দপ্‌ করে। মাথার চর্মে এমন কি চুলেও বেদনা।

পিত্তাধিক্যহেতু মাথাধরা।

চক্ষুতে জ্বালা এবং ভারবোধ, ডান চোখে কম্পবোধ এবং ডান চক্ষুগোলকে বেদনা।

পিপাসাহীনতা—অথচ মুখ চটচটে এবং জল পানে তৃপ্তি, মুখ বিস্বাদ এবং মুখের মধ্যে তিক্তবোধ।

পিপাসার অভাব, অথবা প্রবল পিপাসা; অনেকক্ষণ পর পর দারুণ পিপাসা, বুক জ্বালা করে এবং মুখ দিয়া জল উঠে।

উদরাধ্মান এবং অন্ত্রকূজন (পেট ডাকা) সহ পেটের মধ্যে ভয়ানক অশান্তি বোধ হয়। নাভিস্থল যেন কেহ দৃঢ়মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিয়াছে, এই প্রকারের বেদনা। উপুড় হইয়া থাকিলে একটু আরাম বোধ হয়।

কোষ্ঠবদ্ধ—কঠিন অল্প অল্প এবং গুটি গুটি মল, অথবা প্রচুর পরিমাণ নরম মল।

পুরুষ জননেন্দ্রিয়ে প্রবল উত্তেজনা, সঙ্গম প্রবৃত্তির কিঞ্চিৎ হ্রাস, স্ত্রীলোকদের রজঃস্রাব অল্প, শ্বেতপ্রদর রক্তসংযুক্ত, পেটে বেদনা, প্রসবান্তিক স্রাব পচা এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়।

স্বরভঙ্গ সহ হ্রস্ব শুষ্ক কাশি, বিশেষতঃ অপরাহ্ণে। হাঁপানি বুকে খোঁচামারা বেদনা

*   *   *   *

পুরাতন জ্বরে ইহা বিশেষ উপযোগী। অপরাহ্ণে জ্বর আসে, অল্প অল্প শীত করে, অথবা শীত মোটেই হয় না। চোখ, মুখ, হাত পায়ের তলা জ্বলিয়া যায়—এই জ্বালাই অ্যাজাডিরাকটার বিশিষ্ট লক্ষণ।

বাহিরের শীতল বাতাসে উপশম বোধ হয়; পিপাসা অল্প—অথবা মোটেই হয় না; শরীরের ঊর্ধ্বাংশে ঘর্ম, নিম্নাংশে ঘর্ম হয় না। প্লীহা ও যকৃতের দোষ, উহাদের বৃদ্ধি।

সন্ধ্যাকালীন জ্বর, হস্ত পদে জ্বালা, চক্ষুতে জ্বালা, পিপাসাহীনতা, কাশি, কুইনাইনের অপব্যবহারের পরের জ্বর, পিত্তাধিক্য। পালসেটিলাতেও এই প্রকারের লক্ষণ পাওয়া যায়। পালসেটিলাতে প্রায়ই উদরাময় থাকে এবং অ্যাজাডিরাকটায় অধিকাংশ স্থলে কোষ্ঠবদ্ধ, কখনও কখনও নরম মলও দেখা যায়। এই প্রকারের জ্বরে পালসেটিলা প্রয়োগে কোন উপকার না পাইলে, অথবা পালসেটিলার পরিবর্তে অ্যাজাডিরাকটা ব্যবহার করা উচিত।

কুইনাইনের অপব্যবহারের পরের পুরাতন জ্বর—বৈকাল ৩।৪টার সময়ে আসে, পিপাসা মোটেই থাকে না—অথবা অল্প অল্প হয়, অত্যন্ত পিত্তাধিক্য, হাত পা চোখ মুখ জ্বলিয়া যায়, কোষ্ঠবদ্ধ—এরূপ জ্বরে অ্যাজাডিরাকটা প্রায় অমোঘ। জ্বালা প্রভৃতি লক্ষণে প্রমেহ এবং ধাতুদৌর্বল্যযুক্ত ঘুষঘুষে জ্বরেও অ্যাজাডিরাকটা বিশেষ উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

চর্মরোগেও ইহা উপকারী। শরীরের নানাস্থানে চুলকানি—অথচ বিশেষ কোন উদ্ভেদ দেখা যায় না, কিন্তু পিঠে ঘামাচির ন্যায় উদ্ভেদ। অ্যাজাডিরাকটা কুষ্ঠব্যাধিতে বিশেষ হিতকর বলিয়া অনেকে মত প্রকাশ করেন।

প্লীহা ও যকৃৎ সংযুক্ত পুরাতন বিষমজ্বরে ইহা যেরূপ উপযোগী, কণ্ডুয়নবিশিষ্ট নানাবিধ চর্মরোগ, পিত্তাধিক্যজনিত শিরঃপীড়া, অতিরিক্ত কুইনাইন সেবন হেতু চক্ষুপ্রদাহ, হাঁপানি, কাশি, সর্দি, কোষ্ঠবদ্ধ জননেন্দ্রিয়ের দুর্বলতা প্রভৃতি ব্যাধিতে তেমনি উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হয়।

রোগী-বিবরণ—ম্যালেরিয়া জ্বরে অ্যাজাডিরাকটা ইণ্ডিকা

সৌদামিনী, বয়স ৪৫ বৎসর, পুরাতন ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছিলেন। অনেক কুইনাইন এবং পেটেণ্ট ঔষধ সেবন করেন, তাহাতে জ্বর সাময়িক বন্ধ হয়। ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে পুনরায় জ্বর প্রকাশ পাইলে রোগিনী আমার চিকিৎসাধীনে আসেন। ১০ই অক্টোবর তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি পাই—অপরাহ্ণ ৪টা হইতে ৫টার মধ্যে প্রত্যহ জ্বর আসিতেছে। জ্বর ১০১° পর্যন্ত উঠে। হাত পা চোখ মুখ জ্বালা করে। পিপাসা অল্প—মাত্র একবার, কিংবা দুইবার জল খাইতে হয়। শীত বা ঘর্ম নাই, প্লীহা সামান্য বর্ধিত, প্রস্রাবের রং লাল, পরিমাণে অল্প, প্রস্রাব করিবার সময় জ্বালা করে, কোষ্ঠবদ্ধ, ভাল ক্ষুধা হয় না। সালফার ২০০ এক মাত্রা দিয়া এক সপ্তাহ পর্যন্ত উহার ক্রিয়া দেখি। বিশেষ কোন উন্নতি দেখা যায় না।

১৭ই অক্টোবর, অ্যাজাডিরাকটা ইণ্ডিকা ৩০, জ্বর আসার পূর্বে দুই মাত্রা দেওয়া হয়।

১৮ই অক্টোবর, কোন পরিবর্তন নাই, একই ঔষধ পুনরায় দুই মাত্রা।

১৯শে অক্টোবর, জ্বর ৯৯°। জ্বালা সামান্য, প্রস্রাব পরিমাণে বেশী হইতেছে এবং উহার রংও স্বাভাবিক হইয়াছে। ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছে।

২০শে হইতে ৩০শে অক্টোবর পর্যন্ত প্রত্যহ এক মাত্রা করিয়া দেওয়া হয়। ইহাতেই রোগিনী সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করেন।

সম্বন্ধ (relations)—ইহা আর্সেনিক, সিড্রন, চায়না ইপিকাক, পালসেটিলা, রাস টক্স, রোহিতক এবং সালফারের তুল্য ঔষধ।

ক্রম—ইহার ৬, ৩০ এবং ২০০ ক্রম সর্বদা ব্যবহৃত হয়।

আরশুলা বা তেলাপোকা

(Blatta Orientalis)

সাধারণ নাম—সংস্কৃত—তৈলপায়িকা ; বাংলা—তেলাপোকা, আরশুলা ; হিন্দি—তেলচট্টা ; ইংরাজী—ককরোচ।

ইহা অর্থোপটেরা (orthoptera) জাতীয় প্রাণী, শ্রেণী—ইনসেকটা (insecta)।

আমাদের দেশীয় আরশুলা বা তেলাপোকা হইতে এই ঔষধ প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা হাঁপানি রোগের অন্যতম উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার আবিষ্কারের ইতিহাস কৌতূহলপ্রদ। এক ভদ্রলোক প্রায় ২০ বৎসর যাবৎ হাঁপানিরোগে বিশেষ কষ্ট পাইতেছিলেন। এই দীর্ঘ ২০ বৎসর যাবৎ তিনি নানা প্রকারের চিকিৎসা করাইয়াও কোন সুফল প্রাপ্ত না হইয়া অবশেষে আরোগ্য সম্বন্ধে হতাশ হন। তিনি প্রত্যহই রোগে কষ্ট পাইতে থাকেন। তিনি চা সেবনে অভ্যস্ত ছিলেন এবং প্রত্যহ নিয়মিত চা সেবন করিতেন। একদিন অপরাহ্নে চা সেবনের পর হইতে তিনি নিজেকে সুস্থ বোধ করিতে লাগিলেন। সেদিন শ্বাসকষ্ট খুবই কম বোধ হইতে লাগিল। সমাগত বন্ধুগণকে তিনি এই কথা বলিলে, সকলে কারণ অন্বেষণে মনোনিবেশ করিলেন। হয়ত চায়ের মধ্যে এমন কোন জিনিষ আছে যাহাতে এই পরিবর্তন ঘটিয়াছে, এইরূপ সকলের প্রতীতি জন্মিল। যে চা প্রস্তুত করিয়াছিল সেই চাকরকে তখন ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করা হইল, কিন্তু সে ইহার কোন

সদুত্তর দিতে পারিল না। প্রতিদিনের ন্যায় আজও সে একই ভাবে চা প্রস্তুত করিয়াছে বলিল। তখন চায়ের পেয়ালা পরীক্ষা করিয়া দেখা হইল, তাহাতে কিছুই নাই; কিন্তু কেটলি আনিয়া দেখা গেল, তাহার মধ্যে একটি তেলাপোকা সিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। ঐ তেলা-পোকা সিদ্ধ জলই তাঁহার উপকার করিয়াছে; ফলতঃ সেদিন রাত্রিতে তাঁহার শ্বাসের আক্রমণ হয় নাই। এই নবাবিষ্কৃত ঔষধ ব্যবহার করিয়া তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করেন।

এই আশ্চর্য ব্যাপার দেখিয়া, তাঁহার এক বন্ধু কতকগুলি তেলা-পোকা সিদ্ধ জলে সমপরিমাণ রেকটিফায়েড স্পিরিট মিশ্রিত করিয়া (যাহাতে শীঘ্র নষ্ট না হয়) হাঁপানি রোগীদিগকে বিতরণ করিতেন। এইভাবে তিনিও অনেক রোগী চিকিৎসা করেন। স্বর্গীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় দরিদ্র রোগীদিগকে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিতরণ করিতেন এবং তিনি এই অভিনব অরিষ্ট দ্বারা বহু হাঁপানি রোগী আরাম করেন ও ইহার কার্যকারিতা সাধারণে প্রচার করেন। কেহ কেহ বলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়ই এই ঔষধের আবিষ্কারক; কিন্তু তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ পুর্বোক্ত প্রকারে ইহা আবিষ্কৃত হইবামাত্রই, বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহার কার্যকারিতায় আকৃষ্ট হইয়া ইহার বহুল প্রচারে সহায়তা করিয়াছিলেন। যাহা হউক, ইহার পর কলিকাতার অন্যতম প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ডি এন রায় আমেরিকার বিশ্ববিখ্যাত মাসিক পত্রিকা "হোমিওপ্যাথিক রেকর্ডারে" হাঁপানিতে তেলাপোকার আশ্চর্য ক্ষমতা সম্বন্ধে একাধিক প্রবন্ধ লেখেন; ফলে উহা পাশ্চাত্য জগতে পরিচিত হইয়াছে এবং আমেরিকান হোমিওপ্যাথিক ফার্মাকোপিয়ায় স্থান পাইয়াছে।

হাঁপানির আবেশকালে (during paroxysm) ব্লাটা ওরিয়েন্ট্যা-লিসের নিম্নক্রম ঘন ঘন ব্যবহারে উপকার পাওয়া যায়। অন্য সময়ে,

অর্থাৎ হাঁপানির টান কমিয়া গেলে, সামান্য শ্বাসকষ্ট এবং সাঁইসাঁই শব্দ বর্তমানে অপেক্ষাকৃত উচ্চশক্তি প্রয়োগে সুফল পাওয়া গিয়াছে। ডাঃ রায় বলেন, টান কমিয়া গেলেও যদি নিম্নশক্তি ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে উপকারের পরিবর্তে অপকারই হইয়া থাকে। শ্লেষ্মা ঘন আঠা আঠা হয়, সহজে উঠে না, কাশি বিরক্তিজনক হয়, সুতরাং পরিবর্তিত ক্রমেই ব্যবহার করা উচিত।

পাতলা ছিপছিপে এবং শীর্ণকায় রোগী অপেক্ষা বলিষ্ঠ, স্থূলকায় রোগীর পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী হয়। যে সমস্ত হাঁপানি রোগী বারংবার ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়, তাহাদের শরীরে ইহার ফল স্থায়ী হয় না। রক্তপ্রধান ধাতুবিশিষ্ট রোগীদের রক্তের অস্বাভাবিক অবস্থা হইতে জাত হাঁপানিতে ইহা অধিকতর উপযোগী। ক্ষয়কাশ-গ্রস্ত রোগীর শ্বাসকষ্ট সহ কষ্টকর কাশিতেও ইহা বিশেষ উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হয়।

শোথেও ব্লাটা ওরিয়েণ্ট্যালিসের ব্যবহার আছে; ডাঃ হেইনিস (Haynes) বলেন—**Blatta Orientalis has cured bad cases of general dropsy, after apis, apocynun and digitalis failed,** অর্থাৎ—এপিস, অ্যাপোসাইনাম এবং ডিজিটেলিস বিফল হইলে ব্লাটা ওরিয়েণ্ট্যালিস কঠিন উদরী বা শোথ রোগ আরোগ্য করিয়াছে। কিন্তু আমেরিকাজাত এক প্রকার আরশুলা হইতে প্রস্তুত ঔষধ ব্লাটা আমেরিকানা শোথের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া কথিত হয়।

কুকসিমা

(Blumea Odorata)

সাধারণ নাম—সংস্কৃত—কুকুন্দর ; বাংলা—কুকসিমা, কুকুর-শোঁকা, কুকুরমোতা ; হিন্দি—কুকরভা ; মালয়লম—সমরং, বঙ্গ চাপ্‌পা ; বার্মিস—পাংমা-থিং।

ইহা কমপোজিটী (compositæ) জাতীয় উদ্ভিদ। ইহার অপর নাম—ব্লুমিয়া বালসামিফেরা (blumea balsamifera) বা ব্লুমিয়া ডেনসিফ্লোরা (blumea densiflora)।

শরীরের কোন স্থান কাটিয়া গেলে, রক্ত বন্ধ করার উৎকৃষ্ট ঔষধ, দেশীয় গাছ গাছড়া অনেক আছে কুকসিমা* তাহাদের মধ্যে একটি। ইহার পাতা বাটিয়া বাঁধিয়া দিলে, তৎক্ষণাৎ রক্ত বন্ধ হয় এবং কাটাস্থান শীঘ্র জুড়িয়া যায়।

রক্তামাশয়, এবং অর্শ রোগে কুকসিমার পাতার রস এক তোলা আন্দাজ চিনিসহ সেবনে উপকার পাওয়া যায়।

---

* আয়ুর্বেদ বলেন—

কুকুন্দরঃ কটুস্তিক্তোজ্বররক্ত কফাপহঃ।
রক্তপিত্তমতীসারং দাহং ঘোরং নিহন্তি চ॥
তন্মূলমার্দ্রং নিক্ষিপ্তং বদনে মুখশোষহৃৎ॥

অর্থাৎ—কুকুরশোঁকা কটু-তিক্ত-রস এবং ইহা জ্বর, রক্তদোষ ও কফ নাশ করে। ইহা প্রয়োগে রক্তপিত্ত, অতিসার এবং ঘোর দাহের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। ইহার কাঁচা মূল মুখে রাখিলে মুখশোষ নিবারিত হয়।

আয়ুর্বেদ মতে উহা উৎকৃষ্ট রক্তরোধক বলিয়া বহুদিন হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। অর্শের রক্ত এবং রক্তামাশয়ের রক্ত রোধ করিতে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। ইহার পাতার রসের আঘ্রাণে একদিন অন্তর পালাজ্বর (tertian fever) আরোগ্য হইতে শোনা গিয়াছে। মূলের রস গায়ে মাখাইলে বাতজনিত বেদনার শান্তি হয়।

কুকসিমার পাতা আগুনে সেঁকিয়া ফুলা স্থানে বাঁধিয়া রাখিলে হাত পায়ের ফুলা শীঘ্রই কমিয়া যায়।

এই ঔষধের এখনও রীতিমত প্রুভিং হয় নাই, কিন্তু কতকগুলি রোগে ইহা উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হইতেছে।

আয়ুর্বেদ মতে ইহা একটি উৎকৃষ্ট রক্তরোধক ঔষধ। অর্শ, আম-রক্ত, স্ত্রীলোকগণের রক্তপ্রদর, গর্ভস্রাব প্রভৃতি পীড়ায় অতিরিক্ত রক্ত-স্রাব রোধ করিতে কুকসিমার যথেষ্ট ক্ষমতা পরিলক্ষিত হয়। অন্যান্য রক্তস্রাবেও ইহার ব্যবহার আছে। ইহার পাতার রসের নস্য একদিন অন্তর পালাজ্বরে উপকারী।

হোমিওপ্যাথি মতে প্রস্তুত ঔষধও অনেক ব্যাধিতে বিশেষ উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হইতেছে। কুকুরের ন্যায় ঘেউঘেউ শব্দবিশিষ্ট স্বরভঙ্গযুক্ত এক প্রকার কাশিতে ইহা বিশেষ উপযোগী। এই স্থলে ইহা স্পঞ্জিয়া ঔষধের তুল্য। ভার্বাসকামের কাশিও ব্লুমিয়ার অনুরূপ। কাশিতে কাশিতে স্বরভঙ্গ হয় এবং একপ্রকার ঢ্যাবঢেবে শব্দ (trumpet like sound) প্রকাশ পায়। ড্রসেরা এবং সালফারের কাশির সহিতও ব্লুমিয়ার সামঞ্জস্য আছে। ভার্বাসকাম ঔষধের সহিত ইহার উপাদানগত সাদৃশ্য আছে এবং ভার্বাসকামের ন্যায় ইহাও সর্দিকাশি, বালকদের শয্যামূত্র, মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল, শিরঃপীড়া প্রভৃতি রোগে ব্যবহৃত হয়। বালকদের শয্যামূত্র রোগে বেঞ্জয়িক অ্যাসিড, ক্যাল্কেরিয়া কার্ব, পটাশ ব্রোমাইড, হিপার সালফার, ক্রিয়োজোট, সিপিয়া প্রভৃতি ঔষধও ফলপ্রদ। কিন্তু এই সমস্ত ঔষধ ব্যর্থ হইলেও ব্লুমিয়া ওডোরেটা ব্যবহার করিয়া দেখা উচিত। শয্যামূত্র রোগে ভার্বাসকামও একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

রক্তস্রাবী অর্শে ব্লুমিয়া একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। অর্শের অতিরিক্ত রক্তস্রাব রোধ করিতে ইহার অসীম ক্ষমতা আছে। ইহার মূল অরিষ্ট

এবং ২x, সমধিক কার্যকরী, ২।৩ ফোঁটা মাত্রায় দিতে হয়। অর্শের রক্তস্রাব রোধ করিতে অনেকে হ্যামামেলিসের বিশেষ প্রশংসা করেন এবং হ্যামামেলিসকে কেন্দ্র করিয়া অনেক পেটেণ্ট ঔষধও বাজারে বাহির হইয়াছে। কিন্তু ব্লুমিয়া হ্যামামেলিস অপেক্ষাও কার্যকরী বলিয়া কথিত হয়। রক্তস্রাবী অর্শে যে স্থানে অ্যালো, সালফার, নাক্স ভমিকা, ইরিজিরন প্রভৃতি ঔষধ ব্যবহৃত হয়, সেস্থলে ব্লুমিয়া অধিকতর উপ-যোগিতার সহিত ব্যবহৃত হইতে পারে।

একদিন অন্তর পালাজ্বরে ব্লুমিয়ার ব্যবস্থা আছে। অন্যান্য অনেক দেশীয় গাছগাছড়াজাত ঔষধের ন্যায় পিত্তাধিক্য ইহার প্রধান লক্ষণ। সমস্ত শরীরে জ্বালা, চোখ মুখ জ্বলিয়া যায়, সর্বশরীরে বিশেষতঃ কোমরে বেদনা সেই সঙ্গে শুষ্ক ঘঙঘঙে কাশি ((barking cough), ইহার আর একটি বিশেষ লক্ষণ।

আসশেওড়া, অপরাজিতা, নিসিন্দা প্রভৃতি গাছড়ার পাতার ন্যায় ইহারও পাতার রসের নস্য এইরূপ পালাজ্বরে বিশেষ ফলপ্রদ হইতে দেখা যায়।

রোগী-বিবরণ—রক্তস্রাবী অর্শে ব্লুমিয়া

কালিদাসী নাম্নী ১২।১৩ বৎসরের একটি বালিকার রক্তস্রাবী অর্শ হয়। পায়খানায় বসিলে জ্বালা এবং টাটানি বেদনার সঙ্গে প্রচুর পরিমাণ উজ্জ্বল লালবর্ণের রক্তস্রাব হইত। এইভাবে সে প্রায় ৬ মাস ভোগে। অত্যন্ত গরীব বলিয়া সামান্য মুষ্টিযোগ ব্যতীত কোন ঔষধ ব্যবহার করিতে পারে নাই। কিন্তু মুষ্টিযোগে কোন ফল পাওয়া যায় নাই। কলিকাতা হইতে তাহাকে এক আউন্স ব্লুমিয়া θ আনাইয়া দিই এবং প্রত্যহ সকালে একবার করিয়া ৫ ফোঁটা মাত্রায় সেবন করিতে

বলি। দুই সপ্তাহ ব্যবহারে রক্তের পরিমাণ অনেক কমিয়া যায় এবং এক মাসে সে আরোগ্যলাভ করে।

রক্তাতিসার এবং আমরক্তে অতিরিক্ত রক্তস্রাব হইতে থাকিলে তাহাতে ব্লুমিয়া বিশেষ উপযোগী। এস্থলে ইহা মার্ক-কর, ইপিকাক, অ্যাটিস্টা র‍্যাডিক্স প্রভৃতি ঔষধের সমকক্ষ। ইপিকাক এবং অ্যাটিস্টায় নাভির চারিদিকে অসহ্য বেদনা থাকে, মার্ক-করে কুঁথুনি থাকে ; কিন্তু ব্লুমিয়ায় এ সকল উপসর্গ না থাকিলেও ইহা উপকারী হইয়া থাকে।

স্ত্রীলোকগণের রক্তপ্রদর, অতিরিক্ত রক্তস্রাব এবং গর্ভস্রাবে অত্যধিক রক্তপাতে ব্লুমিয়া ব্যবহৃত হয়। এ সকল স্থলে মূল অরিষ্ট, বা অতি নিম্নক্রম ২।৩ ফোঁটা মাত্রায় ব্যবহার্য।

ক্রম – θ, ২x, ৩x, ৩০।

শ্বেত পুনর্নবা

(Bœrhaavia Diffusa)

সাধারণ নাম—সংস্কৃত—পুনর্নবা, শোথঘ্নী ; বাংলা—পুনর্নবা ; হিন্দি—বেশকাপুর, গন্ধপর্ণা, ঠিকরী ; গুজরাতী—ভাখা-খাপারা, ঘেটুলী ; মারাঠী—পুননাভা, খাপ্‌পা ; তেলেগু—আত্তা-তামামিদী ; মালয়লম—তামিলামা, তালুতামা ; ইংরাজী—স্প্রেডিং হগ-উইড।

ইহা নিকৃটাজিনী (nyctagineae) জাতীয় উদ্ভিদ।

গাছ শুকাইয়া যাইয়া বর্ষাকালে পুনর্নবার* মূল হইতে শাখা নির্গত

---

* আয়ুর্বেদ মতে—কটুঃ কষায়ানুরসা সোষ্ণা তিক্তা তু দীপনী।
শোথানিলগরশ্লেষ্ম পাণ্ডুদর ব্রণপ্রণুৎ॥

হইয়া নূতনত্ব প্রাপ্ত হয় এবং গাছ না মরিয়া বারবার নূতনত্ব প্রাপ্ত হয় বলিয়া ইহার নাম পুনর্নবা হইয়াছে।

প্রাচীন আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থকারদের মত—

ধন্বন্তরী—রেচক এবং ঘর্মকারক; শোথ, নীরক্ততা, হৃদ্‌রোগ এবং উদরশূলে উপকারী। রক্ত পুনর্নবা অধিকতর তিক্ত এবং শোথ, রক্তস্রাব এবং পৈত্তিক গোলযোগে অধিকতর উপযোগী।

চরক—কুষ্ঠ এবং অন্যান্য চর্মরোগ, শোথ এবং কিডনীতে পাথরী। শোথে মূলের জাবের (paste) স্থানীয় প্রয়োগ হিতকর।

সুশ্রুত—শোথ, হাঁপানি, পাথরী।

চক্রদত্ত—সর্পাঘাতের মন্দফল (infections from snake-poisoning)।

বঙ্গসেন—চতুর্থ দিনে যে জ্বর আসে, তাহাতে উপকারী। বাত এবং শীতপিত্ত বা আমবাত (urticaria)।

ইউনানীয় এবং অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসকগণও ইহার উপরিলিখিত গুণ এবং প্রয়োগের বিষয় লিখিয়া গিয়াছেন।

লেফটেন্যান্ট কর্নেল আর এন চোপরা বলেন—"The diuretic effect was produced even when the abdominal fluid was not removed by preliminary tapping and the kidneys were working under a disadvantage"—অর্থাৎ উদরীর জল

শ্বেত পুনর্নবা কটু-তিক্ত-রস, কষায়ানুরস, উষ্ণবীর্য ও অগ্নিদীপক। ইহা শোথ, বায়ু, গরদোষ, কফ, পাণ্ডুরোগ, ব্রণ ও উদররোগ নাশক।

ইহার এক নাম শোথঘ্নী; ফলতঃ শোথের ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। শোথরোগে পুনর্নবা শাকের ঝোল এবং শাকভাজা রোগীর একটি শ্রেষ্ঠ পথ্যরূপে গণ্য হয়। "পুনর্নবারিষ্ট", পুনর্নবাবলে" ও "পুনর্নবাভারিষ্ট" আয়ুর্বেদ মতে শোথ এবং মূত্রকৃচ্ছ্রের বিখ্যাত ঔষধ।

পুনর্নবা তিন প্রকার—শ্বেত, রক্ত ও কৃষ্ণ। তিনেরই সাধারণ গুণ মূত্রকারক, মূত্রকৃচ্ছ্র-নাশক, সর্বপ্রকার শোথ এবং আভ্যন্তরিক প্রদাহনাশক।

ট্যাপ করিয়াও যখন নিঃশেষ করা সম্ভব হয় নাই এবং কিডনীর ক্রিয়াও স্বাভাবিক ভাবে চলে নাই, তখন ইহা মূত্র বৃদ্ধি করিয়া উপকার দেখাইয়াছে।

পুনর্নবা সর্প দংশনের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার মূলের রস রোগীকে খাওয়াইতে হয়। রোগীর সমস্ত শরীরে মর্দন এবং চক্ষুতে অঞ্জন দিতে হয়। ইহার মূল দষ্টস্থানে পুনঃপুনঃ ঘর্ষণ করিলেও উপকার আছে এবং বিষ নষ্ট হইল কি না ইহা দ্বারা জানিতে পারা যায়। যতক্ষণ শরীরে বিষ থাকিবে মূল কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিবে, তখন সেটি ফেলিয়া দিয়া আর একটি ঘষিতে হইবে, এইরূপ ঘষিতে ঘষিতে যখন দেখা যাইবে মূলে আর কালো রং ধরিতেছে না, তখন বুঝিতে হইবে বিষ নাই।

পুনর্নবা একটি উৎকৃষ্ট শোথঘ্ন শাক। ইহাকে ঔষধ এবং পথ্য দুইই বলা যায়। পুনর্নবার সবুজবর্ণ টাটকা রসে যথেষ্ট ভাইটামিন আছে বলিয়া প্রকাশ। সুতরাং বেরিবেরি রোগের ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ ও পথ্য। বহু পুর্বেই এই ঔষধটি হোমিওপ্যাথিক প্রণালী অনুসারে পরীক্ষিত হইয়াছে; কিন্তু দুঃখের বিষয়, পরীক্ষার বিস্তৃত বিবরণ কিছু পাওয়া যায় না।

সুপ্রসিদ্ধ ডাঃ বিহারীলাল ভাদুড়ী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র ডাঃ অঘোরচন্দ্র ভাদুড়ী ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার ৩ জন ছাত্রের সাহায্যে নিজে এই ঔষধ পরীক্ষা করেন। ইহার একটি বিবরণ ঐ সালের জুলাই এবং আগস্ট মাসের "ইণ্ডিয়ান হোমিওপ্যাথিক রিভিউ" পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল। সর্দি, কাশি, মাথাধরা—বিশেষতঃ hemicrania বা আধকপালে মাথাধরা, বাতবেদনা প্রভৃতি উপসর্গগুলি পরীক্ষায় পাওয়া গিয়াছিল। ডাঃ ভাদুড়ী কতকগুলি হেমিক্রেনিয়া রোগী এই ঔষধ দ্বারা আরোগ্য করেন।

ভেষজ লক্ষণ

ক্রমবর্ধনশীল শীর্ণতা এবং দ্রুত রক্তাল্পতা।

মাথাধরা, বিশেষতঃ অর্ধশিরঃশূল।

ন্যাবা ; চক্ষুর শুক্লমণ্ডল হরিদ্রাবর্ণের।

পাকস্থলীতে ঘিনঘিনে এবং গভীর বেদনাবোধ, উদরোর্ধ্বে (epigastrium) এবং বক্ষঃস্থলে ভারবোধ—সেজন্য নিশ্বাস বাধাপ্রাপ্ত হয়। স্ফীত উদর ; উদরী ; উদরে অস্বস্তিবোধ উদরে গলগল শব্দ, তৎপরেই উদরাময় দেখা দেয় ; কোষ্ঠবদ্ধও বর্তমান থাকিতে পারে।

দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত হ্রস্ব এবং অতৃপ্তিকর শ্বাসকার্য। সর্দি কাশি ; মূত্রকৃচ্ছ্রতা ; প্রস্রাব রুদ্ধ, পরিমাণে অল্প—অথবা ফোঁটা ফোঁটা হয় ; মল জলবৎ, অতৃপ্তিকর, অল্প পরিমাণ। হৃদ্‌স্পন্দন, রোগী নিশ্বাসের জন্য হাঁকপাঁক করে। পরিশ্রমে কষ্ট হয়, শ্বাসরোধ হইয়া আসে। পদদ্বয় স্ফীত এবং উহা অত্যন্ত ভারি বোধ হয়। জানুপ্রদাহ, নিম্নপ্রত্যঙ্গে মাঝে মাঝে বেদনা হয়—সেজন্য রোগী দাঁড়াইতে পারে না।

রাত্রিতে এবং ঠাণ্ডা হাওয়ায় বৃদ্ধি ; প্রতি বৎসর বর্ষাকালে বেরিবেরির প্রকোপ।

* * * *

যাবতীয় শোথরোগে, বিশেষতঃ বেরিবেরি রোগে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঈগল ফোলিয়া ঔষধের সহিত ইহার তুলনা করা যাইতে পারে।

রোগী-বিবরণ—বেরিবেরি রোগে বোরাভিয়া ডিফিউজা

শ্রী........বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী, বয়স ৩০ বৎসর। ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দে গ্রামে আরও কয়েকটি রোগীর সঙ্গে ইনিও বেরিবেরিতে আক্রান্ত হন। ঐ সঙ্গে হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতা, হৃদ্স্পন্দন প্রভৃতি উপসর্গ ছিল। সংসারের কাজকর্মের জন্য সামান্য চলাফেরা করিলেই বুক ধড়ফড় করিত, শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হইত। দুইটি পায়েরই পাতা ফুলিয়াছিল, প্রস্রাব অনেক কমিয়া গিয়াছিল এবং উহার রং গাঢ় লালবর্ণের হইয়াছিল। সামান্য সঞ্চালনে রোগিনী অতীব কষ্ট বোধ করিতেন। পুনর্নবা মূল অরিষ্ট, ৫ ফোঁটা মাত্রায় প্রত্যহ একবার করিয়া দিলে (মাঝে মাঝে বন্ধ দিয়া—with occasional stoppages) দুই মাসে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হন।

ক্রম—ইহার মূল অরিষ্ট, বা ২x পাঁচ হইতে দশ ফোঁটা মাত্রায় প্রথমে ব্যবহার করা উচিত।

রক্ত পুনর্নবা

(Bœrhaavia Repens)

পূর্ব প্রবন্ধে আমরা সাধারণ পুনর্নবা বা শ্বেত পুনর্নবা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু রক্ত পুনর্নবা সাধারণ পুনর্নবার ন্যায় সুলভ না হইলেও শোথ প্রভৃতি রোগে অধিকতর ফলপ্রদ এবং শোথে পথ্যরূপে এই পুনর্নবাই অনেকে ব্যবহার করিয়া থাকেন।

শ্বেত পুনর্নবার ন্যায় ইহাও শোথ, বেরিবেরি, বাতবেদনা, অর্ধ শিরঃশূল প্রভৃতি রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার মাত্রাও শ্বেত পুনর্নবার ন্যায়।

নাটা

(Cæsalpinia Bonducella or Quinia Indica)

সাধারণ নাম—সংস্কৃত—নাটাকরঞ্জ, পুতিকরঞ্জ ; বাংলা—নাটা ; হিন্দি—কাটাকলিজা, সাগরঘোটা, কালকরঞ্জ ; তেলেগু—গচকারী, বলাখি ; মারাঠী—গজাগো ; গুজরাতী—কাকাচিরা, গৈগা ; ইংরাজী—বণ্ডুকসিড, মলাক্কা বিন, ফিভার নাট।

ইহা লেগুমিনোসী (leguminoceæ) জাতীয় উদ্ভিদ।

নাটা আমাদের দেশে বহুকাল পুর্ব হইতেই জরঘ্ন ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। পল্লীবাসীদের মধ্যে অনেকে নাটার শাঁস চূর্ণ এবং গোলমরিচ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া জরে ব্যবহার করিয়া থাকেন।

প্রাচীন কালের আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থকারদের মত—

চরক—কুষ্ঠ, অর্শ, বিসর্প এবং পুরাতন জরে ব্যবহৃত হয়।

সুশ্রুত—বিষাক্ত ফোড়া, কার্বাঙ্কল, পাঁচড়া, কুষ্ঠ, কৃমি, পায়ের গোদ, উদরশূল, রক্তবমন ইত্যাদিতে উপকারী।

বাগ্‌ভট্ট—গ্ল্যাণ্ডের বিসর্পরোগে (erysipelas of the glands) অত্যন্ত উপকারী ঔষধ।

চক্রদত্ত—চক্ষুরোগ এবং বসন্তের প্রথম অবস্থায় ব্যবহৃত হয়। শিকড়ের ছাল, পাকা ফোড়ায় ব্যবহারে ফোড়া ফাটিয়া যায়।

বঙ্গসেন—কাশিসহ বসন্তরোগে এবং শোথ, অজীর্ণ, পিত্তপ্রকোপ ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়।

লেফটেনাণ্ট কর্নেল আর এন চোপরা, ডাইমক, আর এন খোরী প্রভৃতি বোটানিস্টগণও ইহার উপকারিতা এবং প্রয়োগ সম্বন্ধে যথেষ্ট লিখিয়া গিয়াছেন। ডাঃ ওয়াটস (Watts), তাঁহার *Dictionary of the Economic Products of India* পুস্তকে লিখিয়াছেন :—

"The seeds of the plant are very good for chronic fevers. In the opinion of some medical men, powdered seeds mixed with tobacco are found to be highly efficacious in curing colicky pains"—অর্থাৎ ইহার বীজ পুরাতন জ্বরে বিশেষ উপকারী। কোন কোন চিকিৎসকের মতে, বীজচূর্ণ, তামাকের সহিত মিশাইয়া, শূলবেদনায় প্রয়োগে বিশেষ উপকার হইতে দেখা গিয়াছে।

গৌরীপুরের ডাঃ শ্রীযুত কালীকুমার ভট্টাচার্য মহাশয় ইহার প্রথম প্রুভিং বা সুস্থ শরীরে পরীক্ষা করেন বলিয়া জানা যায়*। তিনিই ইহার নাম কুইনিয়া ইণ্ডিকা রাখেন এবং হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক সমাজে ইহা সেই নামেই পরিচিত হইয়া আছে। ইহার প্রকৃত বৈজ্ঞানিক নাম সিসালপিনিয়া বণ্ডুসেলা।

ভেষজ লক্ষণ

উদ্যমহীনতা এবং মানসিক অবসাদ।

জ্বরের সময়ে মস্তকের উভয় রগে (temples) বেদনা উপস্থিত হয়—টিপিয়া ধরিলে, অথবা কিছু দিয়া বাঁধিয়া রাখিলে আরাম বোধ হয় (বেলেডোনাতেও এই প্রকারের মাথাধরা আছে এবং কাপড় ইত্যাদি দিয়া শক্ত করিয়া বাঁধিলে বা টিপিলে উপশম হয় ; কিন্তু বেলেডোনার রোগীর মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চয় এবং মুখমণ্ডল, চক্ষু ইত্যাদি রক্তবর্ণের হয়)।

জ্বর আসিবার পূর্ব হইতে জ্বরের ভোগকাল পর্যন্ত চক্ষু

* 'হ্যানিম্যান' মাসিক পত্রিকা, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা।

দুইটি যেন পুড়িয়া ছাই হয়, এই প্রকারের জ্বালা ; ঠাণ্ডা জল লাগাইলে ভাল বোধ হয় (রাস টক্স, সালফার, রোহিতক, কালমেঘ প্রভৃতি ঔষধেও জ্বালা আছে)। জ্বরকালে নাসিকা হইতেও গরম শ্বাস বাহির হয়।

জ্বরের উষ্ণাবস্থায় পিপাসা, ঠাণ্ডা জল পান করিতে ইচ্ছা হয়।

জিহ্বার উপর সামান্য শাদা লেপ, জিহ্বা ফ্যাকাশে—যেন রক্তশূন্য।

জিহ্বা সিক্ত হইলেও প্রবল পিপাসা (মার্ক-সলের ন্যায় ; কিন্তু পালসেটিলায় জিহ্বা ও মুখ শুষ্ক, অথচ পিপাসা নাই।)

যকৃৎ নীচের দিকে বর্দ্ধিত। জ্বরের পূর্বে সামান্য ব্যথা এবং একটা অস্বস্তি অনুভব।

রোগীর তরল দ্রব্য পানে আদৌ ইচ্ছা নাই, ভাত প্রভৃতি শক্ত দ্রব্য আহারে অভিরুচি। পাঁঠার মাংস খাইবার প্রবল ইচ্ছা। স্নানে অপ্রবৃত্তি।

শুষ্ক ময়লা কালচে রংয়ের চর্ম, চর্মে মশকদংশনের ন্যায় উদ্ভেদ, আপনা হইতেই উহা মিলাইয়া যায়।

* * * * *

একমাত্র ম্যালেরিয়া জরেই কুইনিয়া ইণ্ডিকার ব্যবহার অধিক পরিমাণে দেখা যাইতেছে।

জরের সময়ের স্থিরতা নাই। সকালে শীত ও কম্প দিয়াও জর আসিতে পারে, আবার বৈকালে অল্প শীতের সহিতও জর আসে।

সাধারণতঃ জ্বরের সময় সকাল ৮ হইতে ১০টা এবং বৈকাল ২টা হইতে ৪টা। অপরাহ্ণের জ্বরে প্রায়ই পিপাসা থাকে না, কিন্তু সকালের জ্বরে উষ্ণাবস্থায় পিপাসা দেখা যায়। ইহা হইল সবিরাম জ্বর। কিন্তু যে জ্বর সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ হয় না—অথচ ম্যালেরিয়া প্রকৃতির, তাহারও স্বল্পবিরামাবস্থায় নিম্নক্রমের কুইনিয়া ইণ্ডিকা প্রয়োগে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। এস্থলে ইহা চায়না এবং চিনিনাম সালফের তুল্য। সবিরাম জ্বরে, জ্বর ৫।৬ ঘণ্টার বেশী থাকে না। ঘর্মাবস্থা অল্প সময় স্থায়ী হয় এবং মুখমণ্ডল, বক্ষঃস্থল, কণ্ঠ, স্কন্ধদেশ প্রভৃতি স্থানে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম দেখা যায়। জ্বর ত্যাগের পরে রোগী দুর্বলতা বোধ করে—কার্য করিবার ইচ্ছা দূরের কথা, কথা বলিতেও ইচ্ছা হয় না। রোগী সর্বদা চোখ বুজিয়া পড়িয়া থাকিতে চাহে।

বর্ধিত শক্ত প্লীহা, তাহাতে কখনও কখনও বেদনা হয়। যকৃৎও নিম্নদিকে বাড়িয়া যায় এবং জ্বর আসার পুর্বে কখনও কখনও তাহাতেও বেদনা হয়।

ক্রম—২x, ৩x, ৬x, ১২, ৩০ সর্বদা ব্যবহৃত হয়।

রোগী-বিবরণ—জ্বরে কুইনিয়া ইণ্ডিকা

(ক) পঞ্চরাম চর্মকার, বয়স ৩৫। ১০।১২ দিন ধরিয়া প্রত্যহ বৈকালে নিয়মিতভাবে জ্বর আসিতেছে। বৈকালে আসিয়া সমস্ত রাত্রি ভোগের পর সকালে ছাড়িয়া যায়।

৫ই নভেম্বর, ১৯৩১—রোগী দেখিলাম, জ্বরের সময়ে হাত পা অল্প চিবায়, চোখ জালা করে, মাত্র দুই একবার জল খায়। কোষ্ঠবদ্ধতা, বাহ্যে হয় না; অল্প শীত করিয়া জ্বর আসে, দাহ হয়; জ্বর ১০২°।১০৩° পর্যন্ত উঠে। ঘর্ম না হইয়াই সকালে জ্বর ছাড়িয়া যায়। রাস টক্স ৩০ দুই দিন প্রয়োগ করিয়াও কোন ফল পাই নাই।

৭ই নভেম্বর—কুইনিয়া ইণ্ডিকা ৩x, জ্বর আসার পুর্বে ৩ মাত্রা দেওয়া হয়। ফলে অল্প জ্বর হয়।

৮ই নভেম্বর—অদ্য আরও ৩ মাত্রা দিলে আর জ্বর আসে নাই এবং ঔষধের আর প্রয়োজন হয় নাই।

(খ) ভাস্কর, বয়স ৭ বৎসর। পাতলা ছিপছিপে চেহারা, অত্যন্ত ক্রমি ধাতুগ্রস্ত। ১৩৩২ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে একদিন বেলা ১০টার সময়ে কম্প দিয়া জ্বর আসে, প্রবল মাথাধরা এবং পিপাসা ছিল; একজন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক তাঁহাকে বেলেডোনা এবং সিনা দেন। জ্বর বিচ্ছেদ হইয়া পরদিন রোগী ভাল থাকে; কিন্তু তৃতীয় দিনে একই সময়ে পুনরায় জ্বর আসে ও পুর্ব লক্ষণ সকলই প্রকাশ পায়। জ্বরের সময়ে যাইয়া দেখিলাম, রোগী একই সময়ে মাথাধরা এবং পেটবেদনা দুইটি উপসর্গের জন্য চিৎকার করিতেছে। তখনই সিনা ৩০ এক মাত্রা দেওয়া হয়; ইহাতেই পেটবেদনার শান্তি হয়, আর কোন ঔষধ তখন দিই নাই। বৈকালে জ্বর বিচ্ছেদ হইয়া গেলে, নেট্রাম মিউর ৩০ এক ফোঁটায় দুই মাত্রা করিয়া তখনই এক মাত্রা এবং পরদিন সকালে আর এক মাত্রা দেওয়া হয়। পরবর্তী পালায় জ্বর আসে নাই; কিন্তু দুই দিন পরে তাহার পুনরায় জ্বর হয় সন্ধ্যাকালে। শীত সামান্য, মাথাধরা এবং কেবলমাত্র দাহের সময় দুই এক বারের জন্য পিপাসা, অন্য কোন উপসর্গ ছিল না। পরদিন সকালে কুইনিয়া ইণ্ডিকা ৩x তিন মাত্রা দেওয়া হইলে, এই দিন জ্বর সামান্য হয়।

তৎপরদিন জ্বরের পুর্বে আর তিন মাত্রা কুইনিয়া ইণ্ডিকা প্রয়োগ করায় আর জ্বর হয় নাই।

(গ) ধীরেন্দ্র পুণ্ডরীক, বয়স ১০ বৎসর। অনেকদিন পর্যন্ত রেমিটেন্ট জ্বরে ভুগিয়া জ্বর বিচ্ছেদ হইলে কুইনাইন সেবন করিয়া জ্বর বন্ধ করে। অন্নপথ্য করায় ৭।৮ দিন পরে পুনরায় জ্বর প্রকাশ পায়;

কিন্তু জ্বরের প্রকৃতি বা লক্ষণ কিছুই সে ঠিক করিয়া বলিতে পারিল না। এরূপ ক্ষেত্রে তাহাকে কি ঔষধ দেওয়া উচিত বুঝিতে না পারিয়া কুইনিয়া ইণ্ডিকারই শরণ লইলাম এবং উহার ৬x, দুই দিনে ৬ মাত্রা দিলে জ্বর বন্ধ হইয়া যায় ও সেই হইতেই জ্বরের আর পুনরাক্রমণ হয় নাই।

চিরতা

(Gentiana Chirata)

সাধারণ নাম—সংস্কৃত—কিরাততিক্ত, অনার্যতিক্ত, কটুকী; বাংলা—চিরতা; হিন্দি—নীলকান্ত, কমলাফুল; কাশ্মীর—কিরৈতা, বম্বে—পাষাণভেদ; গুজরাতী—কাদুচিরৈতা; মারাঠী—কিরায়েত; তেলেগু—নেলাভেমু; মালয়লম—চিরতা; তামিল—নিলাভিখু; ইংরাজী—চিরেট্টা, হিমালয়ান বা ইণ্ডিয়ান জেনসিয়ান।

ইহা জেনসিয়ানেসী (gentianaceæ) জাতীয় উদ্ভিদ।

চিরতা* যেমন একটি পিত্তদোষ নিবারক জ্বরঘ্ন ঔষধ তেমনি কৃমিবিনাশে এবং তজ্জনিত উপসর্গেও বিশেষ ফলপ্রদ হইয়া থাকে।

---

* আয়ুর্বেদ মতে—

কিরাতঃ সারকো রুক্ষঃ শীতলাস্তিক্তকো লঘু।
সান্নিপাতজ্বর শ্বাস—কফপিত্তাস্রদাহনুৎ।
কাস শোথ তৃষা কুষ্ঠ—জ্বরব্রণক্রিমিপ্রনুৎ॥

অর্থাৎ—চিরতা, সারক, রুক্ষ, শীতল, তিক্তরস ও লঘু এবং ইহা সান্নিপাতজ্বর, শ্বাস, কফ, পিত্ত, রক্তদুষ্টি, দাহ, কাশ, শোথ, পিপাসা, কুষ্ঠ, জ্বর, ব্রণ ও কৃমি নাশক।

ইহা একটি বিখ্যাত জ্বরঘ্ন ঔষধ। বহুবিধ জ্বরঘ্ন পাঁচনের সহিত ইহা সর্বদা ব্যবহৃত হয়। চিরতার জলেও অনেক পুরাতন জ্বর আরোগ্য হইতে দেখা যায়।

সবিরাম জ্বর, পৈত্তিক অজীর্ণরোগ, অম্লরোগ, যকৃতের ক্রিয়াগত গোলযোগে ইহার বিশেষ উপযোগিতা দেখা যায়, মুষ্টিযোগ হিসাবে ইহার বহু ব্যবহার আছে।

চিরতার ক্বাথ মধু সহ খাইলে চুলকনার উপকার হয়। যকৃতেও চিরতার ক্বাথ উপকারী। প্রাতঃকালে খালি পেটে এক ছটাক চিরতা ভিজানো জল মিছরি দিয়া খাইলে উদরস্থ চেটো কৃমি দমিত হয়, কুষ্ঠ ব্যাধিও অল্প পরিমাণ চিরতা মিছরির জলসহ মাসাবধিকাল সেবনের বিধান আছে। রক্তদুষ্টিতে প্রত্যহ প্রাতে চিরতার জল এক ছটাক ও মিছরির জল আধ পোয়া একত্রে মিশাইয়া কিছুদিন ব্যবহার করিলে রক্ত পরিষ্কার হইয়া দেহের কান্তি বৃদ্ধি হয়।

পিত্তের আধিক্যের জন্য চোখ, মুখ এবং হাত পায়ের জালা এবং বমনেচ্ছা এসেন্স অব চিরতা সেবনে দূর হয়। ইহাতে চর্মরোগেরও উপকার হইয়া থাকে। আসাম গৌরীপুরের ডাক্তার শ্রীযুক্ত কালীকুমার ভট্টাচার্য মহাশয় সুস্থ শরীরে ইহার পরীক্ষা করেন।*

আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকগণ, ইহা নানাবিধ জ্বরে—ম্যালেরিয়া, সবিরাম এবং স্বল্পবিরাম—পিত্তাধিক্যে, রক্তদুষ্টিতে, শ্বাসরোগে এবং উদরী, কুষ্ঠ, স্ফোটক ও কৃমিরোগে ব্যবহার করিয়া থাকেন।

হারীত—গর্ভিণীদের বমনে ইহার উপযোগিতা স্বীকার করেন।

চরক—রক্তবমনে এবং উদরীতে ইহার ব্যবহার অনুমোদন করিয়াছেন।

অ্যালোপ্যাথিক হাসপাতালসমূহেও ইহা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইউনানী চিকিৎসাতেও ইহার যথেষ্ট প্রয়োগ আছে।

---

* হ্যানিম্যান পত্রিকা, ফাল্গুন, ১৩৩২।

ভেষজ লক্ষণ

অত্যন্ত উৎসাহশূন্য মন, অলসতা, সর্বদা শুইয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়, মস্তকে—সর্বপ্রথমে দুই রগে, পরে সর্বাঙ্গে বেদনা অনুভূত হয়, মস্তিষ্কে শীতানুভব।

চক্ষুতে ভয়ঙ্কর জ্বালা, নাসিকা হইতে উত্তাপের ঝলক বাহির হইতে থাকে। কর্ণমধ্যে শোঁশোঁ, গুনগুন শব্দ হয়।

প্রাতঃকালে মুখ বিস্বাদ লাগে এবং উহা হইতে দুর্গন্ধ বাহির হয়। জিহ্বা ভারী বোধ হয়, কথা বলিতে যেন জড়াইয়া আসে।

উহার মধ্যভাগে পুরু পীতাভ ক্লেদ।

ফুসফুসের বায়ুনলীভুজে শুষ্ক শ্লেষ্মা, সেজন্য হ্রস্ব কাশি উৎপন্ন হয়। জ্বরের সময় ঘন ঘন নিশ্বাস লইতে ইচ্ছা করে।

প্লীহা এবং যকৃতে বেদনা এবং উভয়ই বর্ধিত। উদরে বায়ুসঞ্চয়।

কিডনীতে—বিশেষতঃ ডান দিকের, চিনচিনে ব্যথা। মূত্রত্যাগকালে জ্বালা এবং উহা ঘোর লালবর্ণের।

পুংজননেন্দ্রিয়ের শিথিলতা, অল্প অল্প শুক্রক্ষরণ।

হাতে পায়ে চিবান ব্যথা। পদদ্বয়ের অতি দুর্বলতা, হাঁটিতে কষ্ট হয়।

তিক্ত দ্রব্য, লুচি এবং মাংস খাইবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা।

* * * * *

হোমিওপ্যাথিক মতে পরীক্ষা করিয়াও দেখা গিয়াছে যে, চিরতা নূতন ও পুরাতন উভয়বিধ ম্যালেরিয়া জ্বরে একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। চিরতাজ্ঞাপক জ্বর সকালে, বিকালে যে কোন সময় আসিতে পারে। সাধারণতঃ পূর্বাহ্নে প্রবল জ্বর শীত করিয়া আসে; কিন্তু ঘুষঘুষে প্রকৃতির জ্বর অপরাহ্ণ ২টা হইতে ৪টার মধ্যে আসে।

সকালবেলার জ্বরে শীতাবস্থা অনেকক্ষণ স্থায়ী হয়। পিপাসা প্রবল নহে, গরম জল পানের ইচ্ছা হয়। উষ্ণাবস্থা ৩।৪ ঘণ্টা থাকে, এসময়েও সামান্য পিপাসা দেখা যায়। উষ্ণাবস্থা আরম্ভ হইবার পুর্বে গা-বমি-বমি করে এবং পিত্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা বমি হয়।

এই জ্বরের আর একটি বিশেষত্ব হইতেছে যে, জ্বর আসিবার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু ভয়ানক জ্বালা করে—পুড়িয়া যাইবার মত এবং জ্বর ছাড়িয়া না যাওয়া পর্যন্ত সে জ্বালা থাকে। রাস টক্সে আছে জ্বর আসিবার পূর্বে চক্ষুতে জ্বালা। কুইনিয়া ইণ্ডিকায় চিরতার ন্যায় জ্বর ভোগ কাল পর্যন্ত জ্বালা আছে। কালমেঘে চোখ মুখ হাত পা সমস্ত জ্বালা করে। প্রথমে কপালের দুই রগে (temple) বেদনা হয়, পরে সমস্ত মাথাই ঝিমঝিম করে।

নাক দিয়া উত্তাপের ঝলক বাহির হইতে থাকে।

রোগীর তিক্ত খাইতে ইচ্ছা হয়, লুচি ও মাংস খাইবার ইচ্ছাও প্রবল।

রোগী অত্যন্ত দুর্বল, বিশেষতঃ পদদ্বয়—হাঁটিতে যেন উহা ভাঙ্গিয়া পড়ে। আঙ্গুলগুলিতে ঝিঁঝিঁ লাগে। পায়ে চিবান ব্যথা, টিপিলে আরাম বোধ হয়। মানসিক লক্ষণেও দেখা যায়—রোগী ঘোর অলস এবং উৎসাহশূন্য, সর্বদা শুইয়া থাকিতে চাহে।

ক্রম—ইহার θ, ২x ক্রম স্থূল মাত্রায় ব্যবহৃত হয়।

আকন্দ

(Calotropis Gigantea)

সাধারণ নাম—সংস্কৃত—অর্ক, মান্দার ; বাংলা—আকন্দ ; হিন্দি—মাদার ; পারস্য—খর্ক ; তেলেগু—একৃকি, জেল্লেডু, আর্কামু ; গুজরাতী—একাডো ; মারাঠী—আক্‌দা, রুবী ; তামিল—বাদাবাদাম, এরুক্কু ; মালয়লম—এরিক্কা ; ইংরাজী—মুদার, জ্যায়গ্যান্টিক সোয়ালোরুট।

ইহা অ্যাসক্লিপিয়াডী (asclepiadeæ) জাতীয় উদ্ভিদ।

আকন্দ* দুই প্রকার, শ্বেত ও রক্ত ; ঔষধার্থে উভয়ই ব্যবহৃত হয় এবং উভয়ের ক্রিয়া প্রায় একরূপ।

ইহা বহুদিন পূর্বেই হোমিওপ্যাথি মতে সুস্থ শরীরে পরীক্ষিত হইয়াছে। ডাবলিন নগরের ডাঃ ই বি ইভাটস (E. B. Ivatts) ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে প্রথমে নিজ শরীরে পরীক্ষা করিয়া উহার ফল 'হোমিওপ্যাথিক ওয়ার্লড' (Homœopathic World) নামক

---

* আয়ুর্বেদ মতে শ্বেত ও রক্ত উভয় প্রকার আকন্দ—

অর্কদ্বয়ং সরং বাতকুষ্ঠ কণ্ডুবিষ ব্রণান্।
নহন্তি প্লীহগুল্মার্শঃ শ্লেষ্মোদর যকৃৎ কৃমীন্॥
অলর্ক কুসুমং বৃষ্যং লঘুদীপনপাচনম্।
অরোচক প্রসেকার্শঃ—কাস-শ্বাস-নিবারণম্॥
রক্তার্ক পুষ্পং মধুরং সতিক্তং
কুষ্ঠ কৃমিঘ্নং কফনাশনঞ্চ।
অর্শো বিষং হন্তি চ রক্তপিত্তং
সংগ্রাহিগুল্মে শ্বয়থৌ হিতঃ তৎ॥

অর্থাৎ উভয়বিধ আকন্দই সারক এবং বায়ু, কুষ্ঠ, কণ্ডুবিষ, ব্রণ, প্লীহা, গুল্ম, অর্শ, কফ, যকৃৎ, উদর-কৃমিনাশক। শ্বেত আকন্দপুষ্প শুক্রজনক, লঘু, অগ্নির দীপক, পাচক এবং ইহা অরুচি, কফাদিস্রাব, অর্শ, কাশ এবং শ্বাস নিবারক। রক্ত আকন্দপুষ্প মধুর-তিক্ত-রস ও ধারক এবং ইহা কুষ্ঠ, কৃমি, কফ, অর্শ, বিষদোষ এবং রক্তপিত্তনাশক, গুল্ম ও শোথের হিতকর।

মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ করেন। আমেরিকান ফার্মাকোপিয়ায় উহা গৃহীত হইয়াছে।

আয়ুর্বেদ, অ্যালোপ্যাথি ও মুষ্টিযোগ হিসাবে ইহার বহু প্রয়োগ দেখা যায়।

মহাভারতের উপাখ্যানে দেখা যায়, অবন্তি নগরের সন্দীপনের শিষ্য উদ্দালক ক্ষুধায় কাতর হইয়া আকন্দের কচি পাতা খাইতেন। তাহাতে তাঁহার দেহ শীর্ণ হয় এবং চক্ষু অন্ধ হইয়া যায়। পরীক্ষা এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও ইহা দেহের শীর্ণতা এবং চক্ষুরোগ নিবারক প্রমাণিত হইয়াছে।

আকন্দ—জ্বর, হাতে পায়ে বেদনা, কুষ্ঠরোগ, বৃক বা লুপাস (lupus) নামক চর্মরোগ, উপদংশ, ক্ষয়জনিত রোগ প্রভৃতিতে সর্বদা ব্যবহৃত হয়। হৃৎপিণ্ডের উপর ইহার বিশেষ ক্রিয়া লক্ষিত হয়, এস্থলে ইহাকে ডিজিট্যালিসের সহিত তুলনা করা হইয়া থাকে। উপদংশে ইহার বিস্তৃত ব্যবহার আছে বলিয়া ইহাকে ভেজিটেবল মার্কারী বলে। রক্তামাশয়, উদরাময়, পুরাতন বাতরোগ এবং সবিরাম জ্বরেও ইহার ব্যবহার আছে। মস্তকে দদ্রুরোগ, নালী-ক্ষত, ভগন্দর এবং অর্শে ইহার দুগ্ধবৎ আঠা, উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মুখমণ্ডলের ক্ষতরোগে (aphthæ) মধুযোগে ইহার আঠার বাহ্যপ্রয়োগে আশ্চর্য ফল পাওয়া যায়। পোকায় খাওয়া দাঁতের গর্তে ইহার আঠা তুলা দিয়া প্রয়োগে অসহ্য দন্তশূলও অতি সত্বর নিবারিত হয় বলিয়া কথিত আছে। সবিরাম জ্বরের বিচ্ছেদ সময়ে ইহার পাতার রস এক হইতে পাঁচ ফোঁটা মাত্রায় প্রয়োগ করিলে জ্বর বন্ধ হয় এবং ইহা কুইনাইন অপেক্ষাও অধিক ফলপ্রদ বলিয়া অনেকে মনে করেন। শুষ্কপত্র চূর্ণের বাহ্য-প্রয়োগ নানাবিধ ক্ষত, একজিমা এবং অন্যান্য চর্মরোগেও বিশেষ উপযোগী।

শাদা আকন্দের পাতায় সরিষার তৈল মাখাইয়া সেই পাতা আগুনে সেঁকিয়া শূলবেদনা স্থানে বাঁধিয়া রাখিলে উপকার হয়, শাদা আকন্দের পাতা গেঁটে বাতে বাঁধিয়া রাখিলেও বেদনার শান্তি হয়, কুষ্ঠ বা অন্য দূষিত ক্ষতে পোকা জন্মিলে আকন্দের আঠা প্রয়োগে পোকা মরিয়া যায় এবং ক্ষতও নিরাময় হয়, শোথ রোগেও শাদা আকন্দের পাতা বাঁধিয়া রাখিবার বিধি আছে, লাল আকন্দের ফুলের ক্বাথ অর্শরোগে উপকারী।

প্রাচীন আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থকারদের মত—

চরক—বমনেচ্ছা এবং বমন, অর্শ, কার্বাঙ্কল এবং স্ফোটক।

সুশ্রুত—কুষ্ঠক্ষতে পোকা হইলে, ইহা প্রয়োগে মরিয়া যায়। কর্ণশূল, শ্বাসরোগ এবং কুকুরের দংশনে উপকারী।

বাগ্ভট্ট—দন্তশূলে উপযোগী বলিয়া বিধি দেন।

চক্রদত্ত—গোদরোগ, কোরন্দ এবং কীট দংশনে উপকারী বলেন।

বঙ্গসেন—বাতরোগ, মুখে কালদাগ এবং চক্ষুরোগে ব্যবহারের কথা বলেন।

ভেষজ লক্ষণ

ক্লান্ত, বিষণ্ণ মন এবং স্মরণশক্তির হ্রাস। জ্বরকালে প্রলাপ, মাথাঘোরা, বেলা ১১টা হইতে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত মাথার পিছন দিকে ঘিনঘিনে বেদনা—সন্ধ্যাকালে তীব্র হয়। রক্তসঞ্চয়-জনিত মাথাঘোরা, চোখ মুখ দিয়া উত্তাপ বাহির হয়।

রাত্র্যন্ধতা বা রাতকানা। 'চক্ষুর কর্নিয়াতে দাগ এবং অস্বচ্ছতা, চোখের ছানির সঙ্গে মাথাধরা, আলোকাতঙ্ক।

জ্বরের সঙ্গে মুখমণ্ডল এবং নাসিকা আগুনের ন্যায় জ্বলিয়া যায়।

জিহ্বা ফাটা, মাঢ়ীতে ক্ষত এবং মুখে দুর্গন্ধ, গলমধ্যে প্রদাহ। পাকস্থলীতে উত্তাপবোধ ; ক্রমাগত উদ্গার উঠে; বমনোদ্বেগের সঙ্গে মাথাঘোরা।

রক্তমূত্রের সঙ্গে তলপেটে বেদনা ; পুনঃপুনঃ মূত্রত্যাগ, রক্তবর্ণ মূত্র।

বুকে বেদনা, যেন কেহ ছুরিকা দ্বারা আঘাত করিতেছে। পুঁজযুক্ত গয়ার। হ্রস্ব শ্বাস সহ বুকে চাপবোধ। অবসন্নতা। শ্লেষ্মা নির্গমন করাইতে ইহা বিশেষ উপযোগী, এস্থলে ইহা অ্যান্টিম-টার্টের তুল্য। অ্যান্টিম-টার্টেও অবসন্নতা বিদ্যমান।

মেরুদণ্ড বাহিয়া পুনঃপুনঃ শীত যেন উপরে উঠে, মেরুদণ্ডে বেদনা, ঘাড়ে বেদনা।

হাতের আঙ্গুলে ও নখের ধারে কুষ্ঠ এবং ক্ষত, হাতের চামড়া কর্কশ এবং ফাটা, পায়েও ঠিক ঐ প্রকার কুষ্ঠ এবং ক্ষত।

অস্থির নিদ্রা, বিছানায় শুইয়া অনবরত এপাশ ওপাশ করে।

উপদংশ হেতু নানাপ্রকার চর্মরোগ এবং চর্মে নানাপ্রকার উদ্ভেদ। কুষ্ঠ এবং অন্যান্য ক্ষত, পচনশীল প্রদাহ, রক্তবর্ণের ক্ষতচিহ্নযুক্ত হার্পিস নামক চর্মরোগ, হাঁটুর নীচে syphilitic nodes বা উপদংশজ গুটিকা।

* * * * *

যে সকল ক্ষত আরোগ্য হইতে অযথা সময় লাগে, তাহাতে আকন্দ উপযোগী। চর্মের নানাপ্রকার ক্ষতে, লুপাস নামক চর্মরোগে

(ইহা একপ্রকার যক্ষ্মা জীবাণু ঘটিত চর্মরোগ) এবং চর্মের নানাপ্রকার বিবর্ণতা দূর করিতে ইহা বিশেষ কার্যকরী। কুষ্ঠরোগেও ইহা ফলপ্রদ। উপদংশের দ্বিতীয় অবস্থায় রক্তহীনতা বিদ্যমানে যেখানে মার্কুরিয়াস ব্যবহার করা সঙ্গত হয় না, তথায় আকন্দের মূল ঔষধ ব্যবহারে বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে। পারদের বিষদোষ নষ্ট করিতে এবং পচনশীল ক্ষত, জ্বালা এবং উপদংশজ সূচিবেধ বেদনা নিবারণ করিতে ইহা ব্যবহৃত হয়।

উপর পেটে এক প্রকার উত্তাপ অনুভব—আকন্দের অন্যতম বিশেষ প্রয়োগ লক্ষণ। পেটে এবং অন্ত্রপথে তীব্র জ্বালা—ইহার আর একটি বিশেষ লক্ষণ। আইরিস এবং আর্সেনিক এই দুইটি ঔষধে যেরূপ জ্বালা আছে, আকন্দেও তাই। আইরিস ও আর্সেনিকে ভেদবমন বর্তমান থাকে এবং অস্থিরতা, পিপাসা প্রভৃতি ইহার বিশিষ্ট লক্ষণ প্রায়ই কলেরায় বা উৎকট উদরাময়ে দেখা যায়। আকন্দও কলেরায় ব্যবহৃত হইতে পারে—তবে ভেদবমন বন্ধ হইয়া যখন অসম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয় এবং সেই সঙ্গে চক্ষু লাল, অসংলগ্ন প্রলাপ, কিছু গিলিতে কষ্টবোধ, পেটে অসহ্য জ্বালা এবং মূর্ছা লক্ষণ বর্তমান থাকে। আর্সেনিকে অস্থিরতা, আকন্দে অবসাদ। মূত্রবিকার, বা কলেরার পরবর্তী সান্নিপাতিক বিকারেও ইহা বিশেষ উপযোগী হইতে পারে।

জ্বরে ইহার প্রয়োগ আছে। শীতপ্রধান জ্বর—শীত পাদদেশ হইতে পৃষ্ঠ বাহিয়া উপরে উঠে। আগুনের নিকট থাকিয়া পুনরায় বিছানায় যাইলেই শীত বাড়ে। সঞ্চালনে শীত বাড়ে। শরীর ঠাণ্ডা, কিন্তু মাথা ও কপাল গরম। গাল দুইখানি আগুনে পুড়িয়া যাওয়ার মত হয়। শীতের সঙ্গে পর্যায়ক্রমে ঘর্ম হয়।

হেকটিক ফিবার বা পুঁজযুক্ত জ্বর, পৈত্তিক জ্বর, উদরাময় সহ জ্বর,

গণ্ডমালাযুক্ত জ্বর, শিশুদের দন্তোদ্গমকালীন জ্বর প্রভৃতি নানাপ্রকার জ্বরেই ইহা ব্যবহৃত হয়।

চর্মরোগের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। উপদংশ হেতু নানাপ্রকারের চর্মরোগ এবং উদ্ভেদ, কুষ্ঠজনিত নানাপ্রকারের ক্ষত এবং রক্তবর্ণের ক্ষতচিহ্নযুক্ত হার্পিস নামক চর্মরোগে ইহা উপকারী। চর্মের বিবর্ণতা এবং ক্ষতচিহ্ন ইহা প্রয়োগে ভাল হইতে দেখা গিয়াছে। হাঁটুর নিচে পায়ের সম্মুখে (syphilitic nodes) বা উপদংশজ গুটিকা এই ঔষধ ব্যবহারে ভাল হইয়াছে।

ফিতা কৃমির (tape worm) ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। নিম্ন ক্রমের বিচূর্ণ ২।৩ গ্রেন মাত্রায়, দিনে ২।৩ বার প্রয়োগ করিলে কৃমি মরিয়া বহির্গত হইয়া যায়।

পচনশীল ক্ষত বা গ্যাংগ্রিন রোগে ইহার বিশেষ কার্যকারিতা দেখা যায়। আভ্যন্তরিক সেবনেই অভীপ্সিত ফল পাওয়া যায়। ইহাতে ঘায়ের পচা মাংস খসিয়া পড়ে এবং ঐ স্থানে নূতন মাংস হইয়া ক্ষত স্থান শীঘ্র পূর্ণ হইয়া যায়। কুষ্ঠক্ষতেও ইহা বিশেষ উপযোগী।

সম্বন্ধ (relations)—ডাক্তার ক্লার্ক বলেন, ক্যালোট্রপিসের ক্রিয়া ক্যাম্ফর এবং কফি কর্তৃক নষ্ট হয়।

ইহা অ্যাসক্লিপিয়াস, বার্বারিস, অ্যাকুইফোলিয়াম, ইপিকাক, রাস টক্স প্রভৃতির তুল্য ঔষধ।

পায়ের বেদনা, উরুর প্রদাহ, ফুসকুড়ি প্রভৃতির জন্য ইহা রাস টক্সের তুল্য ঔষধ। প্রদাহে এবং পুঁজোৎপত্তির জন্য হিপার সালফার, রাস টক্স এবং সাইলিসিয়ার সহিত ইহার তুলনা করা যাইতে পারে। অবসন্নতা এবং শরীরের ক্লান্তি উৎপাদনে ইহা জেলসিমিয়ামের তুল্য। সাধারণ পচনশীল এবং উপদংশজনিত ক্ষতে ইহা আর্সেনিক, ল্যাকেসিস এবং ইচিনেসিয়ার সমকক্ষ। লুপাস এবং কুষ্ঠব্যাধিতে

ইহাকে হাইড্রোকোটাইলের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। ক্যালোট্রপিস গভীর ক্রিয়াশীল ঔষধ।

ক্রম—সাধারণতঃ ২x, ৩x এবং ৩০ ক্রম সর্বদা ব্যবহৃত হয়।

আকন্দের আঠা

(Calotropis Lactum)

আকন্দের আঠা হইতে এই ঔষধ প্রস্তুত হইয়াছে। ক্যালোট্রপিস প্রয়োগে যেখানে সুফল পাওয়া যায় না, সেস্থলে ক্যালোট্রপিস ল্যাকটাম ব্যবহারে বিশেষ উপকার পাওয়া যাইতে পারে; ভেদবমি, দন্তবেদনা, প্লীহাবৃদ্ধি এবং চক্ষু ও চর্মরোগে ইহার সমধিক কার্যকারিতা দেখা যায়। ইহার ৩x, অথবা ৬x শক্তি বিচূর্ণ বিশেষ ফলপ্রদ।

পেঁপে

(Carica Papaya)

সাধারণ নাম—সংস্কৃত—পারীশ* ; বাংলা পেঁপে ; হিন্দি—পোপেয়া ; পাঞ্জাবী—আরন্দখার-বুজা ; পারস্য—আম্‌বা হিন্দি ; গুজরাতী—পাপেটি ; আরব—আম্‌বা হিন্দি ; তেলেগু—বপল্পেটী ;

---

* আয়ুর্বেদ মতে—

পারীশং শীতলং রুচ্যং দীপনং পাচনং সরম্‌
মধুরং রক্তপিত্তঘ্নং বিশেষাদর্শসে হিতম্‌।
পারীষক্ষীর যোগেন প্লীহা গুল্মশ্চ নশ্যতি ॥

পারীশ অর্থাৎ পেঁপে শীতবীর্য, রুচিকর, অগ্নির দীপক, পাচক, সারক, মধুর রস এবং রক্তপিত্তনাশক। ইহা অর্শরোগে বিশেষ হিতকারী। ইহার আঠা প্লীহা এবং গুল্ম বিনাশক।

মারাঠি—পোপেয়া; তামিল—পোপ্পেটী; মালয়লম—কাপ্পালাম, পাপ্পায়াম্; সিন্ধি—প্যাপুতা; ইংরাজী—পপ-ট্রি।

ইহা প্যাসিফ্লোরেসী (passifloraceæ) জাতীয় উদ্ভিদ।

আয়ুর্বেদশাস্ত্রে পেঁপের গুণাগুণ আলোচিত হইলেও, ইহার উৎপত্তিস্থল পাপুয়া বা নিউ গিনি বলিয়া কথিত হয়। আমাদের দেশে ইহার যথেষ্ট চাষ হইয়া থাকে। কাঁচা পেঁপে তরকারীতে ব্যবহৃত হয়, পাকা পেঁপে অতি সুস্বাদু। উভয়ই যকৃৎ এবং অজীর্ণদোষে অত্যন্ত উপকারী। কোষ্ঠবদ্ধ, অজীর্ণ এবং রক্তস্রাবী অর্শে পাকা পেঁপে বিশেষ উপযোগী। কাঁচা পেঁপে রেচক এবং মূত্রকারক, ইহার আঠায় রজঃ নিঃসারক গুণ আছে। অতিরিক্ত মাত্রায় ইহা জরায়ুসঙ্কোচক। জরায়ু-মুখে বাহ্যপ্রয়োগ করিলে গর্ভস্রাব হয়। পেঁপের আঠা দদ্রুনাশক। পেঁপের আঠা এবং উহার বীচি কৃমিঘ্ন বলিয়াও কথিত হয়। কাঁচা পেঁপের তরকারি স্তন্যবর্ধক; যে সকল প্রসূতির স্তন্যদুগ্ধ অকালে শুকাইয়া যায়, তাঁহারা পেঁপের তরকারি খাইয়া দেখিতে পারেন। স্নায়বিক বেদনায়, পেঁপের পাতা উত্তপ্ত জলে ডুবাইয়া বেদনাস্থলে লাগাইলে তৎক্ষণাৎ উপকার পাওয়া যায়।

যাহাদের পরিপাকশক্তি দুর্বল, মাংস এবং সামান্য দুগ্ধও যাহারা পরিপাক করিতে পারে না, তাহাদের পক্ষে ক্যারিকা পেপেয়া বিশেষ উপযোগী। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ডাঃ ডি এন রায় এই প্রকারের অনেক দুর্বল রোগীকে আহারের পরে ৫ হইতে ১০ ফোঁটা মাত্রায় ক্যারিকা পেপেয়া ব্যবস্থা করিয়া বিশেষ ফল পাইতেন। ফলতঃ দুর্বল রোগীর পরিপাক কার্যের সহায়তার জন্য ক্যারিকা পেপেয়ার ন্যায় অন্য কোন ফলপ্রদ দেশীয় ঔষধ বোধ হয় নাই। বিদেশীয় মূল্যবান আপত্তি-জনক 'পেপসিন' অপেক্ষা ইহা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

বর্ধিত প্লীহা ও যকৃতেও ক্যারিকা পেপেয়া বিশেষ উপযোগী। এরূপ অবস্থায় পেঁপের আঠা চিনি সহ অনেকে সেবন করিয়া যথেষ্ট উপকার পাইয়া থাকেন।

বর্ধিত প্লীহা ও যকৃৎ সংযুক্ত জর, দুর্বলতা, অজীর্ণতা প্রভৃতি উপসর্গে ক্যারিকা পেপেয়া বিশেষ উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হয়। অজীর্ণ তরল মল—অল্প অল্প করিয়া অনেকবার হয়, যকৃতের দোষ প্রবল, যকৃৎস্থানে বেদনা অনুভব, চক্ষু হরিদ্রাবর্ণ, জিহ্বায় হরিদ্রাবর্ণের লেপ, দুগ্ধ মোটেই সহ্য হয় না—উহা পান করিলে প্লীহা ও যকৃতে বেদনা হয় এবং অজীর্ণতা বাড়ে, এরূপ স্থলে ক্যারিকা পেপেয়ার ২x ক্রমের বিচুর্ণ বিশেষ ফলপ্রদ হইতে দেখা গিয়াছে।

যাহাদের পরিপাকশক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ, মাংস, দুগ্ধ এবং ঐ প্রকারের খাদ্য যাহারা পরিপাক করিতে পারেন না, তাঁহারা ক্যারিকা পেপেয়া ৩x চূর্ণ ব্যবহারে উপকার পাইতে পারেন।

পরবর্তী কালে, ক্যারিকা পেপেয়া সম্বন্ধে আমরা যাহা অবগত হইতে পারিয়াছি তাহা এস্থলে প্রদত্ত হইল :—

দুর্বল পরিপাকশক্তিযুক্ত অজীর্ণতা, প্লীহা যকৃৎযুক্ত জর ইত্যাদি ব্যতীতও কিড্‌নী বা মূত্রগ্রন্থির প্রদাহ, ফুসফুস ঘটিত রোগ, বিশেষতঃ নিউমোনিয়া, প্লুরিসী, চর্মরোগে নানাপ্রকারের উদ্ভেদ, আমবাত (urticaria), চুলকানি, ইনফ্লুয়েঞ্জা, শোথ, পর্যায়ক্রমে কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরাময়, শীর্ণতা প্রাপ্তি ; স্ত্রীলোকদের ঋতুসম্বন্ধীয় রোগ ইত্যাদি।

মন—দুইটি ভিন্ন প্রকৃতির লক্ষণ দেখা যায়। রোগী জড় বুদ্ধি, সহজেই তাহার বুদ্ধির জড়তা প্রকাশ পায়। কোন বিষয় সহজে বুঝিতে চাহে না। কোন কথার উত্তর দিতে চাহে না, সহজেই বিরক্ত হইয়া উঠে। অন্যপক্ষে রোগী প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন, লেখাপড়া করিতে যেমন ভালবাসে, তেমনি অধিক সময় পর্যন্ত পড়াশুনা করিতে

তাহার ক্লান্তি বোধ হয় না, ইহা ক্যারিকা পেপেয়ার একটি বিশেষত্ব। রোগী একাকী থাকিতে ভালবাসে (আর্সেনিক মেটা ; ব্যারাইটা কার্ব ; বিউফো ; ক্যাপসি ; চায়না ; কার্বো অ্যানি ; কোকা ; জেলসি ; ইগ্নেসিয়া ; ম্যাগ্নে-মিউর ; নাক্স ভমিকা ; নেট্রাম মিউর ; রাস টক্স ; স্ট্যাফিসেগ্রিয়া ; থুজা। ইহার বিপরীত—রোগী একাকী থাকিতে চাহে না—aversion to be alone—আর্সেনিক অ্যাল্ব ; বিসমাথ ; কেলি কার্ব ; লাইকো ; ফসফরাস ; রেডিয়াম ; স্ট্র্যামোনিয়াম ; ভিরেট্রাম অ্যাল্ব)।

মস্তক—মাথাঘোরা সেই সঙ্গে বমি-বমি-ভাব, মিষ্ট খাইলে বেশী হয়। সন্ধ্যাকালেও বাড়ে। নিদ্রার পরে এবং ঠাণ্ডা হাওয়ায় উপশম।

মুখমণ্ডল—মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল, বামদিকেই বেশী অনুভূত হয় এবং তিন চারিদিন স্থায়ী হইয়া থাকে।

নাসিকা—বাম নাসিকা অবরুদ্ধ। নাসিকা হইতে প্রচুর পরিমাণ জলের ন্যায় স্রাব, সময়ে সময়ে গাঢ় শ্লেষ্মা স্রাবও হইয়া থাকে।

শ্বাস-যন্ত্র—স্বরভঙ্গ, কাশি, রাত্রিতে বৃদ্ধি, কাশির জন্য নিদ্রা যাইতে পারে না। ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়, কষ্টকর কাশি, তাহাতে শরীর আন্দোলিত হয়। বাম ফুসফুসে বুকের নীচে স্চ ফোটানো বেদনা, নড়াচড়ায় বৃদ্ধি।

পাকাশয়—কিছু খাইবার পরেই সমস্ত বমি হইয়া যায়, জল পান করিলেও তাহা উঠিয়া যায়, সেজন্য রোগী ক্রমে দুর্বল হইয়া পড়ে। প্রাতঃকালে ক্ষুধা কম। স্বাদশূন্য উদ্গার।

মুত্রযন্ত্র—প্রস্রাবের রং মোমের ন্যায় অথবা হলুদ বর্ণের। প্রাতঃকালে প্রথম প্রস্রাবের সময়ে বেশ বেগ দিতে হয়, মনে হয় যেন

উহার মধ্যে কিছু আটকাইয়া আছে। মূত্রবেগের সহিত কিডনীতে বেদনা। ঘন ঘন মূত্রবেগ সহ মূত্রত্যাগের সময়ে ও তাহার পরে জ্বালা বোধ (তুলনীয়—ক্যান্থারিস—প্রস্রাবের পূর্বে, সময়ে এবং পরে জ্বালা, ঘন ঘন বেগ এবং ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব। ক্যানাবিস স্যাটিভা—ঘন ঘন প্রস্রাবের বেগ এবং জ্বালা। কখনও রক্ত প্রস্রাব, প্রমেহের তরুণ অবস্থায় বিশেষ উপকারী। কোপাইভা—জ্বালা, ঘন ঘন বেগ এবং ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব। ইহাও প্রমেহের তরুণ অবস্থায় উপকারী। আসাই—প্রস্রাব করিবার সময়ে এবং তাহার পরে জ্বালা। অল্প অল্প প্রস্রাব হয়, রং ঘোলা। মার্ক-সালফ—প্রস্রাব করিবার সময়ে আগুনে পুড়িয়া যাইবার ন্যায় জ্বালা। লাইনেরিয়া—প্রস্রাবে জ্বালা যন্ত্রণা, প্রস্রাবের বেগ ধারণ করিতে পারে না)।

পুংজননেন্দ্রিয়—অণ্ডকোষে বেদনা, প্রাতঃকালে লিঙ্গের উত্থান হয় এবং বমনোদ্বেগ থাকে। লিঙ্গোদ্রেক কিন্তু বীর্য স্খলন হয় না, কামের উদ্দীপক স্বপ্ন ব্যতীতই রেতঃপাত হয়। কোরিনিয়াম হইতে লিঙ্গমূল পর্যন্ত অত্যন্ত বেদনা, কোন একটা বস্তু যেন বাহির হইবার চেষ্টা করিতেছে এইরূপ মনে হয়।

স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়—রজঃস্রাব কালে রোগিনী অত্যন্ত কাতর হয়, আলস্যপরায়ণ হয়, কোন কাজ করিতে ইচ্ছা হয় না, জননেন্দ্রিয় স্থানে অত্যন্ত চুলকানি। (সালফার—বাহ্য স্ত্রী অঙ্গে চুলকানি এবং জরায়ু মধ্যে জ্বালা। হাইড্রোকোটাইল—যোনিদ্বার চুলকাইলে)।

ত্বক এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—সমস্ত দেহে চুলকানি এবং চুলকাইয়া দিলে পরে আমবাতের ন্যায় প্রকাশ পায়।

পদদ্বয় অত্যন্ত দুর্বল ও উহা কাঁপিতে থাকে। বাঁ দিকের স্কন্ধ দেশে বাতের বেদনা। (অকজালিক অ্যাসিড—বাঁ দিকের বাত রোগে বিশেষ উপযোগী, কিন্তু ইহার বিশেষ লক্ষণ—রোগের কথা চিন্তা

করিলেই বাড়ে। ল্যাকেসিস—বাঁ দিকের স্কন্ধবাতে উপকারী হইতে পারে, কিন্তু ইহার বৃদ্ধি নিদ্রার মধ্যে বা নিদ্রার পরে। স্পাইজেলিয়া—বাঁ কাঁধের বাতে ব্যবহৃত হইতে পারে, কিন্তু ইহার সঙ্গে হৃৎপিণ্ডের কোন রোগ থাকে। স্যাঙ্গুইনেরিয়া এবং ষ্টিকটা ডান কাঁধের বাতে ব্যবহৃত হয়।

বৃদ্ধি—ক্যারিকা পেপেয়ার বৃদ্ধিতে কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। আহারে বমির বৃদ্ধি, ঠাণ্ডা জল পানে দন্তশূল বাড়ে। বিছানার গরমে বাড়ে, চুলকানি কিন্তু বাত এবং অন্যান্য বেদনাদির বৃদ্ধি হয় সন্ধ্যাকালে।

শক্তি—θ, ২x, ৩x।

রোগী-বিবরণ—জ্বর সংযুক্ত অজীর্ণ রোগে ক্যারিকা পেপেয়া।

(১) গৌরী ৪ বৎসরের বালাস্থিবিকৃতিগ্রস্তা পাতলা লম্বা চেহারার বালিকা। ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে জ্বর হয়; কুইনাইন, মুষ্টিযোগ, পেটেণ্ট ঔষধ প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। ক্রমে জ্বর পুরাতন ঘুষঘুষে আকার ধারণ করে। নভেম্বর মাসের শেষভাগে আমি আহূত হইয়া দেখিলাম, বালিকা অত্যন্ত শীর্ণ হইয়াছে, সর্বদাই নাড়ীতে জ্বর আছে—কিন্তু প্রবলভাবে প্রকাশ পায় না। প্লীহা বর্ধিত, যকৃতেও টাটানি বেদনা। পুরাতন জ্বরে পথ্যাদি সম্বন্ধে সংযম পালন না করার ফলে, এক মাস ধরিয়া অজীর্ণরোগে ভুগিতেছে। দিন রাত্রির মধ্যে ১০।১২ বার অল্প অল্প বাহ্যে হয়, অজীর্ণ শাদা মল। বিশেষত্ব এই যে, তাহার দুগ্ধ মোটেই সহ্য হয় না—উহাতে বাহ্যে বেশী হয়, পেট ফাঁপে। মাত্র শেষোক্ত লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া তাহাকে একবেলা পুরাতন চাউলের ভাত, গাঁদালের পাতার ঝোল ও টাটকা ঘোল এবং রাত্রিতে চিঁড়ার মণ্ড পথ্য দিয়া ক্যারিকা পেপেয়া ৩x (বিচূর্ণ) প্রত্যহ দুই মাত্রা করিয়া ব্যবস্থা করিলাম। এক মাসের মধ্যেই সে সম্পূর্ণ

আরোগ্যলাভ করে। অন্তর্বর্তী ঔষধরূপে তুই মাত্রা সালফার ২০০ দিতে হইয়াছিল।

(২) শ্রীরমাকান্ত ঘোষ, বয়স ৩০।৩২। হালিসহর রেল কলোনী। রেল অফিসের কেরানী। পাঠ্যাবস্থা হইতেই ডিসপেপসিয়া রোগগ্রস্ত, যাহার জন্য প্রখর বুদ্ধিবৃত্তি সত্ত্বেও, উপযুক্ত শিক্ষায় ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। ডিসপেপসিয়ার জন্য বহু অ্যালোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক ঔষধ এবং মাঝে মাঝে কিছু কবিরাজী ঔষধও চলিয়াছে। ডায়াপেপসিন, গ্যাসকিউ ইত্যাদি পেটেণ্ট ঔষধও অনেক ব্যবহৃত হইয়াছে, স্থায়ী ফল কোনটায় হয় নাই। প্রায় কোন খাদ্যই সহ্য হয় না, তুগ্ধ মাংস মোটেই না। যকৃতের দোষ আছে, প্রস্রাব মাঝে মাঝে হলদে রং-এর হয়। সকল দিন না হইলেও, আহারের সঙ্গে সঙ্গে অনেক সময়ে পেটে বেদনা করিয়া ভুক্ত দ্রব্য সব বমন হইয়া যায়, যাহার জন্য রোগী শীর্ণ ও দুর্বল হইয়া পড়িতেছেন, মল কখনও শক্ত হয় না; নরম, কখনও জলের ন্যায়, দিন রাত্রি ৪।৫ বার, gastritis, gastric ulcer রোগনির্ণয়ও কেহ কেহ করিয়াছেন। হোমিওপ্যাথিক মতে, এই অধিকারে অনেক ঔষধ ব্যবহৃত এবং তাহার অপব্যবহার হইয়াছে মনে করিয়া আমি একটা নূতন পথ ধরিলাম। রোগীর ধাতু প্রকৃতি কতকটা নাক্স ভমিকার ন্যায়। কাজ, অফিসে বসিয়া কলম চালানো, শারীরিক পরিশ্রম আদৌ নাই, পুস্তক পাঠের আগ্রহ এখনও প্রবল এবং রাত্রিতে পড়াশুনা করিয়াও থাকেন। ব্যারামে ভুগিয়া ভুগিয়া অথবা প্রথম হইতেই স্বভাব খিটখিটে; হঠাৎ চটিয়া উঠেন। পিত্তাধিক্য ধাতু; গাত্রে তাপ, অথচ গায়ের কাপড় খুলিলে শীত শীত বোধ। হিংসা এবং ঝগড়াটে স্বভাব আছে। ২০।৪।৬২ তারিখে নাক্স ভমিকা ২০০ এক মাত্রা করিয়া ২ দিন সন্ধ্যাকালে ব্যবস্থা করিয়া, ২২।৪।৬২ তারিখ হইতে সুপ্রসিদ্ধ স্বর্গীয় ডাক্তার ডি এন রায়ের ব্যবস্থানুসারে ক্যারিকা পেপেয়া মূল

আরক ৫ ফোঁটা মাত্রায় প্রত্যহ আহারের পরে ২বার এক মাস ব্যবহারে অনেকটা কমিয়া যায়। পরে উহাই ৩x (বিচূর্ণ), আর একমাস ব্যবহার করিলে, রোগী প্রায় সুস্থ হইয়া এখান হইতে বদলী হইয়া যান। পথ্য—প্রথমে ভাত বন্ধ; চিড়াসিদ্ধ জল, লবণ ও পাতিলেবুর রস সহ। উদরাময় সত্ত্বেও খৈয়ের মণ্ডে অল্প দুধ ও চিনি মিশাইয়া দেওয়া হয়, তাহাতে ফল ভালই হয়, বমি ক্রমে বন্ধ হইয়া যায়, ডাবের জলে মুড়ী ভিজাইয়া সেই জল পরে তাজা মাছের ঝোল সহ অন্নমণ্ড, পরে একবেলা পুরাণ সরু চাউলের ভাত ইত্যাদি।

কালকাসুন্দে

(Cassia Sophera)

সাধারণ নাম—সংস্কৃত—কাসমর্দ; বাংলা—কালকাসুন্দে; হিন্দি—বাস-কি-কাসন্দ; মারাঠী—রনটক্কল; তেলেগু—পাইডিটাংগিডু; তামিল—পারিয়া-টাকারী; মালয়লম—পাউনানটাকেরা; ইংরাজী—সেন্না-সোফেরা।

ইহা লেগুমিনোসী (leguminoceæ) জাতীয় উদ্ভিদ।

কালকাসুন্দে* গ্রীষ্মপ্রধান দেশের গুল্ম। বাঙ্গালাদেশে, গ্রীষ্মকালে প্রথম বারিপাতের পরেই প্রচুর পরিমাণে জন্মে; শরৎকালে ইহা

---

* আয়ুর্বেদ মতে—

কাসমর্দ দলং রুচ্যং বৃষ্যং কাসবিষাস্রনুৎ।
মধুরং কফবাতঘ্নং পাচনং কণ্ঠশোধনম্।
বিশেষতঃ কাসহরং পিত্তঘ্নং গ্রাহকং লঘু।

অর্থাৎ—কালকাসুন্দে পাতা রুচিকারক, বীর্যজনক, বিষদোষ, রক্তদুষ্টি, কফ ও বায়ুনাশক এবং মধুররস, পাচক, কাসহর, পিত্তঘ্ন ও মলসংগ্রাহক।

ফলে ফুলে শোভিত হয়। শিমের ন্যায় ইহার ফল হয় এবং তাহার ভিতরে বীজ থাকে। সংস্কৃতে ইহাকে কাসমর্দ বলে; কিন্তু ইহার অনুরূপ আর এক প্রকারের গুল্ম বাঙ্গালাদেশে প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকে চাকুন্দে বা এড়াঞ্চি বলে। ইহার সংস্কৃত নাম চক্রমর্দ বা দদ্রুঘ্ন। নাম হইতেই বুঝা যায়, ইহা দদ্রুনাশক। ফলতঃ দদ্রু এবং অন্যান্য চর্মরোগে চাকুন্দে এবং কালকাসুন্দে উভয়ই পল্লীগ্রামে মুষ্টিযোগ হিসাবে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উভয় গুল্মেই কিছু পরিমাণে ক্রাইসোফ্যানিক অ্যাসিড আছে। চাকুন্দের পাতা ডিম্বাকার, কিন্তু কালকাসুন্দের পাতা লম্বা ও সূচ্যগ্র, চাকুন্দের পাতা অপেক্ষা কাল। চাকুন্দের ডাক্তারী নাম cassia tora বা cassia fœtida.

কালকাসুন্দের পাতা, গাছের ছাল এবং বীজ বিরেচক; ইহার মূল কফ-নিঃসারক। পাতা অধিকন্তু কৃমিনাশক এবং ইহার পচন নিবারক গুণও আছে। হাঁপানি এবং হিক্কায় পাতার ক্বাথ উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হইতে পারে। চরকের ন্যায় প্রাচীন আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক যেমন ইহার প্রশংসা করিয়াছেন, তেমনি অনেক বিজ্ঞ অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসকও ইহার কার্যকারিতা লক্ষ্য করিয়া গিয়াছেন। রক্তদুষ্টি ঘটিলে কালকাসুন্দে পাতার রস এক তোলা আন্দাজ চিনির সঙ্গে এক সপ্তাহ প্রাতঃকালে খাইলে রক্ত পরিষ্কার হয়, এক তোলা পাতার রস মধু দিয়া প্রাতঃকালে সেবনে পিত্তদোষ নষ্ট হয়। সর্পদংশনে এবং কাঁকড়াবিছার ন্যায় বিষাক্ত পোকার দংশনেও কালকাসুন্দের পাতা ও গোলমরিচের বাহ্যপ্রয়োগ বিশেষ উপকারী। কালকাসুন্দের ছাল সর্পদষ্ট রোগীর গলায় বাঁধিয়া দিলে বিষ মাথায় উঠিতে পারে না বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। কাঁকড়াবিছার দংশনে পাতার নল দিয়া কর্ণমধ্যে ফুৎকার দিলে তখনই জ্বালাযন্ত্রণার

শান্তি হয়। পাতার রস কর্ণমধ্যে প্রয়োগ করিলেও একই প্রকারের ফল পাওয়া যায়। সরু পাতার নল প্রস্তুত করা সহজ নহে, কিন্তু মাদ্রাজে বিষাক্ত কাঁকড়াবিছার উপদ্রব অত্যধিক, সেখানকার অধিবাসীরা কতকগুলি পাতা চিবাইয়া একটা নল দিয়া কানে ফুঁ দেয়, তাহাতে তৎক্ষণাৎ জ্বালা যন্ত্রণার শান্তি হইয়া থাকে। দদ্রুরোগে কালকাসুন্দের শিমের রস, চুনের জল এবং চন্দন কাঠ একত্রে বাটিয়া প্রলেপ দিলে উপকার পাওয়া যায়। পাতা, বীজের চূর্ণ এবং গন্ধক একই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উপদংশজ ক্ষত ধাবনে নূতন পাতার ক্বাথ বিশেষ উপযোগী। মধুমেহ রোগেও বীজচূর্ণ বা ছালের ক্বাথ অতি উত্তম।

কালকাসুন্দে যেমন উপকারী ঔষধ, সুস্থ শরীরে ইহার নিয়মানুগ পরীক্ষা কিন্তু তদ্রূপ এখনও কিছু হয় নাই। তবে গ্রন্থকারের ভ্রাতুষ্পুত্র "হ্যানিম্যান" পত্রিকার সম্পাদক এবং বহু হোমিওপ্যাথিক গ্রন্থপ্রণেতা কলিকাতা ভবানীপুরের ডাঃ বিজয়কুমার বসু ইং ১৯৩৫ সালে পাবনা জেলায় চিকিৎসা কার্যে অবস্থিতি করিবার সময়ে নিজ শরীরে পরীক্ষা করিয়া, ইহা হাঁপানি কাশির একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া প্রচার করেন। সেই অবধি ইহা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় ব্যবহৃত হইতেছে। আবিষ্কারকের নির্দেশ ছিল যে, ইহা সূর্যোদয়ের পুর্বে সেবন করিয়া প্রত্যেক বয়স্ক রোগী ২॥টা গোলমরিচ চিবাইয়া খাইবেন। জীবনের অবশিষ্ট কালের জন্য তামাক, সিগারেট, বিড়ি, দোক্তা ইত্যাদি তামাকের সর্বপ্রকার ধারা বর্জন করিতে হইবে।

কিন্তু পরবর্তীকালে আরও গবেষণার ফলে পরীক্ষক যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা আমাকে পত্র লিখিয়া জানাইয়াছেন এবং ১৩৪৪ সালের পৌষ সংখ্যা 'হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা' নামক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন। এস্থলে তাহা উদ্ধৃত হইল—

"বর্তমান অভিজ্ঞতা এবং রোগীক্ষেত্রে উহা প্রয়োগের সঙ্কেত—

ইতঃপুর্বে ঔষধ প্রয়োগের যে নিয়ম বলিয়াছিলাম, তাহা পরিবর্তন করিলাম। পুর্ব নিয়মে ঔষধ প্রদান করিয়া সব ক্ষেত্রে ফল স্থায়ী হইতেছিল না। হাঁপানির রোগী মাত্রেই অতিশয় শ্বাসকৃচ্ছ্রতায় কষ্ট পায় এবং সে সময় উঠিয়া বসিতে বাধ্য হয়। এই লক্ষণে এই ঔষধটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সুতরাং হাঁপানি মাত্রেই এই ঔষধ কার্যকরী। শুধু তাহাই নহে, উক্ত শ্বাসকষ্টের লক্ষণ ২।৩ দিনের মধ্যে আশাতীতভাবে কমিয়া যায়। ৭ দিন ঔষধ ব্যবহারে রোগের অর্ধেক হইতে তিন ভাগ পর্যন্ত কমিয়া যায়। শেষরাত্রি এবং সন্ধ্যার পর হইতে রোগের বৃদ্ধি হয়। বর্ষা ও শীতকালে রোগের বৃদ্ধি। ঔষধ ব্যবহারকালীন সর্বপ্রকার তামাক নিষেধ করিয়া দিতে হয়। কারণ তামাকে রোগ বৃদ্ধি হয়।

ঔষধের মূল অরিষ্ট ৫ ফোঁটা মাত্রায় প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যাকালে দৈনিক দুইবার করিয়া দিতে হয়। এক সপ্তাহ পরে যখন রোগীর অবস্থা অনেক ভাল হয়, তখন দৈনিক প্রাতঃকালে মাত্র একবার করিয়া ঔষধ দিতে হয়। ইহাতে বহুলোক নিত্যই ভাল হইয়া আমার নিকট আসিতেছে। তবে কাহারও কাহারও দেখিয়াছি যে, ২।৩।৪ ড্রাম ঔষধ ব্যবহারের পর বেশ কিছুকাল ভাল থাকিয়া পুনরায় রোগাক্রমণ হইয়াছে। তখন পূর্ব নিয়মে ঔষধ ব্যবহার করিয়া একটু কমিলে ঐ ঔষধের উচ্চশক্তি দিতে হয়।

অন্যান্য প্রকারের কাশিতেও এই ঔষধ ফলপ্রদ হইবে, বিশেষতঃ কাশিতে ঐ প্রকার কষ্ট থাকিলে। আমি কয়েকটি সাধারণ কাশি এবং হুপিং কাশির রোগীকে এই ঔষধ প্রদান করিয়া ভাল ফল পাইয়াছি। তরল অথবা শুষ্ক যে প্রকারের কাশিই হউক না কেন, কাশিতে কষ্ট থাকিলেই হইল। এই প্রকার লক্ষণযুক্ত রোগী আমি কয়েক হাজার চিকিৎসা করিয়াছি। কোন ক্ষেত্রে বিফল হইয়াছি বলিয়া

মনে হয় না। এই ঔষধটি ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্তব্য।”

রোগী-বিবরণ—হুপিং কাশিতে ক্যাসিয়া সোফেরা

হালিসহর রেলকলোনীর শ্রী ··মুখোপাধ্যায়ের শিশুপুত্র বয়স ৩ মাস, কাঁচড়াপাড়ায় থাকিতে দুই মাসের সময়েই নাকি হুপিং কাশিতে আক্রান্ত হয়, তাহাতে মুষ্টিযোগ ও হোমিও ঔষধ চিকিৎসা চলে। ১৯৫৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের এক রাত্রিতে আমার ডাক হয়, যাইয়া দেখিলাম, হুপিং কাশির সঙ্গে অত্যন্ত দুর্গন্ধ পাতলা মল বাহ্যে, পেট-ফাঁপা, হাত পা ঠাণ্ডা। একটু শ্বাসকষ্টও আছে, কাশিতে কাশিতে দম বন্ধ হইয়া আসে, কার্বো ভেজ ৩০ প্রয়োগে তাহার এই সকল উপসর্গ দূর হয়, কাশি বারে কমে, কিন্তু কাশিতে কষ্ট বা দমবন্ধ ভাবের হ্রাস না হওয়ায়, ক্যাসিয়া সোফেরা ২x এক ফোঁটা মাত্রায় দিনে দুইবার করিয়া ১৫ দিন দিবার পর সে নির্দোষ আরোগ্যলাভ করে।

ভাঁট

(Clerodendron Infortunatum)

সাধারণ নাম—সংস্কৃত—ঘণ্টাকর্ণ* ঘণ্টক, ভানডির ; বাংলা—ভাঁট, ভাঁটি, ঘেঁটু ; হিন্দি—ভাণ্টা ; বম্বে, মারাঠী ও ক্যানাড়ী—কারি।

ইহা লেগুমিনোসী (leguminoceæ) এবং মতান্তরে ভার্বেনেসী (verbenaceæ) জাতীয় উদ্ভিদ।

বাঙ্গালা দেশের প্রায় সর্বত্রই এই গাছ দেখিতে পাওয়া যায়।

---

* আয়ুর্বেদ মতে—‘ঘণ্টাকর্ণো ঘণ্টকশ্চ জ্বরশ্লেষ্মা ক্রিমিগণুৎ’

অর্থাৎ—ঘেটু (ঘণ্টাকর্ণ ও ঘণ্টক সংস্কৃত নাম) জ্বর, শ্লেষ্মাদুষ্টি এবং কৃমিনাশক।

ফাল্গুনের মাঝামাঝি সময় ইহার ফুল ফুটিতে আরম্ভ করে। পল্লীগ্রামে ফাল্গুন-সংক্রান্তিতে, সংক্রান্তির দুই দিন পূর্ব হইতে দিবসত্রয় ভাঁটি, বা ঘণ্টাকর্ণ, বা ঘেঁটু পূজা হইয়া থাকে ; ভাঁটি পূজার প্রধান উপকরণ এই ফুল। শিমূল ফুল, অশোকের কচি পাতা, গাবের কচি পাতা ইত্যাদিও দিতে হয়। এই সময়ে বসন্ত, হাম, চুলকানি, পাঁচড়া ইত্যাদি চর্মরোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায় এবং পূজা এই সকল রোগের প্রতিষেধক বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। চুলকানি রোগে ভাঁটপাতা ও কাঁচা হলুদ একত্রে পিষিয়া গায়ে মাখিবার প্রথা এখনও পল্লীগ্রামে দেখা যায়। পোকায় খাওয়া দাঁতের যন্ত্রণা ভাঁটিপাতা-সিদ্ধ জলের কুলকুচায় (gurgle) আশু উপশম হইতে দেখা গিয়াছে।

ভাঁট গাছের উত্তর দিকের শিকড় তিনটা, একুশটা গোলমরিচ সহ বাটিয়া খাওয়াইলে সর্পদংশনের বিষ নষ্ট হয় বলিয়া কথিত আছে।

ছেলেদের ক্রমির উপদ্রবে কচি ভাঁটপাতার রস খাওয়ানো হইয়া থাকে। পুরাতন জ্বরেও ভাঁট পাতার রস ব্যবহৃত হয়।

ডাঃ আর এন খোরী বলেন—"পর্যায় নিবারক হিসাবে ইহা ম্যালেরিয়া জ্বরে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তরুণ রোগ ভোগের পরে টনিকের কাজ করে। ক্রিমিরোগে ইহার ক্বাথের পিচকারী বিশেষ ফলপ্রদ। ইহা মৃদু জোলাপের কাজও করিয়া থাকে।" ডাঃ আর এন চোপরার *Indigenous Drugs of India* পুস্তকেও ভাঁটের এই সকল গুণের কথা পাওয়া যায়।

হোমিওপ্যাথি মতে ইহার বিশেষ পরীক্ষা এখনও কিছু হয় নাই। সামান্য যাহা হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, গা-বমি-বমি এবং মুখ দিয়া জল উঠার সহিত এক প্রকারের উদরাময় প্রকাশ পায়। পাতলা দাস্ত, রং কটা হলুদ ও সবুজ মিশ্রিত, মলে যথেষ্ট পরিমাণ ফেনা নির্গত হয়। ইপিকাক ঔষধের সহিত উহার লক্ষণের কতকটা সাদৃশ্য আছে।

পুরাতন জ্বরেও ভাঁট ব্যবহৃত হয়—প্লীহা ও যকৃৎ বড় হয়, অপরাহ্নে অল্প অল্প জ্বর হয়। চোখ মুখ জ্বালা করে, অরুচি, রোগীর মুখে কিছুই ভাল লাগে না। অজীর্ণ দোষ বর্তমান থাকে; অথবা কোষ্ঠবদ্ধও থাকিতে পারে। গা-বমি-বমি এবং মুখ দিয়া জল উঠা লক্ষণও বর্তমান থাকিতে পারে। ফলতঃ ইপিকাক এবং পালসেটিলা প্রকৃতির জ্বরেই ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে।

শিশুদের কৃমিরোগে পাতলা ফেনাযুক্ত মল, বমনেচ্ছা, মুখ দিয়া জল উঠা প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলে ইহা বিশেষ উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হইবে। যে সকল উদরাময় বা অজীর্ণে সদাসর্বদা চায়না ব্যবহৃত হয় তাহাতেও ভাঁট উপযুক্ত হইতে পারে—বিশেষতঃ মলে ফেনা, গা-বমি-বমি ও মুখ দিয়া জল উঠা লক্ষণ থাকিলে ইহা অধিকতর উপযোগী হইবে।

ক্রম—ইহার ২x, ৩x এবং ৩০ ক্রম ব্যবহৃত হয়।

তেলাকুচা

(Cephalandra Indica)

সাধারণ নাম—সংস্কৃত—বিম্ব, বিম্বিফল,* বিম্বোষ্ঠ, বিম্বজ, তুন্ডিক; বাংলা—তেলাকুচা; হিন্দি—কন্দুরী; মালয়লম—কোবা; গুজরাতী—ঘোলী; মারাঠী—রানটোণ্ডানা; তামিল—কোবাই; তেলেগু—দন্দালিগা, কোবীদন্দা; পাঞ্জাবী—কন্দুরী।

---

* আয়ুর্বেদ মতে—বিম্বীফলং স্বাদুশীতং গুরুপিত্তস্রবাতজিৎ।
স্তম্ভনং লেখনং রুচ্যং বিবন্ধাধ্মানকারকম্ ॥

তেলাকুচা মধুররস, শীতবীর্য ও গুরু, রক্তপিত্ত প্রশমনকারী, বায়ুনাশক, স্তম্ভনকারক, লেখন, রুচিপ্রদ, বিবন্ধ ও আধ্মানকারক।

ইহা কিউকারবিটেসী (cucurbitaceæ) জাতীয় উদ্ভিদ।

আমাদের দেশে বনে জঙ্গলে সর্বত্রই ইহা জন্মিয়া থাকে। ইহার ফল খাইতে তিক্ত। কিন্তু মিষ্ট বা আস্বাদযুক্ত আর এক প্রকারের তেলাকুচা আছে, তাহাকে কেতুরী (বা কুন্দারুকী) বলে। উহা দাক্ষিণাত্য অঞ্চলে এবং সিংভূম জেলায় তরকারিরূপে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয় এবং তথায় উহার চাষও হয়।

আমাদের দেশে তেলাকুচা বহুদিন হইতে নানাপ্রকারে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ইহা বায়ু এবং পিত্তনাশক। বায়ু বা পিত্ত অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইলে এবং সেই জন্য যদি মাথা গরম হয়, মাথা ধরে—কিংবা রাত্রে ভাল ঘুম না হয়, অথবা অত্যধিক রৌদ্র লাগাইয়া মাথা ধরিলে তেলাকুচা পাতার রস কপালে মাখাইলে, কিংবা তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া মাথায় দিলে এই সমস্ত উপসর্গের শান্তি হইয়া থাকে। পিত্ত বৃদ্ধির জন্য হাতে পায়ে অত্যন্ত জ্বালা হইলে ইহার রস মর্দনে অনতিবিলম্বে ঐ জ্বালা প্রশমিত হইতে দেখা গিয়াছে। রক্তামাশয় এবং শাদা আমাশয়ে ইহার পাতার রস ইক্ষুচিনি সহ খাওয়াইয়া বহু স্থলেই উপকার পাওয়া গিয়াছে।

বহুমূত্রে প্রাচীন আয়ুর্বেদিক গ্রন্থকারগণ যেমন ইহার ফলবত্তা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, অ্যালোপ্যাথি মতেও তেমনি ইহার উপযোগিতা স্বীকৃত হইয়াছে। ধন্বন্তরীয় নির্ঘণ্ট মতে—ইহা জ্বর, উদরী পাকস্থলী হইতে রক্তস্রাব, কামলা এবং পেটফাঁপার উত্তম ঔষধ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। রাজ-নির্ঘণ্ট মতেও ইহা কাশি এবং বমনে ব্যবহৃত হয়, অধিকন্তু ইহা রক্ত-দুষ্টির উত্তম ঔষধ। আমাদের দেশীয় কবিরাজগণ বিষাক্ত ফোড়া এবং কার্বাঙ্কলের ও পিত্তাধিক্যের জ্বালা নিবারণে ব্যবহার করিয়া থাকেন। রক্তামাশয়, বহুমূত্র পিত্তাধিক্যেও ইহা ব্যবহৃত হয়। লেফটেনাণ্ট কর্নেল আর এন চোপরা, আর এন খোরী, ডাইমক

প্রভৃতি ভারতীয় ঔষধাবলীর বিশিষ্ট গবেষকগণ তাঁহাদের প্রসিদ্ধ গ্রন্থাদিতে বহুমূত্রে তেলাকুচার উপকারিতা সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন।

ডাঃ শরচ্চন্দ্র ঘোষ, এম ডি, তাঁহার 'ড্রাগস অব হিন্দুস্থান' * নামক পুস্তকে ইহার কয়েকটি বিবরণ দিয়াছেন। পরীক্ষা বিবরণে এবং রোগী-ক্ষেত্রে ইহা মধুমেহ এবং মূত্রমেহের যে একটি অতি প্রয়োজনীয় ঔষধ তাহা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে।

নিম্নলিখিত ব্যাধি এবং উপসর্গে ইহার বিশেষ উপযোগিতা দেখা যায়—মধুমেহ এবং মূত্রমেহ (diabetes mellitus and insipidus), পিত্তাধিক্য এবং নানাবিধ পৈত্তিক উপসর্গ। স্ফোটক, কার্বাঙ্কল; সর্বশরীরে জ্বালা; প্রচুর মূত্রস্রাব; মাথাঘোরা; শাদা এবং রক্তামাশয়; অতিরিক্ত রৌদ্র লাগাইয়া মাথাধরা; হাত, পা চোখ, মুখ জ্বালা সহ পুরাতন জ্বর; উদরী, ন্যাবা, পেটফাঁপা, রক্তপিত্ত, রক্তদুষ্টি প্রভৃতি।

ভেষজ লক্ষণ

মন—বিষণ্ণতা, বিরক্ত-চিত্ততা; কোন কাজ করিতে অনিচ্ছা।

মস্তক—মাথাঘোরা, প্রস্রাবের পরে বৃদ্ধি পায়।

মুখমণ্ডল—জ্বালা সহ মুখমণ্ডলের আরক্ততা।

চক্ষু—চক্ষুতে জ্বালা।

মুখমধ্য—মুখমধ্যের অত্যধিক শুষ্কতা, তৎসহ একসঙ্গে প্রচুর পরিমাণ জলের জন্য পিপাসা—প্রস্রাবের পর বৃদ্ধি পায়।

কণ্ঠ—কণ্ঠের শুষ্কতা।

---

* Drugs of Hindoosthan by Dr. S. C. Ghose, M. D., pp. 124-139

ক্ষুধা—ক্ষুধার লোপ।

উদর—বায়ুপূর্ণ, স্ফীত।

মূত্র—এক সময়ে অধিক পরিমাণে মূত্রত্যাগ। পরিষ্কার মূত্র ; মূত্রত্যাগের পরে দুর্বলতা এবং অবসন্নতা। মূত্রে শর্করার বিদ্যমানতা।

মল—রক্তের ছিটযুক্ত, সবুজাভ, আমময় মল, মলত্যাগ-কালে এবং তাহার পূর্বে পেটে বেদনা।

অনুভূতি—সমস্ত শরীরে জ্বালা—ঠাণ্ডা প্রয়োগে উপশম, শব্দাদিতে অনুভবাধিক্য।

* * * * *

ভারতীয় ঔষধাবলীর মধ্যে যে সকল ঔষধ মধুমেহ ও মূত্রমেহ চিকিৎসায় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে; সেফালাণ্ড্রা তাহাদের মধ্যে অন্যতম। একসঙ্গে প্রচুর পরিমাণ পরিষ্কার মূত্রত্যাগ হয়, সেই সঙ্গে অবসন্নতা এবং দুর্বলতা ; মাথাঘোরা—মূত্রত্যাগের পরেই উহার বৃদ্ধি, মূত্রে অত্যধিক শর্করা নিঃসরণ, প্রচুর পরিমাণ জলের জন্য তীব্র পিপাসা, জিহ্বা, কণ্ঠ, মুখমধ্য সমস্তই যেন শুকাইয়া যায় এবং সর্বশরীরে জ্বালা অনুভূত হয়—বিশেষতঃ হাত, পা এবং চোখ মুখ জলিয়া যায়। ইহার ঠাণ্ডা প্রয়োগে উপশম অ্যাব্রোমা অগস্টার সহিত তুলনা চলিতে পারে। অ্যাব্রোমাও অধিক পরিমাণে শর্করাযুক্ত এবং অত্যধিক আক্ষেপিক গুরুত্ববিশিষ্ট মধুমেহে উপকারী ; আবার অ্যাসিড ফসের ন্যায় রাত্রিকালীন প্রচুর পরিমাণ পরিষ্কার প্রস্রাবেও ইহা বিশেষ উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হয়। পিপাসা ও অবসন্নতা অ্যাব্রো-মাতেও আছে, কিন্তু তেলাকুচায় জ্বালা অধিক, সর্বশরীরে জ্বালা এবং মুখমধ্য, কণ্ঠ, জিহ্বা সমস্তই যেন শুকাইয়া যায়। অত্যধিক

পিপাসাযুক্ত মধুমেহ এবং মূত্রমেহে সিজিজিয়ামও বিশেষ উপযোগী। অম্লধাতুবিশিষ্ট রোগীতে ইহা অধিকতর উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হয়। জিমনেমা সিলভেস্টার বা মেষশৃঙ্গী, মধুমেহ এবং মূত্রমেহের অন্যতম উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহাতেও তীব্র পিপাসা, দুর্বলতা এবং অবসন্নতা আছে; তেলাকুচার ন্যায় রোগীর মন বিষাদে পূর্ণ এবং সর্বশরীরে জ্বালা আছে। মেষশৃঙ্গীর মূত্রে প্রচুর পরিমাণ শর্করা পাওয়া যায় এবং ইহার আপেক্ষিক গুরুত্বও অত্যন্ত অধিক। মূত্রে শর্করার ভাগ কমাইতে মেষশৃঙ্গীর কার্যকারিতা বোধ হয় সকলের চেয়ে বেশী।

শাদা এবং রক্তামাশয়ে ইহার ২x বা ৩x শক্তি বিশেষ ফলপ্রদ হইতে দেখা যাইতেছে। আমপিত্ত যুক্ত সবুজ বর্ণের মল রক্তমিশ্রিত অথবা রক্তশূন্য, পেটবেদনা ও কোঁথপাড়া প্রভৃতি আমাশয়ের লক্ষণে ইহা ব্যবহৃত হয়। মার্ক-সল, মার্ক-কর, পডোফাইলাম, ইপিকাক প্রভৃতি ঔষধের সমকক্ষরূপে ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে।

অত্যন্ত পিত্তবৃদ্ধির জন্য হাত পা জ্বলিতে থাকিলে তেলাকুচার নিম্ন ক্রম ব্যবহারে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। অত্যধিক রৌদ্রসেবন জনিত এবং পিত্তপ্রকোপহেতু মাথাধরায় ইহার বিশেষ উপযোগিতা দেখা যায়।

বহুমূত্র রোগে ইহা একটি উত্তম ঔষধ (নিম্ন ক্রম উপকারী)।

হাত পা চোখ মুখ জ্বালা সহ পুরাতন জ্বরে ইহা বিশেষ উপযোগী হইয়া থাকে। এস্থলে ইহা সালফার এবং পালসেটিলা ঔষধের সমকক্ষ। কালমেঘ, রোহিতক, চিরতা, অ্যাজাডিরাক্টা প্রভৃতি ঔষধও জ্বালাযুক্ত জ্বরে ব্যবহৃত হয়।

ক্রম—বহুমূত্রে তেলাকুচার নিম্ন ক্রম ২x, ৩x সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়।

পাথরকুচি

(Coleus Aromaticus)

সাধারণ নাম—সংস্কৃত—পাষাণভেদী, হিমসাগর; বাংলা—পাথরকুচি, আমলাকুচি; হিন্দি—পাথরচুর, আমরোডা; তামিল—কর্পূর-বল্লী; মারাঠী—থান-ওভা; গুজরাতী—ওভাপান; ইংরাজী—কান্ট্রি-বোরেজ।

ইহা লেবিয়েটী (labiateæ) জাতীয় উদ্ভিদ।

পাথরকুচি* ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকে যত্ন করিয়া ইহা বাড়ীতে লাগাইয়া থাকেন; কারণ মূত্ররোধ, মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি রোগে ইহা ফলপ্রদ মুষ্টিযোগরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কলেরা রোগীর মূত্ররোধে পাথরকুচির পাতা সোরা সহ পিষিয়া মূত্রাশয়ের উপর প্রলেপ দিলে রোগীর শীঘ্রই প্রস্রাব হইয়া যায়। অশ্মরী এবং মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি রোগে পাথরকুচির পাতার রস (দুই তোলা পরিমাণ) সেবন করিলেও বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। শিশুদের পেটবেদনায় পাতার রস সামান্য চিনি সহ সেব্য। পাতা বাটিয়া কপালে লাগাইলে শিরঃপীড়ার শান্তি হয়। চোখ উঠায়—বেদনা নিবারণার্থ পাতার রস চোখের পাতায় বাহ্য প্রয়োগরূপে ব্যবহৃত

---

* আয়ুর্বেদ মতে—অশ্মভেদো হিমস্তিক্তঃ কষায়ো বস্তিশোধনঃ ।।
ভেদনো হন্তি দোষার্শো গুল্মকৃচ্ছ্রাশ্মহৃদ্রুজঃ ।
যোনিরোগান প্রমেহাংশ্চ প্লীহশূল ব্রণানি চ ।।

অর্থাৎ—পাথরকুচি শীতবীর্য, তিক্তকষায়রস, বস্তিশোধক এবং ভেদক। ইহা ত্রিদোষনাশক। অর্শ, গুল্ম, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, হৃদ্রোগ, যোনিরোগ, প্রমেহ, প্লীহা, শূল এবং ব্রণরোগ নাশক।

হয়। অর্শের বলিতে যন্ত্রণা হইলে বলির উপর পাথরকুচির পাতা বাটিয়া প্রলেপ দিলে উপকার পাওয়া যায়।

পাথরকুচি এযাবৎ সুস্থ শরীরে পরীক্ষিত হয় নাই; কিন্তু হোমিওপ্যাথিক ফার্মাকোপিয়া অনুসারে, সমপরিমাণ অ্যালকোহল যোগে ইহার পাতার রস হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হইয়া ব্যবহৃত হইতেছে। মূত্রসম্বন্ধীয় যাবতীয় উপসর্গে—মূত্রঘাত, মূত্রনাশ, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রপাথরী ইত্যাদিতে ইহা বিশেষ উপকারী। ডানদিকের কিডনীতে বেদনা, মূত্রত্যাগকালে এবং তাহার পরে জালাকর বেদনা। মূত্রে লাল বালুকা এবং রক্তমূত্র; প্রমেহ। ক্যান্থারিস, ক্যানবিস স্যাটিভা ইত্যাদি ঔষধের সহিত ইহার তুলনা করা যাইতে পারে।

ক্যান্থারিসে জ্বালা এবং কাটার ন্যায় বেদনাসহ ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব। প্রস্রাবের পরেও রোগীর জ্বালা এবং আবেগের নিবৃত্তি হয় না, সুতরাং রোগী অবিরত যন্ত্রণা ভোগ করে। প্রস্রাব রক্তমিশ্রিত থাকিতে পারে।

ক্যানাবিস স্যাটিভায় জ্বালা এবং টাটানি অত্যন্ত অধিক। ইহাতে লিঙ্গোচ্ছ্বাসও থাকিতে পারে।

বারংবার যন্ত্রণাপ্রদ মূত্রবেগ উপসর্গে লাইনেরিয়া বিশেষ উপযোগী।

ইকুইসিটাম হাইমেলে রক্তনিঃসরণ এবং আবেগ বা কুন্থন অপেক্ষাকৃত কম থাকে, জালাও কম; কিন্তু মূত্রে শ্লেষ্মার আধিক্য। অবারিত মূত্ররোগে এই বিশেষ উপকারী।

ক্রম—ইহার মূল অরিষ্ট ১০ হইতে ৩০ ফোঁটা মাত্রায় ব্যবহৃত হয়। ২x শক্তিও উপযোগী।

দূর্বা

(Cynodon Dactylon)

সাধারণ নাম—সংস্কৃত—দূর্বা, শ্বেতা, গ্রন্থী, ভার্গবী, অনন্ত ; বাংলা, হিন্দি—দূর্বা ; তেলেগু—হরগলী, গারিক ; তামিল—অরুগু মুয়ারপুর্ণ ; মালয়লম—কুরুকী-পুলহু ; মারাঠী—দূর্বা, হারিয়ালী ; পাঞ্জাবী—তাল্লা, ডুব ; ইংরাজী—কৌচ গ্রাস, হারিয়ালি গ্রাস।

ইহা গ্রামিনী (gramineæ) জাতীয় উদ্ভিদ। দূর্বা দুই প্রকার (varieties) সবুজ এবং শাদা ; উভয়েই একই ভেষজগুণ-সম্পন্ন।

প্রাচীন আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থকারদের মত—

চরক—নাসাভাঙ্গা বা নাসিকা হইতে রক্তস্রাব এবং কার্বাঙ্কল।

সুশ্রুত—রক্তবমন।

চক্রদত্ত—পাঁচড়া এবং স্ত্রীলোকদের ঋতুরোধ।

ভাবপ্রকাশ—মূত্ররোধ এবং মূত্রাঘাত (retention and suppression of urine)।

দেশ বিদেশের প্রসিদ্ধ অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসকগণও, এই সকল রোগে, ইহার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। উপরন্তু লেফ্‌টেন্যান্ট কর্নেল আর এল দত্ত, আই এম এস বলেন—A cold infusion of Durba grass often stops bleeding from piles. I generally give it with milk"—দূর্বার শীতল কাথ অনেক সময়ে অর্শের রক্ত বন্ধ করে, আমি সাধারণতঃ দুগ্ধের সহিত দিয়া থাকি।

দূর্বার* পরিচয় অনাবশ্যক। হিন্দুর চক্ষে ইহা অতি পবিত্র জিনিস। প্রত্যেক দেবতার পূজাতেই দূর্বা লাগে। আশীর্বাদ করিতেও ধান দূর্বা ব্যবহৃত হয়। সেকালের মুনিঋষিগণের শাস্ত্রবিধি যে বিজ্ঞানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা আমরা এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে বুঝিতে পারি। সর্বোৎকৃষ্ট রক্তরোধক মুষ্টিযোগরূপে ইহা বহু পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইলে, ইহার রস নস্যরূপে বিশেষ উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হয়। রক্তপিত্ত, রক্তমূত্র প্রভৃতি রোগেও ইহার রসের আভ্যন্তরিক ব্যবহার আছে। পুরাতন উদরাময়, রক্তামাশয়, উদরীতে দূর্বার রস বিশেষ উপযোগী। রক্তস্রাবী অর্শে দূর্বার শীতল ফাণ্ট বা ক্বাথ (cold infusion) প্রয়োগে শীঘ্রই রক্ত বন্ধ হয়। পাকা ফোড়ায় দূর্বা বাটিয়া প্রলেপ দিলে ফাটিয়া যায়। দূর্বাছেঁচা রস অথবা ইহার ক্বাথ চিনি অথবা মধুর সঙ্গে সেবন করিলে মূত্রকৃচ্ছ্রে প্রস্রাবের জ্বালাযন্ত্রণা সত্বর নিবারিত হয়। ক্রুর শ্লেষ্মা সরল করিতে মধুসহ দূর্বাচূর্ণ বিশেষ ফলপ্রদ। প্রদাহ প্রশমনে দূর্বার রুটির প্রয়োগ হিতকর। চালমুগরা অথবা তিল তৈলে দূর্বার রস মিশাইয়া প্রয়োগে চুলকানি ভাল হয়। রজঃরোধ বা ঋতু প্রকাশে বিফল হইলে ঋতু প্রকাশের জন্য দূর্বাঘাস চূর্ণ এবং চাউলের গুঁড়া একত্রে মিশাইয়া পিঠা করিয়া রোগিনীকে খাওয়াইলে, সন্তোফল পাওয়া যায় বলিয়া কথিত।

এক পোয়া খাঁটি তিলের তৈলে পাঁচ তোলা দূর্বার রস দিয়া আগুনে

---

* আয়ুর্বেদ—দূর্বা তু তুবরা শীতা মধুরা তৃপ্তিদায়িনী।
পিত্ততৃড়বান্তি দাহাস্র দোষভ্রম কফাপহা।
মূর্ছারুচি বিসর্পাংশ্চ ভূতবাধাশ্চ নাশয়েৎ।

অর্থাৎ—দূর্বা মধুরকষায়রস, শীতবীর্য, তৃপ্তিদায়ক এবং ইহা পিত্ত, তৃষ্ণা, বমন, দাহ, রক্তদোষ, শ্রান্তি, কফ, মূর্ছা, অরুচি, বিসর্প ও ভূত বাধা নাশক।

পাক করিয়া ঠাণ্ডা হইলে ছাঁকিয়া যদি এক সপ্তাহ মালিশ করা যায়, শরীরের যে কোন চর্ম্মরোগ তাহাতে আরোগ্য হইতে পারে।

ফার্মাকোপিয়া মতে হোমিওপ্যাথিক অরিষ্ট প্রস্তুত করিলে মূল সহ সমগ্র ঘাসের টাটকা রস ও ওজনে সমপরিমাণ অ্যালকোহলের প্রয়োজন হয়।

রক্তবমন বা রক্তপিত্ত, রক্তোৎকাশ বা ফুসফুসীয় রক্তস্রাব, রক্তমূত্র, রক্তামাশয়, জরায়ু হইতে রক্তস্রাব এবং অতিরজঃ ও রক্তস্রাবী অর্শে ইহা বিশেষ উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হয়। ফিকাস ইণ্ডিকা ও ফিকাস রিলিজিওসার সঙ্গে ইহার তুলনা করা যাইতে পারে। এই দুইটি ভারতীয় ঔষধও রক্তরোধে বিশেষ ফলপ্রদ। কোন প্রকার জ্বালা-যন্ত্রণা বা বেদনাশূন্য উজ্জ্বল লালবর্ণের রক্তস্রাবে মিলিফোলিয়াম বিশেষ উপযোগী।

দূর্বা পুরাতন উদরাময়, রক্তামাশয়, উদরী, বা সর্বাঙ্গীণ শোথে ব্যবহৃত হয়। গৌণ উপদংশ এবং মূত্রপাথরীতেও ইহা বিশেষ উপযোগী। মূত্রকৃচ্ছ্র এবং মূত্রযন্ত্রের নানাবিধ উপসর্গে ইহার উপযোগিতা দৃষ্ট হয়। এস্থলে ইহা কোলিয়াস অ্যারোমেটিকাস বা পাথরকুচির তুল্য।

ক্রম—θ, ২x, ৩x, সর্বদা ব্যবহৃত হয়।

———

শালপানি

(Desmodium Gangeticum)

সাধারণ নাম—সংস্কৃত—শালপর্ণী ; বাংলা—শালপানি* ; হিন্দি—শারীবান ; বম্বে ও মারাঠী—শালবন ; তেলেগু—গিতানারাম, কোলাকুর্পনা ; গুজরাতী—শালবন।

ইহা লেগুমিনোসী (leguminoceæ) জাতীয় উদ্ভিদ।

ইহা একটি ক্ষুদ্র বন্য গাছ। আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসায় পাচন, তৈল প্রভৃতির একটি উপাদানরূপে ইহা বহুদিন হইতে আমাদের দেশে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

লেফ্‌টেনাণ্ট কর্নেল আর এন চোপরা, আই এম এস বলেন—"It is good in fever, cough, vomiting, asthma, snake bite and scorpion sting—অর্থাৎ জ্বর, কাশি, বমন, হাঁপানি সর্পাঘাত এবং বৃশ্চিক দংশনে উপকারী।

হোমিওপ্যাথিক মতে সুস্থ শরীরে ইহা পরীক্ষিত হইয়াছে। স্বর্গীয় ডাক্তার অঘোরচন্দ্র ভাদুড়ী, এল এম এস মহাশয় তাঁহার তিনটি ছাত্র সহ এই ঔষধ পরীক্ষা করেন। পরীক্ষার ফল ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের জুলাই ও অগস্ট মাসের "ইণ্ডিয়ান হোমিওপ্যাথিক রিভিউ" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

---

* আয়ুর্বেদ মতে—

> শালপর্ণী গরচ্ছর্দি জ্বর শ্বাসাতিসারজিৎ।
> শোষদোষত্রয়হরী বৃংহন্যুক্তা রসায়নী।
> তিক্তা বিষহরী স্বাদুঃ ক্ষয়কাশ ক্রিমিপ্রণুৎ॥

অর্থাৎ শালপানি পুষ্টিকারক, রসায়ন ও তিক্ত-মধুর রস ; ইহা দূষীবিষ সেবনজনিত দোষ, বমি, জ্বর, শ্বাস, অতিসার, শোষ, ত্রিদোষ বিষ, ক্ষত, কাশ ও কৃমিনাশক।

ভেষজ লক্ষণ

সর্বশরীরে বেদনা, বায়ুজনিত বা স্নায়বিক বেদনা (nervous pain)—বিশেষতঃ পায়ে এবং ঘাড়ে।

হস্ত পদে জ্বালা ; নিদ্রালুতা।

গা, হাত, পা সমস্ত শরীরে বেদনা, বাতবেদনা, ফিকবেদনা এবং স্নায়ুশূল (neuralgic pain)।

শিরদাঁড়ায় (spine) বেদনার জন্য সোজা হইয়া বসিতে পারা যায় না।

চোখ, মুখ, হাত, পা জ্বালা এবং মুখমণ্ডল হইতে আগুনের ঝলক বাহির হওয়া।

পাকস্থলীতে স্নায়বিক বেদনা।

পায়ের ডিমেতে বেদনা।

মাথার চারিদিকে দড়ি দিয়া বাঁধার ন্যায় অনুভূতির সহিত মাথাধরা।

* * * * *

সান্নিপাতিক জরবিকার এবং মস্তিষ্কমাজ্জেয় ঝিল্লিপ্রদাহ (সেরিব্রো-স্পাইন্যাল মেনিনজাইটিস) রোগে সমস্ত শরীরে বেদনা, সর্বদা ঘুম ঘুম ভাব, মাথাধরা এবং মাথার চারিদিকে দড়ি দিয়া বাঁধার ন্যায় অনুভূতি বর্তমানে ইহা বিশেষ উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হইতে পারে।

শিশুদের অবিরাম বা স্বল্পবিরাম জ্বরে যেখানে নিদ্রালুতা এবং গাত্রবেদনা লক্ষণ বর্তমানে জেলসিমিয়াম ব্যবহৃত হয়, সেখানে

জেলসিমিয়ামের পরিবর্তে এই ঔষধ প্রয়োগে বিশেষ উপকার পাওয়া যাইতে পারে। অথবা জেলসিমিয়াম ব্যবহার করিয়া কোন ফল না পাইলে ইহা অবশ্য প্রয়োগ করা উচিত।

বাতশ্লেষ্মা, বা রেমিটেণ্ট জ্বরে এবং সান্নিপাতিক জ্বরে গাত্রবেদনা, বিশেষতঃ শিরদাঁড়ায় বেদনা, মাথাধরা এবং মাথার উপর চারিদিকে দড়ি দিয়া বাঁধার ন্যায় বেদনা ও নিদ্রালুতা লক্ষণে জেলসিমিয়াম বা ব্রাইওনিয়া ঔষধের সমকক্ষরূপে ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে।

সবিরাম ম্যালেরিয়া জ্বরেও ইহা উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জ্বর প্রাতঃকালে ৭টার সময় আসিতে পারে। অল্প শীত হয়, দেড় বা দুই ঘণ্টা শীত থাকে। প্রথম হইতেই চোখ, মুখ, হাত, পা জ্বালা করে এবং মুখমণ্ডল দিয়া আগুনের ঝলক বাহির হয়। অ্যাজাডিরাকটা, কালমেঘ, রোহিতক, সালফার প্রভৃতি ঔষধের সহিত ইহার তুলনা করা যাইতে পারে। কপালে, হাতের তালুতে এবং পায়ে অল্প ঘাম হইয়া জ্বর ছাড়িয়া যায়। জ্বর প্রাত্যহিক। সর্ব-শরীরে বেদনা, মাথাধরা প্রভৃতি অন্যান্য লক্ষণও বর্তমান থাকিতে পারে।

বসন্তরোগে এই ঔষধের উপযোগিতা দেখা যায়। সমস্ত শরীরে বিশেষতঃ পৃষ্ঠে বেদনা, চোখ, মুখ, হাত, পায়ে জ্বালা, অচৈতন্য অবস্থা, সর্বদা ঘুম ঘুম ভাব ইত্যাদি ডেসমোডিয়ামের বিশেষ লক্ষণ বর্তমান থাকিলে ইহা ব্যবহৃত হয়।

বসন্তে চিরতারও ব্যবহার আছে, চিরতায় শরীরে বেদনা, জ্বালা এবং অলসতা আছে, কিন্তু ডেসমোডিয়ামে নিদ্রালুতা প্রধান লক্ষণ।

ক্রম—২x, ৩x, ৬x ও ৩০ ক্রম সর্বদা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

রোগী-বিবরণ—ঘাড়ের বেদনায় ডেসমোডিয়াম।

ইং ১৯৪৬ সালের অগস্ট মাসে, দৌলতপুর কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর একটি ছাত্রের ঘাড়ে বেদনা হয় (wry neck), তাহার জন্য বেশ কষ্ট অনুভব করিতেছিল, ইহার কারণও যেমন খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই, কোন অনুভব-লক্ষণও ছিল না। বর্ষা লাগিয়াছে বা আর্দ্র হাওয়া হইতে ইহা জন্মিয়াছে মনে করিয়া রাস টক্স, ডালকামারা এবং পরে আর্নিকা দিয়াও কোন ফল পাই নাই। "ঘাড়ে স্নায়বিক বেদনা" শুধু এই লক্ষণ অনুমানে ডেসমোডিয়াম ৩x তিন মাত্রা করিয়া দুইদিন প্রয়োগে বেদনা যায়।

বিড়ঙ্গ

(Embelia Ribes)

সাধারণ নাম—সংস্কৃত—বিড়ঙ্গ, চিত্রতণ্ডুল; বাংলা—বিড়ঙ্গ* ; হিন্দি—বাবেরং ; গুজরাতী—কার্কালি ; তেলেগু—বায়, বিলমগন ; মারাঠী—বাবাদিঙ্গ ; বম্বে—আমতি, আমবাত, বৈবারা ; নেপালী—হিমালচেরী ; আরব ও পারস্য—বিড়াঙ্গী-ই-কাবুলী।

ইহা মাইরসিনেসী (myrsinaceæ) জাতীয় উদ্ভিদ ; ইহার অপর ডাক্তারী নাম—এম্বেলিয়া ইণ্ডিকা (embelia indica)।

---

* আয়ুর্বেদ মতে—

বিড়ঙ্গং কটুতীক্ষ্ণোষ্ণং রুক্ষং বহ্নিকরং লঘু।
শূলাধ্মানোদরশ্লেষ্মা—ক্রিমিবাত বিবন্ধনুৎ॥

অর্থাৎ—বিড়ঙ্গ কটু, তীক্ষ্ণ, উগ্রবীর্য, রুক্ষ, অগ্নিকারক, লঘু এবং ইহা শূল, উদরাধ্মান বা পেটফাঁপা, উদররোগ, শ্লেষ্মা, কৃমি, বাত এবং বিবন্ধ নাশ করে।

ইহা আয়ুর্বেদের সর্বোৎকৃষ্ট কৃমিনাশক ঔষধ; মৌরী ও পিপুল যোগে বিড়ঙ্গ শিশুদের কোষ্ঠবদ্ধে ব্যবহৃত হয়। বিড়ঙ্গ রেচক, আধ্মান এবং বায়ু নাশক। মহামতি চরক কৃমিবিনাশে ইহাকে যেমন একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়াছেন, সুশ্রুতও তেমনি কৃমি এবং অর্শরোগে ইহার বিশেষ উপযোগিতা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, অধিকন্তু তিনি ইহাও বলিয়াছেন—ঋতুবিশেষে নিয়মিত ব্যবহারে মানব দীর্ঘায়ু হয়। বিড়ঙ্গচূর্ণ এক হইতে দুই ড্রাম মাত্রায় চিনি অথবা মধুর সহিত খালি পেটে সেবন করিলে গোল কেঁচো জাতীয় কৃমি এবং ফিতা জাতীয় কৃমি নির্গত হয়।

হোমিওপ্যাথিক প্রণালীতে প্রস্তুত বিড়ঙ্গ বা এম্বেলিয়া যে কোন ক্রমে শিশুদের কৃমিরোগে এবং ক্রিমিজনিত অতিসার, অজীর্ণ, পেটফাঁপা প্রভৃতি পীড়ায় উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শিশুদের কৃমিসংযুক্ত বাতাজীর্ণে ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

শিশুদের কৃমিজনিত অজীর্ণ, অতিসার, পেটফাঁপা প্রভৃতি রোগে নাক্স ভমিকা, সিনা প্রভৃতি ব্যবহার করিয়াও যখন উপযুক্ত ফল পাওয়া যায় না, তখন এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া দেখা উচিত। কৃমিহেতু যাবতীয় উপসর্গে, অথবা কৃমি যেখানে ব্যাধির মূল কারণ বলিয়া জানা যায়, সেখানে এম্বেলিয়া বিশেষ উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হইতে পারে।

এস্থলে ইহা অ্যাটিস্টা ইণ্ডিকা, সিনা, ইণ্ডিগো, স্যাবাডিলা, স্পাইজিলিয়া প্রভৃতি ঔষধের সহিত তুলনীয়। শিশুদের বাতাজীর্ণে অর্থাৎ কৃমি, অজীর্ণ, পেটফাঁপা, অতিসার প্রভৃতি মিশ্রিত রোগে ইহা বিশেষ উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হয়।

প্রস্রাব কটু এবং রক্তবর্ণ হওয়া এম্বেলিয়ার বিশেষ নির্ণায়ক লক্ষণ।

উল্লিখিত উপসর্গে এই লক্ষণ থাকিলে এম্বেলিয়া অধিকতর উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হইতে পারে।

ক্রম—২x, ৩x, ৬x এবং ৩০ সর্বদা ব্যবহৃত হয়।

অশ্বত্থ

(Ficus Religiosa)

সাধারণ নাম—সংস্কৃত—পিপ্পল, শ্রীবৃক্ষ; বাংলা—অশ্বত্থ; হিন্দি—পিপল; গুজরাতী—জারি; মারাঠী—প্রিন্‌পল; মালয়লম—অ্যারেয়াল; কানাড়ী—রঙ্গী, বস্‌রী, অশ্বত্থমারা; তেলেগু—রাগী; তামিল—অশেমরম। ইংরাজী—দি পিপুল ট্রি, সেকরেড ফিগ।

ইহা আর্টিকেসী (urticaceæ) জাতীয় বৃক্ষ।

অশ্বত্থ * আমাদের দেশের স্বনামপ্রসিদ্ধ বৃক্ষ। রক্তদুষ্টি অশ্বত্থগাছের ছালের ক্বাথ মধুর সহিত সেবনে ভাল হয়, পোড়া ঘায়ে অশ্বত্থ গাছের ছাল পোড়া চূর্ণ প্রয়োগে ক্ষত শীঘ্র আরোগ্য হয়। ইহার পরিচয় অনাবশ্যক। এই ঔষধ কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ডাঃ শরচ্চন্দ্র ঘোষ ২৬ বৎসর বয়সে প্রথম পরীক্ষা করেন এবং তাঁহার স্ত্রী ১৭ বৎসর বয়সে ইহা দ্বিতীয়বার পরীক্ষা করেন। এই পরীক্ষা বিবরণ ইউরোপ ও আমেরিকার কয়েকখানি মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং

---

* আয়ুর্বেদ মতে—পিপ্পলো দুর্জরঃ শীতঃ পিত্তশ্লেষ্মব্রণাস্রপ্রজিৎ।
গুরুস্তুবরকো রুক্ষো বর্ণ্যো যোনিবিশোধনঃ॥

অর্থাৎ অশ্বত্থ দুষ্পাচ্য, শীতবীর্য, পিত্তঘ্ন, কফাপহারক, ব্রণ ও রক্তদোষনাশক, গুরু, কষায়রস, রুক্ষ, বর্ণপ্রসাদক এবং যোনি বিশোধক।

ডাঃ ক্লার্ক ও ডাঃ বোরিক প্রভৃতি তাঁহাদের মেটিরিয়া মেডিকায় ইহার বিষয় লিখিয়া গিয়াছেন।

ইহা শ্রেষ্ঠ রক্তরোধক গুণবিশিষ্ট বৃক্ষ, শরীরের যে কোন স্থান—অন্ত্র, ফুসফুস, পাকস্থলী, মূত্রাশয় ইত্যাদি হইতে রক্তস্রাব রোধ করিবার ইহার অসীম ক্ষমতা আছে বলিয়া আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থকারগণ বলিয়া গিয়াছেন।

ইহার পাতা, ছাল এবং ফল ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়।

ভেষজ লক্ষণ

রোগী, বা রোগিনী স্থিরভাবে থাকিতে ভালবাসে, নড়াচড়া করিতে ইচ্ছা করে না। সর্বদা বিমর্ষভাব।

মাথাঘোরা এবং বমনেচ্ছা ; মাথার তালুতে জ্বালা এবং উত্তাপবোধ ; মুখমণ্ডল হরিদ্রাভ।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, চোখে অন্ধকার দেখা।

পাকাশয় (stomach) হইতে উজ্জ্বল লালবর্ণের রক্তবমন। উদরের নিম্নভাগে চাপক বেদনা।

মলদ্বার হইতে রক্তস্রাব, রক্তাতিসার এবং রক্তামাশয়, প্রস্রাবও বহুল পরিমাণে রক্তসংযুক্ত, ঘন ঘন প্রস্রাব করিবার প্রবৃত্তি, শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, শ্লেষ্মা রক্তমিশ্রিত।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয় হইতেও উজ্জ্বল লালবর্ণের অত্যধিক পরিমাণ রক্তস্রাব। পেটের নিম্নদিকে চাপ বোধ হয়।

শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা।

রোগী অত্যন্ত দুর্বলতা বোধ করে; অস্থিরতা প্রকাশ পায়।

* * * * *

এই ঔষধ নিম্নলিখিত ব্যাধিতে বিশেষ উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হইতেছে, যথা—

শরীরের যে কোন দ্বার হইতে রক্তস্রাব; নাসিকা হইতে রক্তস্রাব; রক্তস্রাব অর্শ (hæmorrhagic piles); রক্তাতিসার এবং রক্তামাশয়; রক্তস্রাবী কাশি; রক্তমূত্র; স্ত্রীলোকগণের উজ্জ্বল লালবর্ণের অত্যধিক ঋতুস্রাব বা অতিরজঃ এবং রক্তপ্রদর বা জরায়ু হইতে রক্তস্রাব।

শরীরের যে কোন দ্বার হইতে উজ্জ্বল লালবর্ণের রক্তস্রাব হইলে ফিকাস বিশেষ উপযোগী হইবে। রক্তবমন (hæmatemesis) এবং নাসিকা হইতে রক্তস্রাব (epistaxis)। ফিকাস জ্ঞাপক রক্ত উজ্জ্বল লালবর্ণের। ইপিকাক, মিলিফোলিয়াম, ফসফরাস প্রভৃতি অনেক ঔষধের সহিতই ইহার তুলনা চলিতে পারে। ইপিকাকের রোগীতে বমনের সঙ্গে সর্বদা গা-বমি-বমি (nausea) লক্ষণ থাকে। মিলিফোলিয়ামের রক্তও উজ্জ্বল লালবর্ণের। স্ত্রীলোকগণের রজোরোধ হইয়া যদি পাকস্থলী হইতে রক্ত উঠে তবেই মিলিফোলিয়াম উপযোগী হইবে। এরূপ অবস্থায় হ্যামামেলিস এবং আস্টিলেগোও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। হ্যামামেলিসের রক্তের বর্ণ (venous blood) কাল। পাকস্থলীর ক্যানসার বা অন্য কোন প্রকারের ক্ষত, অথবা পাকস্থলীর কোনপ্রকার যান্ত্রিক ব্যাধি হেতু রক্তবমন হইলে ফসফরাস উপযোগী; ইহার রক্ত কতক কফি গোলার ন্যায়, কতক জমা জমা। স্ত্রীলোকগণের ঋতু বন্ধ হইয়া রক্তবমন হইলেও ফসফরাস

উপযোগী। ইহাকে ভাইকেরিয়াস মেনস্ট্রুয়েশান বলে। কাশিতে কাশিতে রক্ত উঠিলে অ্যাকালাইফা ইণ্ডিকা উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হয়।

নাসিকা হইতে উজ্জ্বল লালবর্ণের রক্তস্রাবে (epistaxis) ফিকাস যেমন উপযোগী, মিলিফোলিয়াম, সিনামোমাম, ক্রোকাস, অ্যাকোনাইট প্রভৃতি ঔষধও তেমনই ফলবত্তার সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মিলিফোলিয়ামের রক্ত উজ্জ্বল লালবর্ণের এবং তাহাতে জ্বালা-যন্ত্রণা কিছুই থাকে না। নাসিকা হইতে ঘন ঘন রক্তস্রাব হইলে সিনামোমাম সর্বাপেক্ষা উপকারী। জ্বর, উদ্বেগ অস্থিরতা থাকিলে অ্যাকোনাইট। ক্রোকাসের রক্ত কাল, চাপ চাপ, আঠার ন্যায় এবং সূতার মত লম্বা হইয়া নির্গত হয়। এই প্রকারের রক্ত পাকস্থলী, ফুসফুস এবং জরায়ু হইতে নির্গত হইলেও ক্রোকাস বিশেষ উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকগণের ঋতু বন্ধ হইয়া নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইলে পালসেটিলা উপযোগী। পালসেটিলায় রক্ত অল্প অল্প ঝরিতে থাকে।

ফুসফুস হইতে রক্তস্রাব বা রক্তোৎকাশিতে (hæmoptysis) শ্বাস-কৃচ্ছ্রতা সহ উজ্জ্বল লালবর্ণের রক্তে ফিকাস উপযোগী। মিলিফো-লিয়ামও ব্যবহৃত হয়। ইপিকাকের রক্ত উজ্জ্বল লাল হইলেও, ইহাতে বমনেচ্ছা প্রবল থাকে। ফিকাসেও বমনেচ্ছা থাকিতে পারে, কিন্তু ইপিকাকে প্রবল। উজ্জ্বল লালবর্ণের রক্তস্রাবে বেলেডোনাও ব্যবহৃত হয়; কিন্তু তাহাতে আরক্ত মুখমণ্ডল, মাথাধরা প্রভৃতি মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চারের লক্ষণ বর্তমান থাকে, রক্তও উষ্ণস্পর্শ হয়। অ্যাকা-লাইফা ইণ্ডিকা রক্তোৎকাশির অন্যতম উৎকৃষ্ট ঔষধ। প্রাতঃকালে উজ্জ্বল লালবর্ণের এবং বৈকালে চাপ চাপ রক্ত ইহার বিশেষত্ব। ক্রোকাসের রক্ত কাল আঠার ন্যায়, টানিলে সূতার মত লম্বা হয়;

ইহা ভিন্ন, ফেরাম মেটালিকাম, ফসফরাস, আইওডিন প্রভৃতি ঔষধও রক্ত কাশিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

রক্তাতিসার এবং রক্তামাশয়েও ফিকাস ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রক্তপ্রস্রাবেও (hæmaturia) ইহার বিশেষ উপযোগিতা দেখা যায়। প্রচুর পরিমাণ উজ্জ্বল লালবর্ণের রক্তসংযুক্ত প্রস্রাব। ঘন ঘন প্রস্রাব করিবার প্রবৃত্তি। অ্যাসিড গ্যালিক রক্তপ্রস্রাবের অন্যতম উৎকৃষ্ট ঔষধ। ব্রাইটস ডিজিজ, অথবা আঘাত হেতু যদি কিডনি হইতে রক্তস্রাব হয়, তবে ইহা বিশেষ উপযোগী হইবে। ইকুইসিটামের সহিত ফিকাসের অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। ইহাতে ঘন ঘন প্রস্রাবের প্রবৃত্তি দেখা যায়। ব্লাডার চাপিয়া না ধরিলে প্রস্রাব হয় না। প্রস্রাবের বেগ ধারণ করিতে অক্ষমতা। টেরিবিন্থেও রক্তপ্রস্রাব আছে। প্রস্রাব-ত্যাগকালে জ্বালা এবং টাটানি থাকে, ফোঁটা ফোঁটা মূত্র নিঃসরণ হয়।

রক্তস্রাবী অর্শে উজ্জ্বল লালবর্ণের রক্ত লক্ষণে ফিকাস ব্যবহৃত হয়। অর্শের অতিরিক্ত রক্ত রোধ করিতে ইহার যেরূপ ক্ষমতা আছে, অন্যান্য কতকগুলি ঔষধও তেমনই উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ব্লুমিয়া ওডোরেটার কথা পূর্বেই লিখিয়াছি অতিরিক্ত রক্তস্রাব রোধ করিতে ইহার অরিষ্ট এবং ২x বিশেষ ফলপ্রদ। শৈরিক রক্তস্রাবে (কালচে রক্ত—venous blood) হ্যামামেলিস উপযোগী। আক্রান্ত-স্থানে টাটানি ব্যথা এবং কোমরে তীব্র বেদনা ইহার বিশেষ লক্ষণ। রক্তস্রাবী অর্শে সালফার, নাক্স ভমিকা, ইসকুলাস, অ্যাকোনাইট, অ্যালো প্রভৃতি ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অর্শের রক্ত বন্ধ হইয়া যদি মাথাধরা প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সালফার তাহার উৎকৃষ্ট ঔষধ।

স্ত্রীলোকগণের ঋতুকালে অতিরিক্ত রক্তস্রাব, অথবা অন্য সময়ে জরায়ু হইতে প্রচুর পরিমাণে রক্তস্রাবেও ফিকাস বিশেষ উপযোগিতার

সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই রক্ত উজ্জ্বল লালবর্ণের। উদরের নিম্নাংশে চাপক বেদনা বর্তমান থাকে। জরায়ু হইতে উজ্জ্বল লালবর্ণের রক্তস্রাবে আরও অনেক ঔষধের সহিত সামঞ্জস্য লক্ষিত হয়। ইপিকাকের রক্ত উজ্জ্বল লালবর্ণের হইলেও, সেই সঙ্গে বমনেচ্ছা প্রবল এবং কষ্টকর শ্বাসপ্রশ্বাস (laboured breathing) বর্তমান থাকে। বেলেডোনায় রক্তস্রাবী উজ্জ্বল লালবর্ণের, কিন্তু রক্ত উষ্ণস্পর্শ এবং প্রায়ই মাথাধরা, আরক্ত মুখমণ্ডল প্রভৃতি মস্তিষ্ক লক্ষণ বর্তমান থাকে। রক্ত নির্গত হইবার পরে জমিয়া যায়। মিলিফোলিয়ামের রক্ত উজ্জ্বল লালবর্ণের, কিন্তু ইহাতে কোনপ্রকার বেদনা নাই। আঘাতপ্রাপ্তি হেতু অবিরাম রক্তস্রাবেও ইহা উপযোগী। আঘাত হেতু উজ্জ্বল লালবর্ণের রক্তস্রাবে আর্নিকা প্রধান ঔষধ। স্যাবাইনায় রক্তস্রাব উজ্জ্বল লালবর্ণের—কিন্তু চাপ চাপ; পেটে অত্যন্ত বেদনা—পিউবিস হইতে সেক্রাম অস্থি, অর্থাৎ বিটপদেশ বা তলপেটের নীচে রোমাবৃত স্থান হইতে পশ্চাদ্দিকে ত্রিকাস্থি পর্যন্ত, নড়াচড়া করিলে বাড়ে। নড়াচড়ায় বৃদ্ধিযুক্ত উজ্জ্বল লালবর্ণের রক্তস্রাবে এরিজিরন বিশেষ উপযোগী। এই সঙ্গে প্রস্রাবের বেগ ও জ্বালা বর্তমান থাকে। উজ্জ্বল লালবর্ণের রক্তস্রাবে অ্যাকোনাইট ব্যবহৃত হয়; কিন্তু জ্বর, দাহ, অন্তর্যাতনা, পিপাসা প্রভৃতি অ্যাকোনাইটের বিশিষ্ট লক্ষণ বর্তমান থাকে।

ক্রম—২x, ৩x, ৬x এবং ৩০ সর্বদা ব্যবহৃত হয়।

রোগী-বিবরণ—অতিরজে ফিকাস রিলিজিওসা।

(ক) উমারাণী, দুইটি সন্তানের জননী, বয়স ১৯। তৃতীয়বার গর্ভবতী হইলে তৃতীয় মাসে গর্ভস্রাব হয়; কিন্তু গর্ভস্রাবের বোধগম্য কারণ কিছুই পাওয়া যায় না। ১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দে ৬ই জানুয়ারী এই ঘটনা

ঘটে। প্রচুর পরিমাণ উজ্জ্বল লালবর্ণের রক্ত ভাঙ্গিতে থাকে, সেই সঙ্গে বমনেচ্ছা, কষ্টকর শ্বাসপ্রশ্বাস, হাত পা ঠাণ্ডা, পেটে বেদনা ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। ইপিকাক এবং কার্বো ভেজ প্রয়োগে আংশিক উপশম পাওয়া যায়। স্রাব প্রায় পূর্ববৎ হইতে থাকে। রক্ত কখনও চাপ চাপ, কখনও বা তরল। স্যাবাইনা ৩০ প্রয়োগেও কোন বোধগম্য উন্নতি লক্ষিত হইল না। অবশেষে ফিকাস রিলিজিওসা ৩x, প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর ৪ মাত্রা দেওয়ায় আশাতিরিক্ত ফল পাওয়া যায়।

৭ই জানুয়ারী, ঐ ঔষধই ৪ মাত্রা ৪ ঘণ্টা অন্তর দেওয়া হয়।

৮ই জানুয়ারী, রক্ত প্রায় বন্ধ হইয়াছে; ফলতঃ একমাত্র দুর্বলতা ব্যতীত রোগিনীর অপর কোন উপসর্গ নাই। চায়না ৬, চারি মাত্রা দিবার পরে আর ঔষধের প্রয়োজন হয় নাই।

(খ) পদ্ম নাম্নী একটি যুবতী বহুদিন হইতে শিরঃপীড়া, যকৃৎ এবং জরায়ুর নানাবিধ গোলযোগ ইত্যাদি রোগে ভুগিতেছিল। ১৯৪১, সেপ্টেম্বর মাসের শেষভাগে জ্বরাক্রান্ত হইয়া দুই সপ্তাহ শয্যাশায়ী হইয়া থাকে। এই সময়ে মাসিক ঋতুস্রাবে প্রচুর পরিমাণ উজ্জ্বল লালবর্ণের রক্ত ভাঙ্গে ও সেই সঙ্গে তলপেটে তীব্র বেদনা এবং অত্যন্ত দুর্বলতা বোধ করে। ফিকাস রিলিজিওসা ৩x, তিন মাত্রা করিয়া তিন দিন ব্যবহার করিলে রোগিনী সুস্থ হয়।

(গ) দন্তমূলের রক্তস্রাবে ফিকাস রিলিজিওসা।

শ্রীমান······মজুমদার, বয়স ১৮, কয়েক মাস ধরিয়া ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিতেছে। কুইনাইন, পেটেণ্ট ও অ্যালোপ্যাথিক ইত্যাদি ঔষধ খাওয়ায় জ্বর সাময়িকভাবে বন্ধ হয়, আবার দেখা দেয়। ইং ১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষভাগে একদিন তাহার বাঁ দিকের নিম্ন

পাটির তিনটা দাঁতের গোড়া দিয়া অনর্গল উজ্জ্বল লালবর্ণের রক্ত পড়িতে থাকে, জ্বর বা অন্য কোন উপসর্গ নাই। অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার ক্যালসিয়াম এবং হিমোস্টেটিক সিরাম ইনজেকসন করেন, ইহাতে রক্ত বন্ধ না হইয়া আরও বেশী পড়িতে থাকে। যকৃতের দোষ মনে করিয়া পুনরায় এমিটিন ইনজেকসন দেওয়া হয়, কিন্তু অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে যাইতে থাকে, নিম্ন পাটির রক্ত একটু কমিয়া উপর পাটির তিনটি দাঁতের গোড়া হইতে দ্বিগুণ পরিমাণ বা ততোধিক রক্ত দিন রাত্রি পড়িতে থাকে। দাঁতের গোড়ায় ফুলা, ক্ষত বা কোন অস্বাভাবিক অবস্থা দেখা যায় না। রোগী ক্রমে রক্তশূন্য এবং দুর্বল হইয়া পড়িল, কিন্তু রক্ত পূর্ববৎ উজ্জ্বল লালবর্ণ। প্রচুর পরিমাণে বরফের আমদানী হইল, দূর্বারসের জন্য পাড়ায় আর দূর্বাবন থাকিল না, কিন্তু অবস্থার কোন উন্নতি নাই। একজন এম বি আসিয়া রোগ নির্ণয় করিলেন পায়োরিয়া, ঔষধও তাঁহার মতে চলিতে লাগিল। কিন্তু অবস্থার কোন উন্নতি নাই। চিকিৎসা বিভ্রাটের সূত্রপাত দেখিয়া গৃহস্থ হোমিওপ্যাথির শরণ লইলেন। এদিকে পাড়ায় স্ত্রী-পুরুষ সকলে, রোগীর বাড়ীতে এবং তাহার সম্মুখে বসিয়া গবেষণা করিতে এবং অযাচিত উপদেশ দিতে লাগিলেন, কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ভিন্ন চিকিৎসা হইবে না, অবিলম্বে কলিকাতায় পাঠান উচিত এরূপ পরামর্শও কেহ কেহ দিলেন। এরূপ পরামর্শ গ্রহণ করিতে অর্থ ব্যয় নাই, কিন্তু গরীবের পক্ষে সুদূর মফঃস্বল হইতে কলিকাতায় রোগীকে পাঠানো সহজসাধ্য নহে। এস্থলে হোমিওপ্যাথি ভিন্ন গতি নাই।

একজন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক দুই মাত্রা ফসফরাস দেন, কিন্তু কোন উপকার দেখা যায় না, নাইট্রিক অ্যাসিড উল্লেখ করিয়া আমার কাছে লোক পাঠান, (কারণ পূর্বোক্ত চিকিৎসক ব্যবসায়ী নহেন, অ্যামেচার, ঔষধাদি তাহার নিকট বিশেষ কিছু নাই)। আমি

আনুপুর্বিক অবস্থা শুনিয়া তুই ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইবার জন্য চারি মাত্রা মিলিফোলিয়াম ৬x পাঠাইয়া দিই। ঔষধটি বৃদ্ধির মুখে পড়ে, তিন মাত্রা খাওয়ান হয়। বহু স্থলেই ইহার রক্তরোধক ক্ষমতা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি; কিন্তু এখানে কিছু সময় অপেক্ষা করিয়াও কোন ফল না দেখিয়া ইহার শক্তি পরিবর্তনে মন না দিয়া—

৩০শে সেপ্টেম্বর—সন্ধ্যাকালে চারি মাত্রা ফিকাস রিলিজিওসা ৩x পাঠাইয়া দিই। রাত্রিতে ২ মাত্রা এবং পরদিন সকালে ২ মাত্রা খাওয়ান হয়।

১লা অক্টোবর—দ্বিপ্রহর হইতে রক্ত পরিমাণে এবং বারে কম দেখা যাইতে লাগিল। সন্ধ্যার পর ঐ ঔষধ আরও তুই মাত্রা।

রাত্রিতে রোগী বেশ ঘুমাইয়াছে, পুর্ব পুর্ব রাত্রিতে রোগী শান্তিতে ঘুমাইতে পারে নাই।

২রা অক্টোবর—সকালে দেখা গেল, ঘুমন্ত অবস্থাতেও, মুখের মধ্যে রক্ত জমিয়াছে, কিন্তু পরিমাণে কম, পথ্য তুধ বার্লি, তুধ খই, ভাতের মণ্ড চলিতেছে। ঔষধ ঐ, দিন রাত্রির জন্য তিন মাত্রা।

৩রা অক্টোবর—যাহা কমিয়াছে, তাহা ভিন্ন আর কোন উন্নতি নাই, সকালে সালফার ৩০ এক মাত্রা, বৈকালে ও রাত্রিতে পুনরায় ফিকাস রিলিজিওসা (এবার ৩০) তুই মাত্রা।

৪ঠা অক্টোবর—সকালে যাইয়া দেখিলাম, রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ, স্রোতের ন্যায় রক্তের যে অনবরত স্রাব চলিতেছিল, গতকল্য বৈকাল হইতে তাহা একেবারে নাই। তবুও পুনরাক্রমণ নিবারণ জন্য আরও তুই মাত্রা ঔষধ দেওয়া হয়। আর রক্ত পড়ে নাই বা ঔষধের প্রয়োজন হয় নাই।

(হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার সময়ে রোগীর বাড়ীতে লোক সমাগম বা হৈচৈ কিছুই ছিল না। পরে কেহ কেহ এরূপ মতও প্রকাশ

করিয়াছেন, ইহা আগের ইনজেকসনের ফল, এত ইনজেকসন কি বৃথায় যায়।)

বট

(Ficus Indica)

সাধারণ নাম—সংস্কৃত—বট,* শ্রীক্ষ, বহুপদ, স্কন্দজ; বাংলা—বট, বটগাছ; হিন্দি—বদ; মারাঠী—বটব্রক্ষ; তেলেগু—মারিচেট্ট, পেদ্দামারি; মালয়লম—বটম, পিরাল; তামিল এবং কানাড়ীজ—আল্‌মিরুম্‌; বার্মা—পায়ার্নিয়োগ্নাগ; ইংরাজি—বেনিয়ান ট্রি।

ইহা আর্টিকেসী (urticaceæ) জাতীয় বৃক্ষ, ইহার অপর ডাক্তারী নাম—ফিকাস বেঙ্গলেনসিস (ficus bengalensis)।

অশ্বত্থের ন্যায় ইহাও একটি পবিত্র বৃক্ষ, পাতকুয়োর জল, ইটের পাকা ঘর এবং শ্যামা স্ত্রীর ন্যায় বটের ছায়া শীতকালে উষ্ণ এবং গ্রীষ্মকালে শীতল থাকে। ইহা বটবৃক্ষের একটি বিশিষ্ট গুণ, প্রবাদমূলক শ্লোক তাহার প্রমাণ—

"কূপোদকং বটচ্ছায়া শ্যামা স্ত্রী ইষ্টকালয়ম্।
শীতকালে ভবেদুষ্ণং গ্রীষ্মকালে চ শীতলম্ ॥"

বটের ঝুরি এবং শুঙ্গ হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হইয়াছে। নানাপ্রকার রক্তস্রাবে অশ্বত্থ যেমন একটি ফলপ্রদ ঔষধ, বটেরও সেইরূপ ক্ষমতা

---

* আয়ুর্বেদ মতে—বটঃ শীতো গুরুগ্রাহী কফপিত্ত ব্রণাপহঃ।
বর্ণ্যো বিসর্পদাহঘ্নঃ কষায়ো যোনিদোষহৃৎ ॥

অর্থাৎ—বট শীতবীর্য, গুরু, ধারক, বর্ণপ্রসাদক এবং কষায়রস। ইহা কফ, পিত্ত, ব্রণ, বিসর্প, দাহ এবং যোনিদোষ নাশক।

দেখা যায়; বরং ইহার রক্তরোধক শক্তি অশ্বত্থ অপেক্ষাও অধিক। মুষ্টিযোগ হিসাবে রক্ত রোধ করিতে ইহার কচি পাতা ও ঝুরি সাধারণ লোকের মধ্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমরক্ত, অর্শ এবং অন্যান্য রক্তস্রাবে বটের কোমল ঝুরি (অগ্রভাগ) ছাগলের দুগ্ধ সহ সিদ্ধ করিয়া সেবন করিবার প্রথা দেখা যায়। ইহা একটি মুষ্টিযোগ। রক্তপিত্তেরও ইহা একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

ভারতীয় ঔষধাবলীর প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার, আর এন খোরী, লেফটেনাণ্ট কর্নেল আর এন চোপরা প্রভৃতি চিকিৎসকগণ বলেন—বৃক্ষের দুগ্ধবৎ আঠা—সঙ্কোচক, টনিক এবং কোমল ঝুরিতে প্রচুর পরিমাণ ট্যানিন আছে, যাবতীয় রক্তস্রাবে, রক্তামাশয়ে, বহুমূত্রে, প্রমেহে, ধাতুদৌর্বল্যে বিশেষ উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। হাত-পায়ের তলা ফাটিলে (when cracked) এবং দন্তশূলে ইহার বাহ্যপ্রয়োগ উপকারী। ঝুরির ক্বাথ, রক্তামাশয়ে ও উদরাময়ে বিশেষ ফলপ্রদ। বহুমূত্র রোগে ছালের ক্বাথ শর্করার ভাগ কমাইয়া দেয়। প্রাচীন আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থকারদের মধ্যে—

চরক—রক্তকাশি, রক্তবমন, রক্তামাশয়, স্ফোটক এবং স্ত্রীলোকদের শ্বেতপ্রদরে বিশেষ উপযোগী বলিয়া গিয়াছেন।

সুশ্রুত—রক্তবমনে।

চক্রদত্ত—রক্তামাশয়ে এবং ধাতুদৌর্বল্যে।

বঙ্গসেন—স্ফোটকে এবং রক্তাক্ত শ্বেতপ্রদরে।

ভাবপ্রকাশ—স্ফোটকে এবং চর্মরোগে ইহা ব্যবহারের কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

ফিকাস ইণ্ডিকা সাধারণতঃ নিম্নক্রমে উল্লিখিত ব্যাধিসমূহে বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ হইবে। যে কোন কারণেই গলা এবং মুখ দিয়া রক্ত উঠুক না কেন, তাহাতে ফিকাস ইণ্ডিকা বিশেষ উপযোগিতার সহিত

ব্যবহৃত হইবে। উজ্জ্বল লালবর্ণের রক্তের জন্য বেলেডোনা, ইপিকাক, মিলিফোলিয়াম প্রভৃতি ঔষধের সহিত ইহার তুলনা করা যাইতে পারে। অধোগামী রক্তপিত্তে, অর্থাৎ যাহাতে মলত্যাগকালে প্রথমেই রক্ত পড়িয়া পরে মল নিঃসরণ হয়, তাহাতেও ফিকাস ইণ্ডিকা বিশেষ ফলপ্রদ।

ধাতুদৌর্বল্য রোগে বটের আঠা ৭।৮ ফোঁটা মিছরির গুঁড়ার সঙ্গে প্রতিদিন প্রাতঃকালে এক পক্ষ কাল সেবন করিলে ভাল হয়, ফোড়ার প্রথম অবস্থায় কচি বটপাতা বাটিয়া প্রলেপ দিলে ফোড়া বসিয়া যায়, বটের কলি বাটিয়া প্রলেপে খোস ভাল হয়।

স্ত্রীলোকদের সর্বপ্রকার রক্তপ্রদরে ইহা উপযোগী। শীঘ্র শীঘ্র ঋতু হইয়া অধিক পরিমাণ স্রাব হয় এবং অনেকদিন ধরিয়া চলে। নাক্স ভমিকার লক্ষণও প্রায় এইরূপ, কিন্তু উহার রক্তের রং কাল এবং পেটে বেদনা থাকে।

নূতন ও পুরাতন আমাশয়ে উহা উপযোগী। অত্যধিক পেটবেদনা ও কোঁথপাড়া, রক্তের পরিমাণ অত্যধিক। এস্থলে ইহা মার্ক-করের তুল্য ঔষধ। অত্যন্ত পেটবেদনা সহ অতিসারেও ইহা ব্যবহৃত হয়। অত্যন্ত পেটবেদনার সহিত ঘন ঘন তরল ভেদ ইহার প্রধান লক্ষণ। অ্যাটিস্টা র‍্যাডিক্সে এই প্রকারের লক্ষণ সকল আছে।

প্রস্রাবে জ্বালা এবং সেই সঙ্গে রক্তস্রাব—এই লক্ষণে বহুমূত্র এবং প্রমেহ রোগেও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এস্থলে ক্যান্থারিসের সহিত ইহার তুলনা করা যাইতে পারে।

শুক্রক্ষয়জনিত ধাতুদৌর্বল্য রোগেও কোন কোন অবস্থায় ইহার উপকারিতা দেখা যায়।

ইহার নিম্নক্রমই বহুস্থলে ব্যবহৃত হয়। তরুণ আমরক্ত, পেটবেদনা এবং রক্তস্রাবে ২x, ৪।৫ ফোঁটা মাত্রায় অধিকতর উপকার পাইবার সম্ভাবনা।

———

মেষশৃঙ্গী বা মেড়াশৃঙ্গী

(Gymnema sylvestre)

সাধারণ নাম—সংস্কৃত—মেষশৃঙ্গী ; বাংলা—মেড়াশিঙ্গী, গুড়-মার ; হিন্দি—মেড়াশিঙ্গী ; তামিল—শিরুকুরঞ্জ ; বম্বে—কাহালি।

ইহা অ্যাসক্লেপিয়াডী (asclepiadeæ) জাতীয় উদ্ভিদ।

মেড়াশৃঙ্গী* একপ্রকার লতানে গাছ। মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থকারগণ, মধুমেহ ও অন্যান্য মূত্ররোগে এবং অজীর্ণ, জ্বর, কাশি, কৃমি ইত্যাদি ব্যাধিতে ইহার ব্যবহারের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ইহার পাতা চর্বণ করিয়া মিষ্ট বা তিত খাইলে, তাহার আস্বাদ পাওয়া যায় না। পাতা মিষ্ট আস্বাদ দূরীকরণে সমর্থ বলিয়া, ইহার আর এক নাম হইয়াছে "গুড়মাড়" (sugar killer); এই নামের সার্থকতাও আমরা বুঝিতে পারি—যখন দেখি, মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের লোকে মধুমেহের শর্করা কমাইবার জন্য ইহা ব্যবহার করিয়া যথেষ্ট উপকার পাইয়া থাকে।

কলিকাতা, ভবানীপুরের ডাঃ শরচ্চন্দ্র ঘোষ, এম ডি, এই ঔষধ সম্বন্ধে

---

* আয়ুর্বেদ মতে—

মেষশৃঙ্গী রসে তিক্তা বাতলা শ্বাসকাসহৃৎ।
রুক্ষা পাকে কটুঃ কুষ্ঠ ব্রণ শ্লেষ্মাক্ষিশূলনুৎ।
মেষশৃঙ্গী ফলং তিক্তং কুষ্ঠমেহ কফপ্রণুৎ।
দীপনং স্রংসনং কাস ক্রিমিব্রণবিষাপহম্॥

অর্থাৎ মেষশৃঙ্গী তিক্তরস, বায়ুবর্ধক, রুক্ষ, কটুবিপাক এবং ইহা শ্বাস, কাশ, কুষ্ঠ, ব্রণ, কফ ও অক্ষিশূল নাশক। ইহার ফল তিক্তরস, অগ্নির দীপক, স্রংসন গুণযুক্ত। ইহা কুষ্ঠ, প্রমেহ, কফ, কাশ, কৃমি, ব্রণ ও বিষদোষ নাশ করে।

আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার সম্পাদিত ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী সংখ্যা "হ্যানিম্যানিয়্যান গ্লিনিংসে"* তিনি যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতে আমরা দেখিতে পাই, রাওয়ালপিণ্ডীর ডাক্তার গোবিন্দরাম শর্মা যখন এই লতার পরীক্ষাকার্যে নিযুক্ত ছিলেন, তখন তিনি ডাক্তার ঘোষকে এক পত্রে জানাইয়াছিলেন যে, মধুমেহের (diabetes mellitus) ইহা সর্বোৎকৃষ্ট ঔষধ হইয়াছে। ইহা প্রয়োগ করিতে লক্ষণের বিচার করিবার আবশ্যকতা নাই ; কারণ ইহা সকল প্রকার মধুমেহতেই তুল্য উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হয়। মূল অরিষ্ট, বা নিম্ন উচ্চ যে কোন শক্তিতেই ইহা কার্যকরী। ইহা সেবনে অতি অল্প সময়ের মধ্যে শর্করার ভাগ কমিয়া যায়, রোগীর ওজন এবং মাংসপেশী বৃদ্ধি পাইতে থাকে, স্বাভাবিক ক্ষুধা ফিরিয়া আসে। তাহার মানসিক, শারীরিক এবং রতিবিষয়ক উন্নতিও দেখা যায়। ফলতঃ ইহা মূত্রমেহরোগীর আয়ুষ্কাল বর্ধিত করিয়া থাকে। ডাঃ শর্মা আরও লিখিয়াছেন যে, মূত্র হইতে শর্করার ভাগ কমাইতে গুড়মারের ন্যায় অন্য কোন ঔষধই তাহাকে এত তৃপ্তি দিতে পারে নাই। ৫ বৎসর ধরিয়া এই ঔষধ ব্যবহার করিতেছেন, ইহার মধ্যে একটি রোগীতেও তিনি অকৃতকার্য হন নাই। এই ঔষধ এক পক্ষ কাল ব্যবহার করিলে যে কেহ ইহার আশ্চর্য গুণে মুগ্ধ হইবেন।

অ্যাব্রোমা অগস্টা এবং সিজিজিয়ামের লক্ষণের সঙ্গে ইহার লক্ষণের অনেকাংশে মিল আছে। জিমনেমায় দিনরাত্রে—বারে কম, কিন্তু পরিমাণে বেশী প্রস্রাব হয়, শর্করার পরিমাণও ইহাতে খুব বেশী, বারে কম কিন্তু অত্যন্ত অধিক পরিমাণে জলপানের ইচ্ছা। শীর্ণ রোগী, শরীরে জ্বালা এবং দুর্বলতা।

অ্যাব্রোমায় প্রস্রাব বারে বেশী হয় রাত্রিতে, রোগী প্রস্রাবের বেগ

* *The Hahnemannian Gleanings, January 1937, page 551*

ধারণ করিতে পারে না। অ্যাব্রোমা ওলটকম্বল হইতে প্রস্তুত হইয়াছে, সুতরাং ইহা স্ত্রীলোকদের পক্ষে অধিকতর উপযোগী।

সিজিজিয়ামে প্রস্রাবে অত্যধিক শর্করা থাকে। ইহাতেও যেমন পিপাসা, তেমনি প্রস্রাব বারে এবং পরিমাণে অত্যধিক, প্রস্রাবের আপেক্ষিক গুরুত্বও বেশী।

আমেরিকা এবং ইউরোপেও এই ঔষধের ব্যবহারিক পরীক্ষা হইয়াছে এবং অনেকে ব্যবহার করিয়া সন্তোষলাভ করিতেছেন। ডাঃ গুই বেকলি স্টার্নস বলেন যে, উহার উচ্চশক্তি ব্যবহারে ভাল ফল পাওয়া যায়।

ডাঃ শর্মা প্রদত্ত

ভেষজ লক্ষণ

মন—বিষণ্ণ।

মাংসপেশী—মাংসপেশীর শিথিলতা, কিন্তু মৃত্যুশয্যাতেও রোগী আরোগ্য সম্বন্ধে আশাপ্রদ।

মুত্র—শর্করায় পূর্ণ। মূত্রত্যাগের পরে রোগী 'এইরূপ প্রচুর মূত্র নিঃসরণ আমাকে দুর্বল করিতেছে' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিয়া উঠে।

মূত্রের রং শাদা, পরিমাণ প্রচুর, দিনরাত্রিতে অনেকবার ত্যাগ হয়। আপেক্ষিক গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। মূত্রে প্রচুর পরিমাণ শর্করা পাওয়া যায়।

ত্বক—সমস্ত শরীরে জ্বালা; কার্বাঙ্কল এবং স্ফোটকে জ্বালা; শরীরের যে কোন স্থানে মূত্রমেহজাত কার্বঙ্কল প্রকাশ পাইতে পারে।

তৃষ্ণা—খুব ঘন ঘন প্রচুর পরিমাণ জল পান করে।
দুর্বলতা—রোগীতে ক্রমবর্ধনশীল দুর্বলতা প্রকাশ পায়।
বৃদ্ধি—স্ত্রীসহবাসে মূত্র এবং শর্করার বৃদ্ধি হয়।
রতিশক্তি—হ্রাসপ্রাপ্ত বা লুপ্ত।

চাউলমুগরা

(Gynocordia Odorata)

সাধারণ নাম—সংস্কৃত—পাটলি; বাংলা—চাউলমুগরা; হিন্দি—মাহারি; বম্বে, ইংরাজী—চাউলমুগরা; পারস্ত—বিরিঞ্জমোগরা; কানাড়ীজ—সুরানল্যাসিল; বার্মা—ট্যালিম্বেনি; নেপাল—কাদু।

ইহা বিকসিনী (bixineæ) জাতীয় উদ্ভিদ।

চাউলমুগরা* হিমালয়ের পাদদেশে, সিকিম, খাসিয়া পাহাড় প্রভৃতি স্থানে প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। ইহার বীজ এবং বীজের তৈল ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। উভয়েরই রক্তশোধন করিবার ক্ষমতা আছে।

চাউলমুগরা তৈল চর্মরোগের একটি বিশিষ্ট ঔষধ। ভারতবর্ষের মধ্যে প্রায় প্রত্যেক বাজারেই ইহা কিনিতে পাওয়া যায়। কুষ্ঠ, পাঁচড়া এবং অন্যান্য চর্মরোগে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

---

* চাউলমুগরার তৈল সম্বন্ধে আয়ুর্বেদে উক্ত আছে—

বামনং পাটলী তৈল কুষ্ঠকণ্ডুবিমর্দনম্।
বলবহ্নিপ্রদং কর্মদোষহৃত্ রসায়নম্॥

অর্থাৎ চাউলমুগরার তৈল—বমনকারক, বলবর্ধক, অগ্নিবর্ধক এবং রসায়ন। ইহা কণ্ডু এবং চর্মরোগ নাশক।

বীজচূর্ণ আভ্যন্তরিক ব্যবহৃত হয়। তৈলের আভ্যন্তরিক এবং বাহ্যিক উভয় প্রকারের ব্যবহার আছে। যক্ষ্মারোগী তৈল সেবন এবং বুকে মালিশ করিয়া বিশেষ উপকার পাইয়া থাকে। চর্মরোগে বাহ্য-প্রয়োগার্থ ভেসেলিন সহ চাউলমুগরার মলম প্রস্তুত হয়।

চাউলমুগরা হইতে দুই প্রকারে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রস্তুত হয়। অরিষ্ট প্রস্তুত হয়—এক ভাগ বীজচূর্ণ ও ওজনের ৫ ভাগ অ্যালকোহল যোগে। কিন্তু আমেরিকান হোমিওপাথিক ফার্মাকোপিয়ার ৮ম প্রক্রিয়া অনুসারে এক ফোঁটা তৈলে ৯ গ্রেন সুগার অব মিল্ক (দুগ্ধ শর্করা) মিশাইয়া বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

চাউলমুগরা আজও সুস্থ শরীরে পরীক্ষিত হয় নাই। ব্যবহার ক্ষেত্রে ইহা পামা, দদ্রু, পাঁচড়া ইত্যাদি নানা চর্মরোগে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। কুষ্ঠরোগের ইহা একটি অতি প্রয়োজনীয় ঔষধ। বাত, গাউট এবং গৌণ উপদংশেও ইহা উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হয়।

ক্রম θ, ২x, ৩x।

অনন্তমূল

(Hemidesmus Indica)

সাধারণ নাম—সংস্কৃত—অনন্তমূল, সুগন্ধী, গোপীমূলাম্; বাংলা এবং পাঞ্জাবী—অনন্তমূল; হিন্দি—কালীসার, হিন্দি সালসা; মারাঠী—উপার-সারী, দুধাশালী; পারস্য—জাসমীন বারী; তেলেগু—সুগন্ধী ফল; তামিল ও মালয়লম—নান্নাবিভার; কানাড়ী—নামাদাবেরু; আরব—জৈয়ানা; ইংরাজী—ইণ্ডিয়ান সার্সাপ্যারিলা।

ইহা অ্যাসক্লেপিয়াডী (asclepiadeæ) জাতীয় উদ্ভিদ, ইহার অপর ডাক্তারী নাম—অ্যাসক্লেপিয়াস সিউডোসারসা (asclepias pseudosarsa)।

অনন্তমূল* লতানে গাছ। বঙ্গদেশের জঙ্গলে দেখিতে পাওয়া যায়। ফলতঃ ইহা হিমালয় হইতে ত্রিবাঙ্কুর পর্যন্ত ভারতবর্ষের সর্বত্রই জন্মিয়া থাকে। ইহার প্রধান উপাদান "কুমারিনের" (coumarine) জন্য ইহাতে একটা সুগন্ধ পাওয়া যায় এবং ইহার আস্বাদও মিষ্ট হয়। এই লতার যে যথেষ্ট ভৈষজ্যগুণ আছে, তাহা শুধু আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক নহে, পরন্তু বহু বিদেশীয় মনীষীও একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। ডাক্তার ই জে ওয়ারনিং ইহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলেন, ইহা ধাতুদৌর্বল্য, উপদংশ, ঔপদংশিক চর্মরোগ, অজীর্ণ, বাত, ক্ষুধামান্দ্য প্রভৃতি রোগে অত্যন্ত উপযোগী। জ্যামেকা সালসার পরিবর্তে, অনন্তমূলের সালসা আমাদের দেশে অনেকেই ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহা একটি উত্তম দৌর্বল্যনাশক ঔষধ।

স্বল্পমূত্র, মূত্রকৃচ্ছ্রতা এবং মূত্রপাথরিতে গোদুগ্ধ সহ ইহার মূলের চূর্ণ বিশেষ ফলপ্রদ মুষ্টিযোগ। মূলের কল্ক বা মণ্ড (paste of the root) ক্ষত এবং স্ফীতিতে ব্যবহৃত হয়।

---

* আয়ুর্বেদ মতে অনন্তমূলের ব্যবহার—

অগ্নিমান্দ্যারুচি শ্বাসকাসাম বিষনাশনম্ ॥
দোষত্রয়াস্র প্রদর জ্বরাতীসারনাশনম্।
স্বেদনং মূত্রকৃদ্ বল্যং পরং বৃষ্যং রসায়নম্ ॥
ঔপদংশিক রোগঘ্ন সর্বচর্মবিকারনুৎ।
আমবাতং বাতরক্তং সূতরোগাংশ্চ নাশয়েৎ।

অর্থাৎ অনন্তমূল অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, শ্বাস, কাশ, আমজ রোগ, বিষদোষ, রক্তপ্রদর, জ্বরাতিসার, উপদংশবিষজাত বিকার, যাবতীয় চর্মরোগ, আমবাত, বাতরক্ত, অবিধি পারদ সেবনজনিত ব্যাধি ইত্যাদি আরোগ্য করে।

অনন্তমূল উত্তমরূপে বাটিয়া সেবনে পাথরি রোগ আরোগ্য হয়। অনন্তমূল বাটা মধুসহ সেবনে স্ত্রীলোকদের রক্তপ্রদর ভাল হইয়া থাকে ; ইহাতে আমাশয়ও ভাল হয়। অনন্তমূলের ক্বাথে হজমশক্তি বৃদ্ধি পায়।

ওজনে সদ্যোসংগৃহীত মূল একভাগ এবং সুরাসার দুই ভাগ লইয়া, আমেরিক্যান হোমিওপ্যাথিক ফার্মাকোপিয়া অনুসারে, হোমিওপ্যাথিক অরিষ্ট প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ধাতুদৌর্বল্য, উপদংশ, পারদদোষ, বাত, নানাবিধ চর্মরোগ, অজীর্ণ, ক্ষুধামান্দ্য, শ্বেতপ্রদর, মূত্রকৃচ্ছ্র এবং মূত্রপাথরি (সেই সঙ্গে স্বল্প এবং কড়া মূত্র), শিশুদের উদরাময় এবং পুরাতন কাশিতে ইহা উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হয়। রক্তদুষ্টিজনিত যাবতীয় উপসর্গের ইহা একটি মহৌষধ।

রোগার্তের কল্যাণার্থ এরূপ একটি মূল্যবান ঔষধের বিশদ প্রুভিং হওয়া উচিত।

ক্রম—θ, ২x, ৩x, ৩০।

থানকুনি

(Hydrocotyle Asiatica)

সাধারণ নাম—সংস্কৃত—মণ্ডূকপর্ণী, মানডুকী, দিব্যা, মহৌষধি ; বাংলা—থানকুনি, থুলকুড়ী ; হিন্দি—থুলখুড়ি ; বম্বে—করিঙ্গ ; কাশ্মীর—ব্রহ্মবুটি ; মারাঠী—করিবানা ; গুজরাতী—কারব্রাহ্মী ; তেলেগু—মণ্ডূক ; তামিল—ভেল্লারাই ; মালয়লম—কুটাকাম ; ইংরাজী—ইণ্ডিয়ান পেনিওয়ার্ট।

ইহা আমবেলিফেরি (umbeliferææ) জাতীয় উদ্ভিদ।